প্রথম আলো

Prothom Alo North America

26 October 2023, Thursday, 7th Year, Issue 345, 40 Pages

২৬ অক্টোবর ২০২৩, ১০ কার্তিক ১৪৩০, ১১ রবিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৪৫, পৃষ্ঠা: ৪০

গাজার সমর্থনে গ্রেটা থুনবার্গ, ইসরায়েলের তীব্র প্রতিক্রিয়া পৃষ্ঠা ১৯

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন বারাক ওবামা পৃষ্ঠা ২৫

গাজায় ইসরায়েলের স্থল হামলার প্রস্তুতি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজায় স্থলপথে হামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েলের সশস্ত্র বাহিনী (আইডিএফ)। মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেলেই আক্রমণ চালানো হবে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে হামলার সময়সহ বিস্তারিত তথ্য দেননি তিনি।

এদিকে গতকাল বুধবার রাতভর গাজা উপত্যকার উত্তরে ট্যাংক ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যবস্তুতে অভিযান চালিয়েছে আইডিএফ। 'যুদ্ধের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়া এবং গাজায় অসংখ্য সন্ত্রাসী সেল, অবকাঠামো এবং ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে' আঘাত হানার প্রস্তুতি হিসেবে এই অভিযান। এর আগে টেলিভিশনে প্রচারিত এক বক্তব্যে নেতানিয়াহু বলেন, গাজায় স্থল অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে আইডিএফ। তবে কখন এই অভিযান পরিচালনা করা হবে সে বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা হবে না। মন্ত্রিসভার সভায় স্থল

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলায় নিহত অন্তত ১৮

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের মেইন অঙ্গরাজ্যের লিউইস্টন শহরে পুলিশ সতর্ক করে বলেছে যে ওই এলাকায় এক বন্দুকধারী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার বন্দুক হামলায় অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

লিউইস্টনের পাশাপাশি কাছের শহর লিসবনের বাসিন্দাদের পাশাপাশি নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

পুলিশ বলছে সন্দেহভাজন বন্দুকধারীর নাম রবার্ট কার্ড এবং তার বয়স ৪০ বছরের মতো। তাকে "অস্ত্রধারী এবং বিপজ্জনক" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তারে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শত শত পুলিশ সদস্যকে নিয়োজিত করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে এবং তাকে আপডেট করা হবে।

বন্দুক হামলায় আরও অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছে বলে একাধিক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। যদিও ওইসব সূত্রের দেয়া তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিলি জেইন কুক, যিনি লিউইস্টনের সিটি কাউন্সিলের জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের নির্বিচার বোমা হামলা বন্ধ করতে বিশ্বনেতাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি রিয়াদ মানসুর। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের এক জরুরি বৈঠকে দেওয়া ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান। সারা বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষ তাকিয়ে আছে বহু জাতিগোষ্ঠীর বিশ্বে শেষ ভরসার জায়গা হিসেবে। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

সবাই চায় রাজপথ দখল আতঙ্কিত দেশের জনগণ

ডেটলাইন: ২৮ অক্টোবর

সরকার এবং বিরোধী দলের হুংকার পাল্টা হুংকার এবং পুলিশের আয়োজনে আতঙ্ক তৈরি করছে।

তানভীর সিদ্দিকী, ঢাকা

- বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলোর রাজধানীতে ৭/৮টি সমাবেশ করার ঘোষণা।
- এ মুহূর্তে অল আউট আন্দোলনে যেতে চাইছে না বিএনপি।।
- আওয়ামী লীগ ওই দিন ৫/৬ লাখ লোক জমায়েত করতে চায়।
- সমাবেশে আসা নেতা-কর্মীদের খালি হাতে না আসার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২৮ অক্টোবর শনিবার রাজধানী ঢাকায় আওয়ামী লীগ –বিএনপি এবং তাদের সমমনা দলগুলোর সমাবেশ-মহাসমাবেশের উত্তাপে আতঙ্কিত জনগণ। সরকার এবং বিরোধী দলের সব ধরণের প্রস্তুতি, হুংকার পাল্টা হুংকার এবং পুলিশের আয়োজন দেশকে আরো অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সবার প্রশ্ন ২৮ অক্টোবর কি হতে যাচ্ছে। কারণ একদিকে বিএনপি রাজধানীতে ৫ লাখ মানুষের সমাবেশের আয়োজন করছে। এর সাথে সমর্থন দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামী মতিঝিলের শাপলা চত্বরে বড় ধরণের সমাবেশের প্রস্তুতি নিয়েছে। জানা গেছে, বিএনপি এবং তাদের সমর্থন করে এমন ছয় থেকে সাতটি সংগঠন ২৮ অক্টোবর সমাবেশ করবে রাজধানীতে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং তাদের সমমনা ১৪ জোট সেই দিন রাজধানী দখলে রাখার প্রস্তুতি নিয়েছে। তারাও ৮/১০টি স্থানে সমাবেশ করার ঘোষনা দিয়েছে। শুধু তাই নয় বিএনপি যাতে রাজধানীতে বসে পড়তে না পারে সে জন্য 'আক্রমাত্মক এবং খামোশ' ভুমিকায় থাকার প্রস্তুতি নিচ্ছে আওয়ামী লীগ। সব মিলিয়ে আরো একটি আতঙ্কিত দিন আসছে দেশের জন্য। এরমধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ-ডিএমপি সব ধরণের ছুটি বাতিল করে ১০ হাজার সদস্য প্রস্তুত করছে।

বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগের প্রস্তুতি বেশি?

শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি এবং সমমনা দল দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন করছে। তাদের দাবি ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে কোন নির্বাচন হয়নি। রাতেই ভোট দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে মত দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলছে, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে হবে।

বিএনপি এবং তাদের সাথে আন্দোলনরত রাজধানী ঢাকায় কমপক্ষে ৭/৮টি সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে। এরমধ্যে বিএনপি স্মরণকালের সবচেয়ে বড় মহাসমাবেশ করার সব প্রস্তুতি নিয়েছে। জানা গেছে, বিএনপির

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

দুই পক্ষ আবারো লাঠি নিয়ে নামবে?

রাজনীতি

এখনতো খালি হাতে আ.লীগ এবং বিএনপি মিছিল মিটিং করছে। ২৮ অক্টোবর কি দুই পক্ষ লাঠি নিয়ে নামবে?

বিশেষ প্রতিনিধি

আগামী ২৮ অক্টোবর মহা সমাবেশের ডাক দিয়েছে বিএনপি। সেই মহা সমাবেশ নিয়ে দেশবাসী আতঙ্কিত। কারণ আবারো কি ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের ঘটনা ঘটবে? কি হবে সেই দিন এ নিয়ে উদ্বিগ্ন জনগণ। রাজনীতি কি সত্যিই সহিংসতার দিকে যাচ্ছে। জনগণের একটি প্রশ্ন তাহলে কি দেশে শান্তি আসবে না। এখনতো খালি হাতে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি মিছিল মিটিং করছে । ২৮ অক্টোবর কি দুই পক্ষ আবারো লাঠি নিয়ে নামবে?

২৮ অক্টোবর নিয়ে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি একে অপরকে প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। শনিবার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আবার যদি নাশকতা করে ছাড় দেয়া হবে না। সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিবে। তিনি বলেন, 'আন্দোলনের নামে বিএনপি-জামায়াতসহ আরও অনেকেই মাঠে নামতে চায়। আন্দোলন করুক, এই ব্যাপারে আমাদের কোনো কথা নাই। কিন্তু তারা যদি আবার ওই রকম অগ্নিসন্ত্রাস বা কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ করে বা কোনো ধরনের দুর্বৃত্তপনায় জড়ায়, আমরা কিন্তু ছাড় দেব না। এটাই বাস্তবতা।'

শনিবার বার কাউন্সিল ভবন উদ্বোধনকালে তিনি আরো বলেন, ২০১৪ সালে বাসে ট্রাকে আগুন দেয়া হয়েছে। অনেক আগুন সন্ত্রাস হয়েছে। সেই সন্ত্রাসীরা দ্রুত শাস্তি পায় সে জন্য আপনারা কাজ করবেন।

একই দিন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ –ডিএমপি কমিশনার বলেছেন, রাজনৈতিক কর্মসূচি যে কোনো দলের গণতান্ত্রিক অধিকার। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনে ডিএমপি কোন বাধা দেবে না। তবে কর্মসূচির নামে কোনো সহিংসতার চেষ্টা করলে কঠোর হাতে দমন করা হবে।

এ হলো সরকারের অবস্থান। এদিকে বিএনপি প্রস্তুতি নিচ্ছে ২৮ অক্টোবর বড় ধরণের শোডাইন করতে। ঢাকার বাইরে থেকে লোকবল সংগ্রহের চেষ্টা করছে।

১০ ডিসেম্বরের ঘটনা ঘটবে আবার

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নেতাকর্মীদের বিশেষ বার্তা পাঠাচ্ছে আওয়ামী লীগ

সামনে নির্বাচন

দলটির বিভিন্ন স্তরের নেতাদের মোবাইল থেকে ঢাকাসহ সারাদেশে নেতাদের ফোন এসএমএসের মাধ্যমে ওই বিশেষ বার্তা পাঠানো হচ্ছে।

ঢাকা অফিস

নির্বাচনের আগ পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার বার্তা পাঠাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কায় ওই বার্তা পাঠানো হচ্ছে। এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার জন্য সাংগঠনিক নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। রোববার সকাল থেকে দলটির বিভিন্ন স্তরের নেতাদের মোবাইল থেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও থানা পর্যায়ের নেতাদের ফোন এসএমএসের মাধ্যমে ওই বিশেষ বার্তা পাঠানো হচ্ছে। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, বিভিন্ন সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতারা তৃণমূল নেতাকর্মীদের সতর্ক করছেন। দলের বিশেষ বার্তায় বলা হচ্ছে- বিএনপিসহ একটি চিহ্নিত অপশক্তি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে সারা দেশে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টির উস্কানি দিচ্ছে এবং ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সতর্ক অবস্থায় থাকার জন্য সাংগঠনিকভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ওই বিশেষ বার্তা একাধিক নেতাকর্মীর কাছে পাঠিয়েছেন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। পাশাপাশি অন্যরাও একই বার্তা পাঠিয়েছেন দলের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া মানবজমিনকে বলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই বার্তা পাঠানো হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

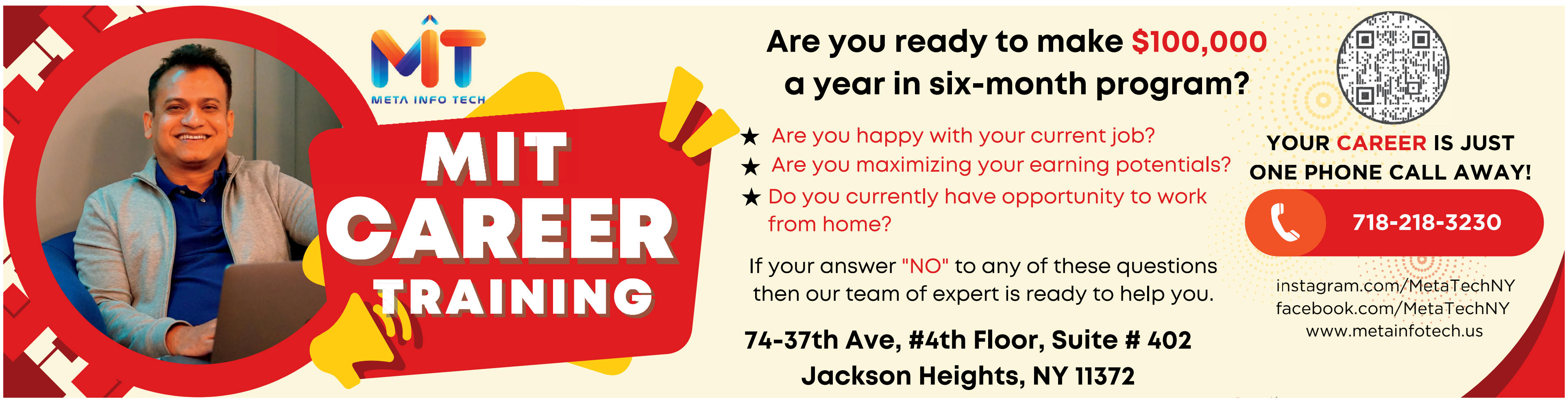

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

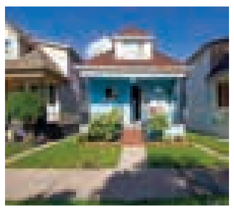

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

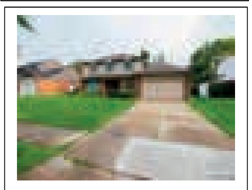

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

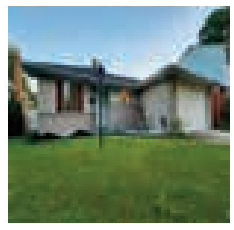

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

!! জব জবহেল্প জব !!

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.গ্রিন পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. রেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১: পোস্টাল জব (USPS)----------(শনিবার-বৃহস্প তিবার)------------(সঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট ------------------------রবিবার ------------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------মঙ্গলবার ---------------(দু :১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ---------------- ---------শনিবার------------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৬: ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(আমপ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ)

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

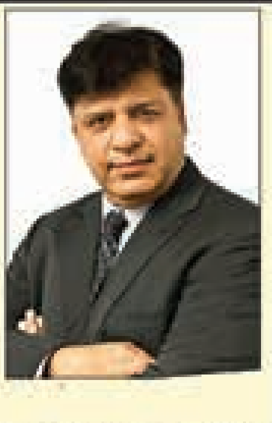

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]
সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট
WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS
মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন
NYS Department of Health CDPAP
হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন
Mohammed Hasem, MBA
President and CEO
347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com
Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432
Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372
Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211
www.lovetocarehc.com

যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক সম্মাননা ক্রেস্ট পেলেন সাংবাদিক শরীফ উদ্দীন

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাংবাদিকতা পেশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় সম্মাননা পেলেন এসএ টিভি যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি শরীফ উদ্দীন সন্দ্বীপি । ২২ অক্টোবর রোববার নিউইয়র্ক ব্রুকলিন কিংস কাউন্টি থানার পুলিশের ক্যাপ্টেন রিচি টেলরের হাত থেকে তিনি এ সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহন করেন। নিউইয়র্কের ব্রুকলিন চার্চ-মাকডোনাল্ড বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। রোববার নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন বৃহত্তর পথ মেলা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ । এই সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ইনক এর সভাপতি ব্যবসায়ী লুৎফর করিম , সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন , মেলা কনভেনার মো: জাহাঙ্গীর আলম ও মেলার মেম্বার সেক্রেটারি খন্দকার জগলু সহ, মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সদস্যরা। প্রসঙ্গত, ব্রুকলিনে বাংলাদেশ কমিউনিটির সব সময় ভাল,মন্দ, সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে সাংবাদিক শরীফ উদ্দীন সন্দ্বীপি মাঠ পর্যায়ে সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত সময় পার করেছেন। এসএ টিভির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সব সময়। যার ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বাঙ্গালি কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এই সংগঠনটি তাকে সম্মাননা প্রদান করে। তিনি ছাড়াও এ মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। শরীফ উদ্দীন সন্দ্বীপি ২০০৯ সালে কাতার থেকে বাংলাভিশন টিভি সাংবাদিকতা শুরু করেন। ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৩ বছর দেশে বাংলাভিশনে সাংবাদিকতার সাথে জরিত ছিলেন, ২০১৮ সালের শেষের দিকে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে তিনি পাড়ি জমান। এরপর ২০২০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এস এ টিভির যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত আছেন। এছাড়াও তিনি ১০ বছর ধরে দৈনিক অনুসন্ধান অন লাইন পোর্টালের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন, বর্তমানে আমেরিকা বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরাম (এবিএসএফ) এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শরীফ উদ্দীন সন্দ্বীপি । তার দেশের বাড়ী বাংলাদেশে চট্টগ্রাম জেলা সন্দীপ থানা বাউরিয়া গ্রামে। তিনি বর্তমানে স্বপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাস করেন

সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী আবুল হোসেনের মৃত্যু

ঢাকা অফিস

সৈয়দ আবুল হোসেন

সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন (৭২) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে তিনি মারা যান।

সৈয়দ আবুল হোসেন স্ত্রী খাজা নার্গিস, দুই মেয়ে সৈয়দা রুবাইয়াত হোসেন ও সৈয়দা ইফফাত হোসেনকে রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য, সৈয়দ আবুল হোসেন ১৯৫১ সালে মাদারীপুরের ডাসারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদারীপুর-৩ আসন থেকে ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে মাদারীপুর-৩ আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি যোগাযোগমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে অপসারণ' সরকারের অঙ্গীকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক

টিআইবির মন্তব্য

ঢাকা ডেস্ক

মঞ্জুর আহমেদ

বাংলাদেশের জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অপসারণ করায়, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এক বিবৃতিতে ২০ অক্টোবর শুক্রবার টিআইবি দাবি করেছে, "এই পদক্ষেপ, নদী রক্ষায় সরকারের প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী।"

টিআইবি প্রশ্ন করেছে, "কমিশনের কাজ কি নদী রক্ষা বিষয়টি বাদ দিয়ে প্রভাবশালী নদী দখলকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা?" বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "কমিশনের চেয়ারম্যান-কে অপসারণের ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকলেও, এই ক্ষমতা এভাবে ব্যবহার করে, সরকার যে বার্তা দেয়ার চেষ্টা করছে, তা উদ্বেগের কারণ বলে মনে করছে টিআইবি।"

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বিবৃতিতে বলেন, " জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বাংলাদেশের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হলেও, এই কমিশনকে কার্যত অকার্যকর করে রাখা হয়েছে আইন দিয়েই। কমিশন কেবল সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে। দখলদার আর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই।"

তিনি বলেন, "কমিশনের প্রতিবেদন বা পরামর্শ মানার বাধ্যবাধকতা নেই সরকারের। অথচ এই ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য, দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, এই কমিশনকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই।"

উল্লেখ্য গত ১৮ অক্টোবর বুধবার সরকার জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরীর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করে। এক মাস আগে, মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী চাঁদপুরে মেঘনা নদী দখলের নেপথ্যে একজন নারী রাজনীতিবিদকে দায়ী করেছিলেন।

পরিবেশ সচেতন নাগরিকদের উদ্বেগ!

সাতছড়িতে সাহিত্য উৎসব

সাহিত্য উৎসব আয়োজনের সংবাদে সিলেটের পরিবেশ সচেতন নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

আব্দুল করিম কিম, সিলেট

সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানে আগামী ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য 'শব্দকথা সাহিত্য উৎসব ২০২৩' আয়োজনের সংবাদে সিলেটের পরিবেশ সচেতন ও পরিবেশ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নাগরিকদের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বরাতে জানতে পেরেছি যে, 'শব্দকথা সাহিত্য উৎসব ২০২৩' নামে একটি বৃহৎ সমাবেশ আগামী ৩রা নভেম্বর 'সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান'-এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে এ আয়োজনের প্রচারণা থেকে অবগত হয়েছি যে, উৎসবে ধামাইল নাচ, পুঁতিপাঠ, গান, আবৃত্তি সহ এমন সব আয়োজন রাখা হয়েছে, যা সাতছড়ির পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য সরাসরি হুমকিস্বরূপ।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এ ধরনের উৎসব আয়োজন বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এমন আয়োজনে বন বিভাগ থেকে অনুমতি প্রদান করা হলে তা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের চরম অবহেলা হিসাবে বিবেচিত হবে। আমরা ধারণা করি, এই আয়োজনের উদ্যোগ অনুমতি না নিয়েই করা হচ্ছে। আর যদি অনুমতি দেয়া হয় তবে কে বা কারা দিয়েছেন?

দেশের বিপন্নপ্রায় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আমাদের যেখানে আরো সচেতন ও সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন তখন ব্যক্তি বিশেষ ও সংগঠনের এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন উদ্যোগে আমরা তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানাই। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে এই উৎসব 'সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান' এলাকায় আয়োজন না করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা আশা করি, 'শব্দকথা সাহিত্য উৎসব ২০২৩'-এর আয়োজক কমিটি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সাহিত্য উৎসব অন্যত্র স্থানান্তর করবেন।

সিলেটের পরিবেশ সচেতন ও পরিবেশ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নাগরিকদের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট তবারক হোসেন, স্থপতি ইনস্টিটিউট সিলেট-এর সভাপতি স্থপতি জেরিনা হোসেন, প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রাহক ডা. শাহজামান চৌধুরী বাহার, আদিবাসী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক সমন্বয়ক ফাদার জোসেফ গোমেজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠক অধ্যাপক ডক্টর নাজিয়া চৌধুরী, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক দিলারা রহমান, সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী ওয়াক্কাস সোহেল, শিক্ষাবীদ প্রফেসর মনোজ কুমার সেন, সমাজকর্মী জাকির হোসেন সোহেল, সাংস্কৃতিক সংগঠক এনামুল মুনির, মৌলভীবাজার পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠক আ স ম সালেহ সোহেল, নাগরিক মৈত্রী সিলেটের আহ্বায়ক সমর বিজয় সী শেখর, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সুদীপ্ত অর্জুন ও গোলাম সোবহান চৌধুরী, সিলেট জেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছামির মাহমুদ, সারি নদী বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি আব্দুল হাই আল হাদী, ভূমি সন্তান বাংলাদেশের সমন্বয়ক আশরাফুল কবীর, দুষ্কাল প্রতিরোধে আমরা'র সংগঠক দেবাশিষ দেবু, প্রকাশক ও কবি রাজিব চৌধুরী, মুক্তচিন্তার লেখক ডাঃ এনামুল হক, 'বাঁচাও বাসিয়া ঐক্য পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ফজল খান, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য মতিউর রহমান, লাউয়াছড়া বন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা আন্দোলনের যুগ্ম সদস্য সচিব প্রীতম দাশ ও সংক্ষুব্ধ নাগরিক আন্দোলন সিলেট-এর সমন্বয়ক ও পরিবেশকর্মী আব্দুল করিম কিম।

মাতব্বরি করলে আমরাই করব: পরিকল্পনামন্ত্রী

সিলেট অফিস

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের দেশের কথা বলার হক (অধিকার) নাই বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি বলেন, 'সব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান যা, আমাদের প্রধানমন্ত্রীও তা। মাতব্বরি করলে আমরাই করব। বিবাদ হলে আমরাই সমাধান করব। বন্ধুরা এলে বন্ধু হিসেবে আসবে। চা খাবে, চেয়ার পাবে, গল্প করবে। তবে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে, আইন-কানুন বিষয়ে অন্য কারও বলার হক নাই।'

বুধবার দুপুরে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন পরিকল্পনামন্ত্রী।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'আমেরিকান ও ব্রিটিশরা এ দেশ চালাবে না। কেউ কেউ তাদের কাছে গিয়ে নালিশ করে দেশের বদনাম করেন। এতে কাজ হবে না।'

বিএনপির উদ্দেশে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'রাগ করে নির্বাচন থেকে সরে গেলে ভুল করবেন। শতভাগ লোক ভোট দেয় না, ৬০-৭০ শতাংশ লোক ভোট দেয়। সব দল অংশগ্রহণ করে না; তাই বলে নির্বাচন আটকেও থাকে না। জনগণের প্রতি তাদের আস্থা রেখে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানাই।'

প্রকল্প পরিচালক শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য সিদ্দিক আহমেদ, জগন্নাথপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আটক

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য মতিউর রহমান আকন্দকে আটকের অভিযোগ উঠেছে। জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তরের প্রচার সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আতাউর রহমান জানান, বুধবার সকাল ১০টার পর উত্তরার ১৪ নম্বর সেক্টরে তার বাসা ঘিরে রাখে পুলিশ। ১১টা ১০ মিনিটের দিকে তাঁকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে গেছে। পরিবারের সদস্যরা জানান, মতিউর রহমান আকন্দ অসুস্থ। মঙ্গলবার রাতে এমআরআই করা হয়েছে। আজকেই ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই হার্টের সমস্যায় ভুগছেন। তাঁর বাইপাস সার্জারি করা হয়েছে।

ভারত–চীনের ওপর নির্ভরতা বাড়তে পারে বাংলাদেশের

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

উত্তর আমেরিকা অফিস

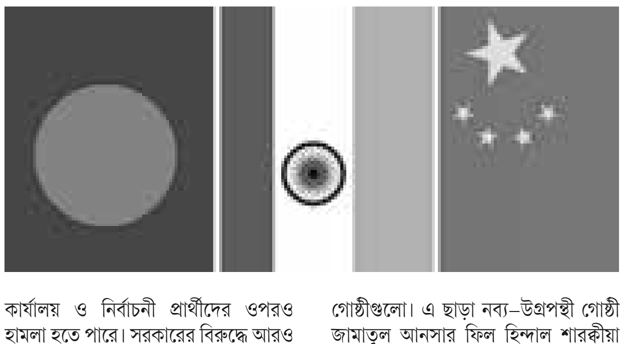

বেলজিয়ামের ব্রাসেলসভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ, ১৮ অক্টোবর বুধবার ক্রাইসিস গ্রুপের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছ। পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংঘাতময় হতে পারে। সংস্থাটি বলছে, বিতর্কিত ও কারচুপির নির্বাচন হলে বাংলাদেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। এর জেরে চীন ও ভারতের ওপর বাংলাদেশ সরকারের নির্ভরশীলতা আরও বাড়তে পারে।

প্রতিবেদনটিতে চলতি অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে সম্ভাব্য নানা সংঘাত ও সংকটের আশঙ্কার কথাও বলা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের নির্বাচন ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র ও জঙ্গিগোষ্ঠীর তৎপরতা এবং কক্সবাজারে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে নানা সংকটের কথাও বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পদত্যাগ করে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতি বিরোধীরা যে আহ্বান জানাচ্ছে, তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে দলটি। একই সঙ্গে বিএনপির নেতা–কর্মীদের ওপর দমন–পীড়ন চালিয়ে যেতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এতে করে রাজনৈতিকভাবে বিরোধী মতের সমর্থকেরা সংঘাতে জড়াতে পারেন। বিভিন্ন দলের কার্যালয় ও নির্বাচনী প্রার্থীদের ওপরও হামলা হতে পারে। সরকারের বিরুদ্ধে আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলো।

ক্রাইসিস গ্রুপের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ভোট কারচুপির আশঙ্কায় নির্বাচন বর্জন করতে পারে বিরোধী দল এবং তারা আরও সহিংস ও উগ্র হয়ে উঠতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচনে কারচুপি হলে এবং বিতর্কিত হলে সরকারবিরোধী তুমুল বিক্ষোভ শুরু হতে পারে। নির্বাচন স্বচ্ছ না হলে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার মতো নানা নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে। এতে করে ভারত ও চীনের ওপর সরকারের নির্ভরশীলতা আরও বাড়তে পারে।

আগামী কয়েক মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগঠন কুকি–চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) প্রতিপক্ষ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে ক্রাইসিস গ্রুপ। তারা বলেছে, এ অঞ্চলের সশস্ত্র সংগঠনগুলোর প্রতি সমর্থন বাড়াতে পারে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো। এ ছাড়া নব্য–উগ্রপন্থী গোষ্ঠী জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বাড়তে পারে। ফলে উত্তেজনাও বাড়তে পারে।

ক্রাইসিস গ্রুপ বলছে, কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরগুলোয় আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) ও এর প্রতিদ্বন্দ্বী রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) মতো অপরাধী ও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাত বাড়তে পারে। এতে ভুক্তভোগী হতে পারেন বেসামরিক মানুষ। আরসার মতো বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী সহিংসতা চালিয়ে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিরোধিতা করতে পারে।

এ ছাড়া দাতারা সহায়তা কমিয়ে দিলে রোহিঙ্গা শিবিরে খাদ্য ও কর্মসংস্থানের সংকট দেখা দিতে পারে। অনুদানে ঘাটতি দেখা দিলে শিবিরগুলোয় জাতিসংঘ বাধ্য হয়ে সেবা কমাতে পারে। এতে রোহিঙ্গারা, বিশেষ করে তরুণেরা বিভিন্ন অপরাধ চক্র ও সশস্ত্র গোষ্ঠীতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বাড়তে পারে সহিংসতা।

ডিজিটাল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গোলাপগঞ্জে মানববন্ধন

সামিল হোসেন, সিলেট

দেশজুড়ে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রোপাগাণ্ডা প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে সিলেটের গোলাপগঞ্জে বাঘা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টায় উপজেলার বাঘা ইউনিয়নের পরগনা বাজারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বাঘা ইউনিয়ন আ'লীগ নেতা মো. আখলিছুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সিলেট জেলা ছাত্রলীগ নেতা সাহেদুল ইসলাম সুমনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন- উপজেলা আ'লীগের সদস্য মো.আর্জমন্দ

আলী, উপজেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাকির হোসেন, উপ-ক্রীড়া সম্পাদক মাসুম আহমদ, জেলা ছাত্রলীগ নেতা আব্দুস সামাদ, বাঘা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা নিজাম উদ্দিন, উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা ফরহাদ আহমদ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রোপাগাণ্ডা প্রচার করে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে দেশদ্রোহীরা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন পিনাকী ভট্টাচার্য, ইলিয়াছ হোসাইন, তাসনিম খলিল, ইশতিয়াক হোসেন, মো.জহিরুল ইসলাম, নৌশিন মোস্তারী মিয়া, কাজী মো. নুরুজ্জামান, মো. অহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোহিব্বুল্লাহ। তাদেরকে যদি আইনের আওতায় আনা না হয় তাহলে তারা দিন দিন দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে যাবে। তাদের যদি শাস্তির আওতায় আনা না হয় তাহলে তাদের দেখে আরও অনেকে রাষ্ট্রদ্রোহীতা প্রোপাগাণ্ডা ছড়াবে।

এছাড়াও মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বাঘা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

বাড়ছে বিদেশযাত্রা, কমছে রেমিট্যান্স, আমরা কেন ব্যর্থ!

চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে প্রায় ১০ লাখ মানুষ কাজ নিয়ে বিদেশে গেলেও গত ৪১ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম রেমিট্যান্স এসেছে গতমাস সেপ্টেম্বরে। জনশক্তি রপ্তানি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর হিসাব বলছে, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য বাংলাদেশ থেকে কাজ নিয়ে মানুষের বিদেশ যাওয়া শুরু হয়েছে ১৯৭৬ সালে। আর চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় সবচেয়ে বেশি মানুষ কাজ করতে বিদেশে গেছেন।

বিএমইটির তথ্য বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৬৮৫ জন শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের কাজ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। ২০২২ সালের একই সময়ে বিদেশে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৮ লাখ ৭৪ হাজার ৭৩৯ জন। প্রবাসে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনা। ২০২২ সাল থেকে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর রেকর্ড করলেও প্রবাসী আয় কমছে। আবার দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদও দুর্বল হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে, গত ৪১ মাসের মধ্যে সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন ১৩৪ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। এর আগে সবচেয় কম ১০৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দেশের ডলার বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে গত ১১ অক্টোবর পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২৬ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু আইএমএফ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ অবস্থান নির্দেশিকা অনুযায়ী, রির্জাভ২১ দশমিক ০৭ বিলিয়ন ডলার।

তথ্য বলছে, আগের মাস আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স কমেছে ১৬ শতাংশ। আগস্টে প্রবাসীরা ১৬০ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। আর আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স কমেছে ১৩ শতাংশ। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৫৪ কোটি ডলার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিভিন্ন কারণে রেমিট্যান্স কমছে। নির্দিষ্ট করে বললে, ভালো মুনাফার কারণে শ্রমিকরা হুন্ডিতে অর্থ পাঠাচ্ছেন। বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স বৈধ চ্যানেলে না আসার কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে কোনো ধরনের সাহায্য করতে পারছে না। যদিও বিশেষজ্ঞরা অর্থ পাচারকে আরও একটি বড় কারণ বলে দায়ী করছেন।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান মনে করেন, ডলারের বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়াটাই বাংলাদেশে ডলার সংকটের একমাত্র সমাধান নয়। বরং যেসব অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে বাংলাদেশে ডলার বিশেষ করে রেমিট্যান্স আসছে সেগুলো বন্ধ করা না গেলে ডলার সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ডলার আসার ওপর একটা চাপ অবশ্যই আছে। আর সেটা হচ্ছে হুন্ডি। হুন্ডির কারণেই বিদেশে ডলারে চাহিদা অনেক বেশি বেড়েছে বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, 'এ জন্য একটা অ্যাগ্রেসিভ অ্যাকশন নেওয়া যায় কি না এই জিনিসটাকে পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি দু-চারজনকে না ধরতে পারেন তাহলে তো এটা চলতেই থাকবে।' তবে একই সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার যদি বাজার দরের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় তাহলে সেটা খারাপ হয় না- বলে মনে করেন তিনি। তার মতে, ডলারের দাম নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলে ডলার সংকট সমাধানে সেটি সহায়ক হতে পারে। তবে একই সঙ্গে হুন্ডির ব্যবহারও কমিয়ে আনতে হবে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দেশের ডলার বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে গত ১১ অক্টোবর পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২৬ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ অবস্থান নির্দেশিকা (বিপিএম৬) অনুযায়ী, রির্জাভ ২১ দশমিক ০৭ বিলিয়ন ডলার। তবে দক্ষকর্মী প্রেরণ, ন্যায্য মজুরি ও কাজের সুযোগ থাকা দেশগুলোতে শ্রমিকদের যথাযথ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ওপর জোর দিতে বলেছেন খাত বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী যাওয়া বেড়েছে, যদিও এদের ৮০ শতাংশই অদক্ষ ও অল্প দক্ষ।

বিএমইটির তথ্য বলছে, ২০১৮ সালে বিদেশে গেছে ৭ লাখ ৩৪ হাজার ১৮১ শ্রমিক, ২০১৯ সালে গেছে ৭ লাখ ১৫৯ জন, ২০২০ সালে ২ লাখ ১৭ হাজার ৬৬৯ জন, ২০২১ সালে ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন ও ২০২২ সালে কাজ নিয়ে বিদেশে গেছে ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন শ্রমিক। অধিকাংশ শ্রমিক গেছে প্রচলিত চাকরি বাজার সৌদি আরব, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মালয়েশিয়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবাসীরা ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে পাঠিয়েছেন ২ হাজার ১০৩ কোটি ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে পাঠিয়েছেন ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাঠিয়েছেন ১ হাজার ৮২০ কোটি ডলার।

আমদানিতে চাহিদামতো ডলার দিতে পারছে না ব্যাংকগুলো, ফলে ঋণপত্র খোলা কমেছে। রপ্তানি আয়ের অর্থ দেশে ফিরে এলে রিজার্ভের ওপর চাপ কিছু কমবে, এমন আশা থাকলেও প্রভাবশালী রপ্তানিকারকেরা নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশকে থোড়াই কেয়ার করেছে। রপ্তানি আয় ১২০ দিনের মধ্যে দেশে না এলে তা অর্থ পাচার হিসেবে গণ্য হয়।

এদিকে দেশে ফেরত আসছে না রপ্তানি আয়ের একটা অংশ। দুই বছর ধরে বিদেশে আটকে আছে প্রায় শতকোটি ডলার। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই বলেছেন, এই অর্থ আসলে পাচার হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে এই ডলার দেশে ফেরত আনতে, উদ্যোগটা কার্যকর হয়নি। অর্থনীতিবিদেরা সে ব্যাপারে আগেই সন্দিহান ছিলেন।

আমদানিতে চাহিদামতো ডলার দিতে পারছে না ব্যাংকগুলো, ফলে ঋণপত্র খোলা কমেছে। রপ্তানি আয়ের অর্থ দেশে ফিরে এলে রিজার্ভের ওপর চাপ কিছু কমবে, এমন আশা থাকলেও প্রভাবশালী রপ্তানিকারকেরা নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশকে থোড়াই কেয়ার করেছে। রপ্তানি আয় ১২০ দিনের মধ্যে দেশে না এলে তা অর্থ পাচার হিসেবে গণ্য হয়।

আমাদের প্রতিবেশীরা পারছে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাচ্ছে, আমরা পারছি না। জবাবদিহিহীন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ভারত, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান কিংবা নেপালের স্তরের আদর্শ নীতির চর্চা কিংবা সুশাসন— কোনোটাই বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে কার্যকর করা সম্ভব নয়। প্রভাবশালীদের কাছে অসহায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক, এখানে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন মাথাচাড়া দিয়েছে, নেই মেধাতন্ত্রের কদর এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছাও।

সুশাসন নিশ্চিত করার মধ্যেই এসবের সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার নিশ্চিত করার জন্য প্রতিকূলতাগুলোকে দূর করার জন্য জাতীয় ঐক্যমত্যের বিকল্প নেই। বেদনার সাথে আমাদের লক্ষ্য করতে হচ্ছে, কোন বিষয়েই আমাদের জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠছে না। সুশাসন ও গণতন্ত্রের জন্য শুধু ভোটের লড়াই করলেই হবে না।

দেশকে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য এক সর্বগ্রাসী প্রয়াস চালাতে হবে এবং এ প্রয়াসের জন্যই আমাদের জাতীয় ঐক্যের কোন বিকল্প নেই।

ধর্ম, রাজনীতি ও বাঙালির দুর্গা

চিররঞ্জন সরকার

ধর্ম কিংবা উৎসবের সঙ্গে রাজনীতির যোগ আছে। বর্তমানের রাজনীতি যেমন ধর্মমুক্ত নয়, আবার ধর্মেও রাজনীতির মিশেল আছে। পুরুষতন্ত্র বা ক্ষমতাকাঠামো টিকিয়ে রাখার রাজনীতিকে স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, দেবী দুর্গা বাঙালির এক অনন্য সৃষ্টি।

বর্তমান যুগে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বেড়েছে। তাই বলে ধর্মও কিন্তু রাজনীতির বাইরে নয়। এক একটা ধর্মে, এক একটা ধর্মীয় আখ্যান তৈরি হয় রাজনৈতিক চিন্তা থেকেই। এমনকি দেবী দুর্গার আখ্যানও রাজনীতিমুক্ত নয়। এই রাজনীতি পুরুষের বা পুরুষতন্ত্রের রাজনীতি। একই সঙ্গে কৌশলে সামাজিক সাম্য বিনষ্ট করে উচ্চশ্রেণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠারও রাজনীতি।

দুর্গাপূজাকে বলা হয় অকালবোধন। ঘুমন্ত দেবীকে অকালবোধন ঘটিয়ে জাগাতে হবে, এটা একেবারেই বাঙালি রীতি। বাল্মীকি বা তুলসীদাসে অকালবোধন পাওয়া যায় না। এটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের নিজস্ব সংযোজন। গবেষকদের মতে, এর মধ্যেও সূক্ষ্ম রাজনৈতিক হিসাব ও মতলব আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্বের অধ্যাপক র‍্যালফ নিকোলাস অনেক গবেষণা করে দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রীপূজা এবং শারদীয় উৎসব নিয়ে 'নাইট অব দ্য গড্স' নামে একটি বই লিখেছেন। এই বইয়ে তিনি অভিনব সব বিশ্লেষণী মতামত তুলে ধরেছেন।

অধ্যাপক র‍্যালফ নিকোলাসের গবেষণামতে, দুর্গাপূজা ছিল প্রধানত জমিদারদের পূজা। তাতে সামাজিক স্তরবিভাজন পরিষ্কার ছিল। কাছারির সামনে দুর্গাদালানে পূজা হতো। কাছারিতেই জমিদার খাজনা নেবেন, প্রজাদের শাস্তিবিধান করবেন। ফলে সেখানেই হবে পূজা।

তিন দিন ধরে দুর্গার চোখে ধরা দেবে গ্রামসমাজের বিভিন্ন স্তরবিন্যাস। পুরোহিত পূজা করবেন, কর্মকার বলি দেবেন, মালাকার মালা গাঁথবেন। শেষে সবাই প্রসাদ পাবেন—এক সুতোয় বাঁধা থাকবে থাকবন্দি সমাজ। এই ধারা অনেক দিন বহাল ছিল।

কোম্পানির আমলে এই ধারার পরিবর্তন হয়। শহরেও শুরু হয় পূজা। কিন্তু নব্যবাবুদের খাজনা আদায়, শাস্তিবিধানের অধিকার নেই। ফলে আলাদাভাবে থাকা কাছারিবাড়ির দুর্গাদালান বিদায় নিতে শুরু করে। বদলে যায় দুর্গাপূজার পরিসর। দুর্গামন্দির স্থাপন করা হয় বাড়ির অন্দরমহলে। নতুন এই বাবুদের পূজা শুধুই বিত্ত প্রদর্শনের ব্যাপার ছিল। সবার প্রবেশাধিকার নেই, সাহেবসুবো ও বড় মানুষেরাই আমন্ত্রিত হতেন। বাইনাচ হতো, মদের ফোয়ারা ছুটত। শাস্ত্রীয় রিচুয়াল নয়, আমোদ-আহ্লাদই সেখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

একটু একটু করে সমাজে নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। বড়লোকদের বিত্তবৈভব প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তরা একত্র হয়ে নিজেরাই পূজার আয়োজনের দিকে ঝোঁকে। বঞ্চিত শ্রমজীবীদেরও তারা কাছে টানে। এই সময়েই বারোয়ারি পূজার উদ্ভব। সেখানে সবার সমান অধিকার। উনিশ শতকে বাংলার জনপরিসরে সমান অধিকারের ধারণার সূত্রপাত হয় ওই সব পূজাতেই।

র‍্যালফ নিকোলাসের মতে, শারদীয় দুর্গাপূজা আবহমানকাল ধরে চলছে না। ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা সাধারণ মানুষের জনপ্রিয় উৎসব গাজনকে আত্মসাৎ করার জন্য অকালবোধন চালু করেন। গুপ্তযুগেও বাংলায় কোনো ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এ ব্যাপারে সংস্কৃত ধর্মসূত্রের মন্তব্য স্মরণীয়: গৌড়ের লোকেরা দস্যু, সেখানে দিন কাটালে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এবার সেই কিংবদন্তি: রাজা আদি শূর কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণদের এই অজায়গায় নিয়ে এসে জমি দিয়ে বসত করান।

ব্রাহ্মণেরা এসে দেখলেন, এ দেশে জনজীবনের মূল উৎসব চৈত্র মাসের গাজন। জাতিভেদ নেই, সারা গ্রাম একসঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজায় মেতে ওঠে। এই ধর্ম নিতান্ত লৌকিক দেবতা, যুধিষ্ঠিরের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই সর্বজনীন সামাজিক উৎসব বহাল থাকলে শ্রেণিবিভক্ত 'থাকবন্দি' শাসনকাঠামো ধরে রাখা যাবে না। অতএব শুরু হলো উচ্চবর্গের বিচিত্র অন্তর্ঘাত। প্রথমেই এল দুর্গাপূজা। কিন্তু সেই বাসন্তীপূজা গাজনের জনপ্রিয়তা কমাতে পারল না। ক্ষমতা গাজনকে বরাবর সন্দেহ করেছে।

চৈত্র হলো বছরের দ্বাদশ মাস। তার উল্টো দিকেই ষষ্ঠ মাস—আশ্বিন। উত্তরাপথে নবরাত্রি সেই সময়। রাজা সুরথ রাজ্য হারিয়ে বনে ঘুরছিলেন, মেধস মুনি সেই সময় তাঁকে শ্রী শ্রীচণ্ডীর কাহিনি শোনান। রাজা দেবীর পূজা করে রাজ্য ফিরে পান। এ যে রাজধর্মের পূজা! সেই সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মুখ্যত তিন অংশ। প্রথম অংশে ৩২টি শ্লোক, দেবী মধু ও কৈটভ দানবকে বধ করেন। দ্বিতীয় অংশে ১০৯টি শ্লোক, দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন। তৃতীয় অংশ আরও বড়, ১৯৩টি শ্লোক। বাঙালির দুর্গাপূজার শাস্ত্রীয় আচার এই ন্যারেটিভ কাঠামো মেনে তৈরি করা হয়। সপ্তমীর থেকে অষ্টমী পূজা আরও দীর্ঘ, নবমী পূজা আরও বেশি সময়ের।

এই সংস্কৃত চণ্ডীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হলো বাংলার চণ্ডীকে। মর্ত্যে পূজা পাওয়ার জন্য কালকেতুকে রাজা করে দেন চণ্ডী। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা মঙ্গলচণ্ডী কীভাবে মিশে গেল, দুর্গাপ্রতিমাই তার প্রমাণ। বাঙালির কাছে দুর্গা একই সঙ্গে অসুরনাশিনী, শিবের ঘরনি, কৈলাস ছেড়ে পিতৃগৃহে আসা কন্যা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মা। নেশাগ্রস্ত স্বামীর ঘর করা সংস্কৃতে নেই। অসুরনাশিনী সেখানে লক্ষ্মীর মা এবং নারায়ণের শাশুড়িও নন। গাজনের জন-উৎসবকে উৎখাত করতেই 'ক্ষমতা' সংস্কৃত পুরাণ এবং বাংলা লোককাহিনি মিলিয়ে শারদীয় পূজার আখ্যান তৈরি করা হয়েছে।

কিন্তু শরৎকালে পূজা হবে কীভাবে? আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে দেবতাদের রাত শুরু। ঘুম ভাঙে কার্তিক মাসের একাদশীতে।ব্রাহ্মণ্যবাদ তখন অকালবোধন শুরু করে। পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের আগে অকালবোধনের কথা জানা যায় না। লক্ষ্মী, কালী বা জগদ্ধাত্রী পূজায় কিন্তু দেবীর ঘুম ভাঙানো হয় না।

দুর্গা ক্ষমতার পূজা, জগদ্ধাত্রীও তাই। বস্তুত দুর্গার তন্ত্র-মন্ত্রে চার হাতের দেবীর যে বর্ণনা, তা জগদ্ধাত্রী রূপ। দশ হাতের দুর্গা মহিষাসুরনাশিনী, চার হাতের জগদ্ধাত্রী বধ করেন করিণ্ডাসুরকে। কালী বা চামুণ্ডাও অসুরকে ধ্বংস করেন। অসুরনাশই ক্ষমতার কাম্য।কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, যেখানে নারীরা লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়েন, সেটাও কিন্তু মেয়েলি ব্রতকথা নয়। লক্ষ্মীর পাঁচালি রাজধর্মের কথাই বলে।

রাজা ঠিক করেছেন, বাজারে কিছু বিক্রি না হলে তিনি নিজে সেটি কিনে নেবেন। এভাবেই এক বিক্রেতার থেকে অলক্ষ্মীর মূর্তি কেনেন তিনি। ফলে ভাগ্যলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী সবাই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যান। বিরক্ত রাজা রানিকে জঙ্গলে রেখে আসেন। অসহায় রানি সেখানে ঘুরতে ঘুরতে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে গ্রামের নারীদের দেখে লক্ষ্মীপূজায় বসেন। সেই পূজার ফলে অলক্ষ্মী বিদায় নেয়।

যশোলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী সবাই প্রাসাদে ফেরেন। রাজাও রানিকে ফিরিয়ে আনেন। অতঃপর সুখে রাজ্যশাসন। আসলে দুর্গা, কালী বা জগদ্ধাত্রীর থেকে ছোট আকারে হলেও লক্ষ্মী রাজধর্মেরই পূজা। গাজনকে উৎখাত করতে চারটি উৎসবই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদের অবদান।

আসলে জনগণের উৎসবে অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে ক্ষমতা এভাবেই নিজস্ব উৎসব তৈরি করে! এবং বোঝা যায়, বাঙালির উৎসব কোনো দিনই রাজনীতিবর্জিত ছিল না।

হ্যাঁ, ধর্ম কিংবা উৎসবের সঙ্গে রাজনীতির যোগ আছে। বর্তমানের রাজনীতি যেমন ধর্মমুক্ত নয়, আবার ধর্মেও রাজনীতির মিশেল আছে। পুরুষতন্ত্র বা ক্ষমতাকাঠামো টিকিয়ে রাখার রাজনীতিকে স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, দেবী দুর্গা বাঙালির এক অনন্য সৃষ্টি।

পরাক্রমশালী মহিষাসুরের অত্যাচারে যখন ত্রিভুবন থরহরি কম্পমান, তখন কীভাবে দেবতারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন, কীভাবে সবার তেজ এক জোট করে সৃষ্টি হলেন আদি পরাশক্তি দেবী দুর্গা, কীভাবে ভয়ংকর যুদ্ধের পর শূলবিদ্ধ হলেন মহিষাসুর? আর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল স্বর্গ মর্ত্য পাতাল–মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত এই পুরো গল্পটা সব বাঙালির কমবেশি জানা।

পরম পরাক্রমশালী দেবী দুর্গা, যিনি সবার মিলিত শক্তির আধার, যিনি স্বয়ং শিবেরও অগম্য, তাঁকে বাঙালিরা একেবারে 'ঘরের মেয়ে' বানিয়ে ফেলেছে। যিনি প্রতি আশ্বিনে বাপের বাড়ি আসেন চার সন্তান নিয়ে। বাঙালি হিন্দুর দুর্গাপূজা এখানেই অনন্য, এখানেই মূলগতভাবে এক হয়েও অন্য হিন্দুদের থেকে ভাবে ও প্রকাশে আলাদা। বাকিদের কাছে দেবী দুর্গা শুধুই এক সর্বশক্তিময়ী আদিসত্তা, বাঙালির মতো 'বাড়ির মেয়ে' নন।

বাঙালি সবকিছু নিজের মতো করে গড়ে নেয়, গড়ে নিতে চায়। দুর্গাকেও বাঙালি নিজের আবেগ ও মমতা দিয়ে গড়েছেন। বাঙালির মনে ধর্মের মৌলিক চরিত্র কঠোর জবরদস্তি নয়; বরং মানবিক, অন্তরঙ্গ এবং কিছুটা নারীত্বের প্রসাদপ্রাপ্ত। তাতে সব অর্থেই 'মমত্ববোধ' আছে। বাঙালির দুর্গা তাই ছেলেপুলে নিয়ে বিবাহিতা মেয়ের বাপের বাড়ি যাওয়ার গল্প। তার প্রকাশ গ্রাম্য ছড়ায়: 'শয়নকালে দুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামী,/ ইচ্ছা হয় যে বাপের বাড়ি কাল যাইব আমি।'

এদিকে বাংলার যত স্বপ্ন-দেখা সংগ্রামী নারী দুর্গার প্রতিরূপের সাধনা করেন। ঘরে-বাইরের বিমলা বলে: 'আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব।' সেই দেবীর নানা অভিব্যক্তি বাঙালি হিন্দু আপন করে নিয়েছেন।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

পুজোর গন্ধ

রুশা চৌধুরী

চারপাশের জটিল রসায়নের মাঝে জীবনটা যাপন করে যাচ্ছি আমরা। সকালের রেশম-নরম রোদ আর হালকা শিরশিরানি বলে যায়, 'আমি শরতের ভোর দাঁড়িয়ে আছি তোমার দ্বারে।'

শরতের সঙ্গে মানুষের এক আপনভোলা সখ্য, যার রাখিবন্ধন হয় এক আস্ত উৎসবের হাত ধরে।

তার নাম 'পূজা' অথবা 'পুজো'।

কান পাতলেই আবছা আবছা কানে আসে যে সুর, সেই সুর বহু আগে ফেলে আসা, দুলে দুলে গান গাইছে তারা!

দোকানের সামনে ভিড়, ফুচকাওয়ালারা ঝাল বেশি আর কম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, মুড়ালি-বাতাসা-দানাদারের পাহাড় নিয়ে ফেরিওয়ালার দল, দুটো গ্লাসে মাঠা ঢেলে ঢেলে তারপর একটা গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছে লোকটা—ছবিগুলো কী জীবন্ত!

রামকৃষ্ণ মিশনের গেটের ফাঁক দিয়ে ঘোষ কাকাদের বাড়ি, মিত্রবাবুদের আটচালায় মূর্তিতে রং ধরানো প্রায় শেষ হয়ে আসত, চক্ষুদান বাকি থাকত শুধু। মন্ত্রমুগ্ধ আমরা দেখতাম।

পুজোর ঘ্রাণ তাজা করতেই সাদা রঙ্গনগাছটার মাথার দিকে কিছু কুয়াশা জমত, শিউলি ঝরাও শুরু হয়ে যেত, আর থাকত কামিনীর সুবাস!

'বুঝলি সোনা, কমলা আলোটা গাছের ফোকর দিয়ে মাটিতে পড়বার আগেই ফুরিয়ে যাবে যখন, তখনই বুঝে যাবি পুজো এসে গেছে'—কানে ভেসে আসে ঘোষ কাকিমার স্বর। নাকে এসে লাগে ধূপকাঠির ঘ্রাণ। এই গন্ধে আজও কোনো ভেদাভেদ নেই।

সেই কোন ছোটবেলায় দেখা যেত, নবমীর দিন সকাল সকাল টিনের চকচকে চ্যাপ্টা বন্দুক আর রোল ক্যাপের গোলাপি ছোট ট্যাবলেটের মতো বাক্স নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে বেশ কিছু কিশোর। যেন রূপকথার রাজপুত্র আর তার বন্ধুরা। পটকার বারুদের গন্ধের সঙ্গে ধূপের গন্ধও মিশে যেত অনাহূত অতিথির মতো।

ঘোষ কাকুদের বাড়ির ছোট ছোট তিন ভাই গোসল করছে বেশ করে তেল মেখে। সরষের তেল। ঘোষ কাকু ঘানি থেকে নিয়ে আসতেন। বড্ড ঝাঁজ ছিল তাতে, আমরাও ভাগে পেতাম। প্রথমেই হাতের তালুতে নিয়ে দুই কানের ফুটো আর নাভিতে। তাহলে নাকি উত্তরে হাওয়ায় শরীরের রস শুকিয়ে যায় না। এ কথা ওদের পিসির কাছে জানা, আমরাও পিসি ডাকতাম। নিমের দুটো পাতা ফেলে দেওয়া হতো সেই তেলে। তেল মেখে, গামছা পরে ওরা রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াত আর আমরা লুকিয়ে ভাবতাম, 'আহা! আমাদের কেন পুজো হয় না?'

ওদের বাড়ি থেকে আরেকটা গন্ধ আসত, 'কেয়োকার্পিন' তেলের। মাঝে মাঝে 'জবাকুসুম' তেলের গন্ধ আসত, যা মিলে যেত আমাদের বাড়ির সঙ্গে, তখন বেশ লাগত। সেই থেকেই জবাকুসুমের গন্ধ পেলেই পুজোর সব স্মৃতি মনের ভেতর হুড়মুড়িয়ে আসে।

ঘোষ কাকু গুনগুন করে গাইতেন, 'জয় রাধাকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ...'। আমরা ভাইবোনেরাও বলতাম চুপিচুপি। কাকিমা আর আমাদের মা শুনলেও কিছুই বলতেন না।

গৌরাঙ্গ কাকা শালপাতায় মুড়িয়ে লুচি, সবজি, মিষ্টি আর অমৃতের স্বাদে মাখানো চালতার আচার নিয়ে আসতেন। কবজি ডুবিয়ে খেতে খেতে ছোট ভাইটা বলত, 'দিদি, পুজোটা আমাদেরও তাই না?'

পুজোর সঙ্গে আরেকটা যে বিষয় খুব ছিল, তা হচ্ছে গান। সময়টাই ছিল গান দিয়ে মোড়ানো। সেগুলো ছাড়া পুজো ঠিক উৎসব হয়ে উঠত না, 'একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে...', 'নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে...' কিংবা 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে'...। এখন আর এসব কেউ বাজায় না। তবু এ গানগুলোই নিয়ে যায় সেই পুজোর দিনগুলোতে।

বুকের ওপর নতুন পুজোসংখ্যা নিয়ে ঝিমঝিম দুপুর আর আলসেমি ভরা সেই সন্ধ্যাগুলো যে আলো হয়ে আছে, সেই আলোই আজ জীবনের রং।

দশমীর দিনে ছিল পুজো দেখতে যাওয়া। রথ, বাতাসা, মুড়ালি, খেলনা কিনে বাড়ি ফেরা...। আজ হাতের কাছে রামকৃষ্ণ মিশন যেমন নেই, তেমনি নেই সেই
বাঁধনছেঁড়া ইচ্ছেরাও।

আমাদের নতুন জীবনে সেই ঘোষ কাকিমা বা গৌরাঙ্গ কাকারাও নেই! কোনো এক অদৃশ্য ব্যবধান মেনে হৃদয়ে হৃদয় যোগ করতে পারিনি আমরা। উচ্ছ্বসিত কলধ্বনি ভেসে আসে, তবু যা উপেক্ষা করা যায় না, তবু উপেক্ষা করাই এ যুগের নিয়ম। কী অবলীলায়ই তা করে যাই আমরা।

দরজায় কন্যার ছায়া, 'মা, আমাকে পুজো দেখাতে নিয়ে যাবে না?'

শিউরে উঠি। মন বলে, 'আমি শিখিয়ে দিইনি, তবুও মেয়ে আমার ঠিক চিনে নিয়েছে!'

আমরা যা 'আমাদের' না রেখে 'ওদের' বা 'তাদের' করে দিতে চাইছি, মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা ভালোবাসারা ঠিক আমার উত্তরসূরিদের মনেও পৌঁছে দিয়েছে তা।

কে বলে শুধু গায়ের জোরটাই আসল? সত্যি হচ্ছে এই 'মন' আর মনের ভেতরের যত্নে রাখা 'ভালোবাসা'!

গুনগুন করে গান গাই—

'আয়রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে
ঢ্যামকুড়কুড় ঢ্যামকুড়কুড় বাদ্যি বেজেছে
গাছে শিউলি ফুটেছে কালো ভোমরা ছুটেছে'

ইসরায়েলের সামনে সমঝোতা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই

সেলিম খান

হামাসের হামলায় ইসরায়েল যে হতচকিত, বিমূঢ় হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশটির প্রতিক্রিয়া থেকে সেটা স্পষ্ট। অবরুদ্ধ গাজা থেকে এই ধরনের হামলা হামাস চালাতে পারে, তা দেশটির নিরাপত্তাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা বা রাজনীতিকেরা কেউ ধারণা করে উঠতে পারেনি। হামাসের হামলার পর প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েল যে আক্রমণে নেমেছে, তা–ও সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। হামাস ও ইসরায়েলের সংঘাতে প্রাণ গেছে দুপক্ষের হাজার হাজার সাধারণ মানুষের। এদের একটা বড় অংশ নারী ও শিশু।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, এর শেষ কোথায়? বলা ভালো, ইসরায়েল বা এর মিত্ররা কোথায় গিয়ে থামবে। ইসরায়েলের ঘোষিত নীতি, হামাসকে নির্মূল করা। নিরাপত্তা দিতে না পারা নেতানিয়াহু সরকারের জন্য দেশবাসীকে প্রবোধ দিতে এর চেয়ে ভালো কোনো প্রতিশ্রুতি হতে পারে না। কিন্তু এর বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে খোদ ইসরায়েলের মধ্যেই। রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলে বড় ব্যর্থতা হলো—গত ৭৫ বছরে ফিলিস্তিনিদের সাথে একটা আপস–রফায় না পৌঁছাতে পারা। প্রতিবেশী আরব ও অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়া। অথচ এটাই হতে পারত তার প্রধান রক্ষাকবচ। সেটা না করে তারা ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থ ও যুদ্ধাস্ত্রে বলীয়ান হয়ে পুরো এলাকায় শক্তিমত্তা প্রদর্শনের ভুল রাস্তায় হাঁটা শুরু করল। গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় প্রায় ১২০০ ইসরায়েলির নিহত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে তাদের হঠকারী নীতি সে দেশের সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দিতে পারেনি।

ইসরায়েলের দ্বিতীয় ভুল হলো, দেড় হাজার বছরের বেশি সময় ধরে ইউরোপের দেশে দেশে অত্যাচার–নিপীড়নের শিকার হয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হলোকাস্টে লাখ লাখ ইহুদিকে হত্যার ঘটনার প্রতিশোধ তারা ফিলিস্তিনিদের মেরে নিতে চায়। যে জায়গায় আজ রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েল দাঁড়িয়ে আছে ফিলিস্তিনিরা তো সেখানকার ভূমিপুত্র। ওই মাটির মানুষ। সুতরাং তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া বা তাদের নির্মূল করার অভিপ্রায় শুধু অন্যায্য নয়, অপরাধও বটে। বরং ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বসবাসের জন্য ইসরায়েলে আসা ইহুদি মানুষজনই দখলদার। তাদের কাছে এই দখলদারত্বের পেছনে ধর্মীয় গাঁথা ছাড়া কোনো যুক্তিই নেই। এই কথাটা কোনোভাবেই মানতে চায় না ইসরায়েল ও তার মিত্ররা। মানতে না চাওয়ার চেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে চলে বলাই যুক্তিযুক্ত।

না মানার জন্য কী করছে ইসরায়েল? গাজায় নির্বিচারে মানুষ মারছে। এই সংখ্যা ইতিমধ্যে চার হাজার পেরিয়ে গেছে। তাহলে কী দাঁড়াল, ১২০০–র বিপরীতে ৪০০০। ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক আইন বিশারদেরা বলতে শুরু করেছেন, হামাসের হামলা যদি হয় জঘন্য, নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, তাহলে ইসরায়েলের হামলা হলো জেনোসাইড, যা আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধের শামিল।

এসব কথা নেতানিয়াহু ও তাঁর বশংবদ দক্ষিণপন্থী ইসরায়েলি নেতাদের কানে তোলার সময় নেই। মৃত্যু সংখ্যায় যত বড় হতে থাকে, লাশের সারি যত দীর্ঘ হয়, তাঁরা মনে মনে তত খুশি হন। কিন্তু এই খুশির মধ্যে স্থায়ী কোনো সমাধান লেখা থাকে না, যা তাদের দেশের মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে। সেই সূত্র ধরে আরেকটি প্রশ্ন ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক, ইসরায়েল বা দেশটির ইহুদি নেতৃত্ব কি আদৌ ফিলিস্তিনিদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চায়? সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা প্রচণ্ড প্রভাবশালী ইহুদিরা কি এটা চায়? আমেরিকা ও ইউরোপে ইসরায়েলের মিত্রদেশগুলো কি ফিলিস্তিনিদের সাথে ইসরায়েলের সখ্যর পক্ষে? একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, উত্তরটা না–ই চলে আসছে।

তাহলে সমাধানটা কোথায়? গাজায় ২০–২২ লাখ ফিলিস্তিনি পরিচয়ধারী মানুষের বাস। এদের অধিকাংশ ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান। আর কিছু আছেন খ্রিষ্টান। এ ছাড়া পশ্চিম তীরে প্রায় ২৮ লাখ এবং জেরুজালেমে প্রায় ৯ লাখ ফিলিস্তিনির বাস। এ ছাড়া ২৬ লাখের বেশি অ–ইহুদি ইসরায়েলে বাস করেন, যাদের অধিকাংশ ফিলিস্তিনি মুসলমান। আর বিভিন্ন আরব দেশে ১০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শরণার্থী হিসেবে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। ফলে গাজা, পশ্চিম তীরসহ সমগ্র এলাকায় 'স্বপ্নের' ইসরায়েলকে যদি শুধু ৭২ লাখের চেয়ে কম ইহুদির নিরাপদ আবাস হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে সেখানকার ৬০ লাখ ফিলিস্তিনির কী হবে? তাদের কি জাতিগতভাবে নির্মূল করা হবে– হত্যা ও বিতাড়নের মাধ্যমে? নাকি হামাসকে ঝাড়েবংশে নির্মূল করলেই ফিলিস্তিনিরা ঠান্ডা হয়ে যাবে?

ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে সম্মানজনক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারলে হয়তো ৭ অক্টোবরের ঘটনা ঘটত না। বা ঘটলেও অপরাধীরা কোনোভাবে পার পেয়ে যেত না। আর এটা করতে পারলে আরব প্রতিবেশীদের সাথে তাদের সম্পর্ক অনেক সহজ ও ঘনিষ্ঠ হতে পারত; এ জন্য আব্রাহাম অ্যাকর্ডের বা আমেরিকার দূতিয়ালির প্রয়োজন পড়ত না।

বিষয়টাকে কী অতিসরলীকরণ করা হচ্ছে না? ১৯৮৭ সালের আগে তো হামাস ছিল না, তাহলে তখন কেন এ সমস্যা মেটানো গেল না? মেটানো হয়নি বা ফিলিস্তিনিরা তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র পায়নি বলেই কিন্তু পিএলও–র পাশাপাশি হামাসের জন্ম। তবে অভিযোগ আছে, ফিলিস্তিনের এক সময়ের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসের আরাফাত ও তাঁর সংগঠন প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)–কে খাটো করতে এবং গুরুত্ব কমাতে হামাসের জন্ম দিয়েছিল ইসরায়েল ও তার মিত্ররা। এটা যে ভবিষ্যতে "বরে শাপ" হবে তা তখন কেউ ভাবেনি। বরং ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মকে দু–টুকরো করা হয়েছে। ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত পশ্চিম তীর শাসন করছেন পিএলও নেতা মাহমুদ আব্বাস। অন্যদিকে গাজার নির্বাচিত শাসক হামাস। ফলে একদিকে ইসরায়েল ও এর বন্ধুরা সফল। কারণ, রাজনৈতিকভাবে ফিলিস্তিনিরা দু–ভাগ।

একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, গাজায় প্রতি ৩০ সেকেন্ডে একটি করে ইসরায়েলি গোলা আছড়ে পড়লেও পশ্চিম তীরে কিন্তু কিছু হয়নি। প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস গাজায় ইসরায়েলি নৃশংসতার ব্যাপারে দায়সারা বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়েছেন। এমনকি হামাসের কর্মকাণ্ডের তিনি নিন্দা করেননি। বিদেশি অর্থ সাহায্যে চলা একটি আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের নেতৃত্ব দেওয়া মাহমুদ আব্বাস এর বেশি আর কী–ই বা করবেন? ৮৭ বছর বয়স। ১৫ বছর ধরে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে। নতুন কোনো নেতৃত্ব নেই বা উঠে আসতে দেওয়া হয়নি। ফলে ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যেও একটা রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। এর সুযোগ হামাস ও হিজবুল্লার মতো সংগঠনগুলো নেবে, এটাই দস্তুর। ফলে এটা সাধারণ ফিলিস্তিনিদের জন্য যতটা দুশ্চিন্তার, ঠিক ততটাই মাথাব্যথার কারণ হওয়ার কথা ইসরায়েল ও তার বন্ধুদের জন্য।

এই সাতকাহন পড়ার পর এটা তো পরিষ্কার যে, হামাস বা ফিলিস্তিনি লোকজন কাউকেই নির্মূল করা সম্ভব না ইসরায়েলের পক্ষে। তাহলে দেশটির সামনে কী বিকল্প আছে? লন্ডনভিত্তিক ব্রিটিশ সাময়িকী ইকোনমিস্ট এ ব্যাপারে বলছে, ফিলিস্তিনিদের ভূমি জোর করে দখল করে টিকতে পারবে না ইসরায়েল; গাজায় হামাস সরকার তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য, হামাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহ গাজা শাসন করতে অসমর্থ; ওই এলাকায় নজরদারি করবে—এমন আরব শান্তিরক্ষী বাহিনীও পাওয়া সম্ভব না; গাজায় কোনো জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা অকল্পনীয়– তাহলে কী করবে ইসরায়েল? তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া গেল, তারা হামাসকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে ফেলল। কিন্তু এ কথা কী কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে যে, হামাস চলে গেলে এর চেয়ে আরও ভয়ংকর কোনো সংগঠন আর উঠে আসবে না?

বাস্তবিকই গোড়া কেটে আগায় পানি ঢেলে ইসরায়েল–ফিলিস্তিনের মতো জটিল সমস্যার সমাধান দুরূহ, বলা ভালো অসম্ভব। কারণ ৬০ লাখ ফিলিস্তিনি ভূমিপুত্রকে বছরের পর বছর অধিকার বঞ্চিত রেখে, তাদের কারাগার–সমতুল্য এলাকায় আটকে রেখে কোনো সমাধান খুঁজতে যাওয়াটা বাতুলতা মাত্র। ইসরায়েলি নেতৃত্ব এটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন, ততই ভালো। তাঁরা যে পথ অনুসরণ করছেন, তাতে গত ৭৫ বছরে ওই এলাকায় শান্তি তো দূরস্থান, মানুষের সামান্য নিরাপত্তাটুকুও নিশ্চিত করতে পারেননি। আর এত দিনে যখন পারেননি, তখন আগামী ৭৫০ বছরেও পারবেন, এ বিশ্বাস করা কঠিন। বরং ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে সম্মানজনক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারলে হয়তো ৭ অক্টোবরের ঘটনা ঘটত না। বা ঘটলেও অপরাধীরা কোনোভাবে পার পেয়ে যেত না। আর এটা করতে পারলে আরব প্রতিবেশীদের সাথে তাদের সম্পর্ক অনেক সহজ ও ঘনিষ্ঠ হতে পারত; এ জন্য আব্রাহাম অ্যাকর্ডের বা আমেরিকার দূতিয়ালির প্রয়োজন পড়ত না। এই সত্যটা যেমন ইসরায়েলকে বুঝতে হবে, তেমনি আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেনসহ ইসরায়েলের বন্ধুদেরও বুঝতে ও মানতে হবে।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট অনলাইন

আস্থার জায়গাটা গেছে ধসে

হাসান মামুন

শীতকালীন সবজি ওঠার সময়টায় এর দাম একটু বেশি থাকবেই। তবে এবার যে হারে দাম বেড়েছে, সেটা কখনো দেখা যায়নি বলে অভিযোগ ভোক্তার। সবজির মধ্যে পেঁপেই মোটামুটি সহজলভ্য। এটা সবচেয়ে বেশি বিক্রীত সবজি আলুর চেয়ে সস্তা এখন।

২১ অক্টোবর একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে, 'আলু, মুলা, পেঁপে ছাড়া সব সবজি ১০০ টাকার ওপর!' কাঁচা মরিচকে সবজি বিবেচনা করলে অবশ্য বলতে হয়, এর কেজিপ্রতি দাম ২০০ টাকার বেশি। অবশ্য খুচরা ক্রেতারা এক কেজি কাঁচা মরিচ কমই কেনেন। এর দাম তো মাঝে রেকর্ড করেছিল। কাঁচা মরিচ আমদানির উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন। কাঁচা মরিচও যে আমদানি করতে হতে পারে, সেটা এখন অনেকেই জানেন। এসব কৃষিপণ্যেও আমরা সব সময় 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' থাকি না। দেশে কমপক্ষে ১৭ কোটি মানুষ। তাদের সবজি পরিভোগ কত! এর উৎপাদনও বেড়েছে। সময়ে-সময়ে বাজার অস্থির হলে সবজি নিয়ে পৃথক প্রতিবেদনও হয়ে থাকে।

ওই প্রতিবেদনে একজন রিকশাচালকের যে উক্তি রয়েছে, তা পড়ে সংবেদনশীল মানুষ মাত্রই বেদনার্ত হবেন। তিনি বলেছেন, প্রায় সব সবজির দাম একযোগে বাড়ার সময়টায় ভাতের সঙ্গে শুধু পেঁপেভর্তা জুটছে তাঁদের। তাঁর জিজ্ঞাসা, 'কয়দিন পর পেঁপেডাও খাইতে পারমু কি না, ভাবতিছি!' তাঁকে আশ্বস্ত করে বলা যায়, সবজির দাম সামনে কমবে।

কত দিনে আর কতটা কমবে, সেটা অবশ্য বলা যাবে না। তবে এ পরিস্থিতি থাকবে না সবজির সরবরাহ বাড়লে। কিছুদিন আগে কদিন টানা ও ভারী বৃষ্টি হয়েছে দেশে। তিস্তা তীরবর্তী অঞ্চলে বন্যার শঙ্কাও ছিল। সেই বিপদ আপাতত কেটেছে। তবে ভারী বৃষ্টিতে জমিতে সবজির ক্ষতি কম হয়নি। রাজধানীর ব্যবসায়ীরা বলছেন, সবজির 'আমদানি' কম।

সবজি সেই অর্থে আমদানি করতে হয় না আমাদের। তবে মাঝে আলুর দাম কিছুতেই কমাতে না পেরে 'সীমিতভাবে' এটা আমদানির প্রস্তাব করেছিল ভোক্তা অধিদপ্তর। আলুসহ তিনটি পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য জানাই ছিল, উদ্যোগটি ব্যর্থ হবে। বাজার অর্থনীতিতে এভাবে দাম বেঁধে দিলে অনেক ক্ষেত্রে উল্টো ফল হয়। সেটা না হলেও বাজার তার নিয়মেই চলছে। ডিম, পেঁয়াজের পাশাপাশি আলুর দাম একটুও কমেনি; বরং বাড়তির দিকে। আজকের পত্রিকার ওই প্রতিবেদনে এ কথাটাও রয়েছে, অন্যান্য সবজির দাম বেশি বলে আলুর চাহিদা বেশি। তাই এর দাম আরও বাড়তেও পারে।

পণ্যবাজারে এসব পর্যবেক্ষণ জরুরি। সঠিক পর্যবেক্ষণের জন্য অবশ্য উপযুক্ত তথ্য-উপাত্ত থাকতে হয়। এই সমালোচনা বাড়ছে যে সরকারের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা কম। এর ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। যেমন আলুর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ার সময় এর উৎপাদন নিয়ে যে তথ্য দেওয়া হচ্ছিল, তার সঙ্গে একমত হচ্ছিলেন না হিমাগারের মালিকেরা। তাঁরা বলছিলেন, আলুর উৎপাদন এবার উল্লেখযোগ্যভাবে কম। সে কারণে হিমাগারগুলোর একাংশ রয়ে গেছে ফাঁকা। শেষে ভোক্তা অধিদপ্তর আলু আমদানির যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠায়, এতে কি ব্যবসায়ীদের বক্তব্যই সত্য বলে বিবেচিত হবে না?

এখন সবজির দাম বেশি থাকলে আলুর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এর দাম বাড়তে বাড়তে কেজিপ্রতি ৬০ টাকাও হয়ে যেতে পারে। এদিকে আলু আমদানি বোধ হয় হতে যাচ্ছে না। তবে 'আগাম আলু' উৎপাদনে লেগে পড়েছেন কৃষক। ভালো দাম পাওয়ার আশা তাঁদের। এখন সেই আলু যত দ্রুত বাজারে আসে, ততই ভালো। হিমাগারে রাখা আলুর দাম তখন হয়তো আর বাড়বে না। কোনো পণ্যের দাম আর বাড়তে না দেওয়াটাও সংশ্লিষ্টদের সাফল্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এর আগে ইলিশের বাড়তে থাকা দাম নিয়ে এখানে লিখেছিলাম। প্রজনন মৌসুম বিবেচনায় ইলিশ ধরা এখন বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, বাজারে ইলিশ না থাকায় মাছের দাম কি আরও বেড়েছে? এ বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন চোখে পড়েনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

এমনও হতে পারে, আগে ইলিশের মৌসুমে মাছের বাজারে এর যে একটা প্রভাব থাকত– এখন সেটা আর নেই। কারণ ইলিশ 'অভিজাত মাছ' হয়ে উঠেছে। এর ক্রেতাগোষ্ঠী আলাদা। সাধারণ মানুষ যেসব মাছ কেনে, সেগুলোর দাম বাজারে ইলিশ থাকাকালেও বাড়ন্ত। এখনো সে রকমই। চাষের পাঙাশ, তেলাপিয়া, কই প্রভৃতির কথা বলছি। এসবের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ওঠাটা পৃথক খবর হয়েছিল মাঝে।

অক্টোবরের শেষদিকে এসে ওগুলোর দাম কমার কারণ নেই। কমেছে বলে খবরও মিলছে না। দেশে রুই-কাতলার উৎপাদনও ভালো। কিছু আমদানিও হয়ে থাকে প্রতিবেশী দেশ থেকে। সেগুলোও চাষের মাছ। মাছ চাষে খরচ কিন্তু বেড়েছে। প্রধানত বেড়েছে ফিডের দাম। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে পরিবহন খরচ বাড়ায়ও মাছের দাম বেড়েছে। সঙ্গে অদৃশ্য আর কম আলোচিত কারণও কি নেই?

নতুন আলু বাজারে এলে এর দাম কিছুটা কমবে কিংবা ঊর্ধ্বগতি রোধ হবে। অন্যান্য সবজির বেলায়ও একই কথা। আলুর পর সবচেয়ে বেশি নাকি বিক্রি হয় বেগুন। বেগুনসহ নানা রকম সবজি ফলিয়ে কৃষক নাম করে ফেলেছেন। কিন্তু 'ভালো দাম' পাচ্ছেন কি না, সে প্রশ্ন রয়ে গেছে। সহযোগী একটি দৈনিকের প্রতিবেদক সবজির খবর দিতে গিয়ে লিখছেন, কৃষক দাম পাচ্ছেন। যাঁরা জমি থেকেই সবজি তুলে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীর হাতে, তাঁরাও কি ভালো দাম পাচ্ছেন? নাকি মোকামে এনে যাঁরা বিক্রি করছেন, তাঁরা? এসব খবর পরিষ্কারভাবে পেলে ভালো হয়।

যারা শহর-বন্দরে কৃষিপণ্য কিনি–তারা তো চাই, এর উৎপাদক যেন চড়া দামের ন্যায্য হিস্যা পান। তাহলে তাঁর জীবনমান ভালো হবে। পরবর্তী উৎপাদনেও উৎসাহ পাবেন কৃষক। তাঁদের তো উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। যাতায়াতব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় কৃষিপণ্যের দামে ব্যাপক তারতম্যটা এখন কমে আসার কথা। আরও ভালো হতো উৎপাদিত পণ্য অধিক দামের আশায় ধরে রাখার ক্ষেত্রে কৃষকের সক্ষমতা বাড়লে। সেই উদ্যোগ প্রয়োজন। আলুর মতো পণ্যের সংরক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের কিছু আলাপ তো মাঝে শোনা গিয়েছিল।

সবজির দাম এবার এতটা বাড়ল কেন, তার ব্যাখ্যা অবশ্য প্রয়োজন। কোন উপাদানটি এতে বেশি 'অবদান' রেখেছে, সেটা খতিয়ে দেখা চাই। চট করে 'সিন্ডিকেট'কে অভিযুক্ত করার একটা প্রবণতা গড়ে উঠেছে দেশে। অতিমুনাফার প্রবণতা আর সিন্ডিকেটবাজি তো এক নয়। বহু বিক্রেতার বাজারে সিন্ডিকেট গড়ে ওঠার বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা করাও কঠিন। এটা অবশ্য থাকতে পারে ভোজ্যতেল, চিনি, আটা-ময়দার বাজারে। ভোজ্যতেল ও আটা-ময়দার দাম কিন্তু কিছুটা কমে এসেছে।

এগুলো সবজির মতো দেশে উৎপাদিত নয়। প্রধানত আমদানি হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলে এখানেও কমার কথা। কিন্তু সেভাবে কমছে কোথায়! এই অসংগতি নিয়েও মাঝে প্রতিবেদন হয়েছিল। ওই সব পণ্যের হাতে গোনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দফায় দফায় বসেও দাম 'যৌক্তিক' করতে পারেনি ট্যারিফ কমিশন। এসব ক্ষেত্রে 'সিন্ডিকেট' আছে বলা যেতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যমন্ত্রী তো তাদের বিষয়ে কঠোর হতে চাইছেন না। তাতে পণ্যবাজার নাকি আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে!

যে ক্রেতা উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছেন, সামনে পেঁপেটাও কিনতে পারবেন কি না–তাঁর বক্তব্য কিন্তু সরকারের কাজে অনাস্থার একটা প্রকাশ। নিত্যপণ্যের দাম স্বাভাবিকভাবে বাড়লেও এতটা অনাস্থা বোধ হয় জাগত না। হাতে হাতে সেলফোন থাকার সময়টায় লোকে কিন্তু আশপাশের দেশ আর পরিচিত বিশ্বের খবর পেয়ে যায় মুহূর্তেই। ঘরের পাশে কলকাতায় কত দামে গরু-মহিষের মাংস বিক্রি হচ্ছে, সে খবর মানুষ দ্রুতই পেয়ে যায়–যখন তার পাত থেকে এটা উধাও অনেক দিন ধরে। বাজারে কোনো পণ্যের দাম বাড়লেই 'ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে' এমনটা ঘটছে বলে বয়ানে সে আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। গভীর সংকটে নিপতিত শ্রীলঙ্কাও যখন ঘুরে দাঁড়ায় দ্রুত, তখনো তার মনে সহজেই প্রশ্ন জাগে এ দেশে বাজার পরিস্থিতি ক্রমে খারাপ হচ্ছে দেখে।

সমস্যাটা তাঁদের বেশি, যাঁরা বেড়ে চলা মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আয় বাড়াতে পারছেন না। মজুরি বাড়ছে না, তা নয়। তবে মূল্যস্ফীতি, বিশেষ করে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। সরকারের তরফে অবশ্য বলা হচ্ছে, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ 'ইউরোপীয় মানের' জীবন কাটাচ্ছেন এ দেশে। সেটা বেঠিক নয়।

চড়তে থাকা পণ্যবাজার থেকে ফায়দা তুলে নেওয়া জনগোষ্ঠীও এর মধ্যে আছে। তাদের সংখ্যাটা দুনিয়ার কোনো কোনো দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। কিন্তু এরাই তো বাংলাদেশ নয়। এদের বাইরে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রয়েছে, তাদের নিত্যদিনের ভোগান্তিও গভীর বিবেচনার বিষয়। পণ্যবাজারে অন্তত স্বাভাবিকতা দেখতে পাওয়ার অধিকার রয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের।

লেখক: সাংবাদিক, বিশ্লেষক

দুর্গাপূজা : সুন্দরকে আবাহনের উৎসব

শেখর ভট্টাচার্য

ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় ও নিরাকার। বিভিন্ন দেব-দেবী এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তির প্রকাশ মাত্র। মূর্তিতে তার হৃদয়ের অর্ঘ্য দেবতার পাদপদ্মে নিবেদন করে করুণা লাভের চেষ্টাই পূজা বা উপাসনা। তাই পূজারী আরাধ্য দেবতার মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে চিন্ময়ী জ্ঞানে অর্চনা করেন। ভক্তের হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তিতে মৃন্ময়ী মূর্তি তার মানসলোকে চিন্ময়ী হয়ে ওঠে।

আদ্যাশক্তি মহামায়া জগজ্জননী দেবী দুর্গা কখনও ত্রিভুজা, কখনও অষ্টভুজা, আবার কখনও দশভুজা হিসেবে আবির্ভূত হন। সনাতন ধর্ম মতে, বস্তুত যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। তিনিই দেবী দুর্গা। দুর্গাপূজা মূলত শক্তির আরাধনা। এর দর্শনটি হলো, দুর্বলের কোনো আত্মজ্ঞান হয় না, জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য চাই শক্তির সাধনা, আর ব্রহ্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেন শক্তিতে। শক্তির পরিপূর্ণতার রূপায়ণ ঘটে জগৎসৃষ্টিতে।

পূজা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সংবর্ধনা, সম্মান প্রদর্শন, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, মহান দর্শন বা আদর্শ অনুসরণ। দুর্গাপূজা মূলত শুভশক্তির আবাহনের পূজা। প্রতিটি পূজা বা পার্বণের নির্দিষ্ট তিথি বা সময় আছে। তেমনি দুর্গাপূজাও শরৎ কালের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুচনা করা হয়। তবে শারদীয় দুর্গাপূজা বর্তমানে সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। এই সার্বজনীন দুর্গাপূজাকে ঘিরে দেশ-মহাদেশ ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এক অনন্য মেলবন্ধন।

একটি কথা ভেবে আমরা যুগপৎ আনন্দ ও গর্ব বোধ করতে পারি যে দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছিলো আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক অঞ্চলে। দুর্গাপূজা আজ সারা বিশ্বের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রাণময় এবং একই সাথে ভক্তিভরে উদযাপিত একটি পূজা এবং উৎসব।বাংলাদেশে সূচিত দুর্গা পূজাই ইউনেস্কোর শিল্প ও ঐতিহ্যবাহী উৎসবের তালিকাভুক্ত হয়েছে।যদিও কোলকাতার দুর্গা পূজাকে ইউনেস্কো ঐতিহ্যবাহী উৎসবের তালিকাভুক্ত করেছে তবে এ'কথা মনে রাখা উচিৎ শারদীয় দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছিলো এই সুবর্ণ ভূমিতেই।

শারদীয় দুর্গা পূজার দুটি বিশেষ দিক রয়েছে একটি হলো পূত পবিত্র মন নিয়ে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসরণ করে পূজা উদযাপন এবং আর একটি দিক হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। দুর্গা পূজার সামজিকও সাংস্কৃতিক অনুসঙ্গ গুলো কী? দুর্গা পূজা সাধারণত সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূজা অনুষ্ঠানের জন্য ঢাকী, প্রতিমা শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী, লেখক, চিত্রশিল্পী সহ সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের এক অসাধারণ সামাজিক সংহতি তৈরি হয়। পূজাকে সুষ্ঠু ভাবে উদযাপনের জন্য ছোট ছোট গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে পরিকল্পিত ভাবে পূজার সকল অনুষ্ঠাণ পরিচালনা করে। পূজার নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সৃষ্ঠিশীল মানুষেরা একত্রে কাজ করে থাকেন। প্যান্ডেল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাণ, পূজার থিম নির্ধারণ, পূজা উপলক্ষে ইতিহাস, ঐতিহ্য , তাৎপর্য তুলে ধরে শারদীয় সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করা।দুর্গাপূজা সর্বজনীন উদ্যোগের এক অসাধারণ মডেল।

দুর্গাপূজা হলো সর্বজনীন অনুষ্ঠাণের একটি সর্বোত্তম উদাহরণ। বিশ্বে এরকম অনুষ্ঠান বিরল যেখানে সমাজের মূল ধারার বাইরের মানুষ যেমন চর্মকার, ঢুলি, যৌনকর্মী সহ সকল শ্রেণীর মানুষের অংশ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। দুর্গাপূজা শহর অঞ্চলে নানা রকম শিল্প সুষমা মন্ডিত মন্ডপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে একই ভাবে শহরের বাইরে অস্থায়ী এবং স্থায়ী মন্ডপে পূজার আয়োজন করা হয়। দুর্গাপূজাকে স্বীকৃতি দিয়ে ইউনেস্কো কী বলেছে?ইউনেস্কোর ভাষ্যটি পাঠকদের সাথে হুবহু ভাগ করে নিলে দুর্গাপূজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্য ধারণা পাওয়া যেতে পারে। দুর্গাপূজা সম্পর্কে ইউনেস্কো বলছে, 'দুর্গাপূজা হল ধর্ম ও শিল্পের সর্বজনীন অনুষ্ঠানের সর্বোত্তম উদাহরণ এবং শিল্পী ও নকশাকারীদের জন্য একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র। এই উৎসব পৌর অঞ্চলে বৃহৎ স্থাপনা ও মণ্ডপের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী ঢাকের বাদ্য ও দেবীর পূজা দ্বারা পরিচিত। এই উৎসবে শ্রেণী, ধর্ম ও জাতি ভেদাভেদ মুছে যায়।' ধর্মীয় উৎসব যেখানে শ্রেণী , ধর্মের ভেদ ভুলে যেতে সহায়তা করে সে উৎসবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ভিন্ন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে।

ত্রেতা যুগে দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধার কামনায়। শ্রীরামচন্দ্রের পূজাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো শরৎ কালে। শরৎ কালের পূজাকে অকাল বোধন বলা হয়, অর্থাৎ দক্ষিণায়নের সময় পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণায়নে নিদ্রিতা দেবীকে জাগরিতা করতে হয়, যা বোধন নামে অভিহিত। বাঙালি সমাজে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শরৎকালে সম্পন্ন পূজা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শরৎকালের দুর্গাপূজা দুরাচার রাবণের কবল থেকে শ্রীরামচন্দ্রের সীতা উদ্ধারের স্মৃতিবাহী। নারী নির্যাতনকারীদের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, এ পূজা সে শিক্ষাও দেয়। শারদীয় দুর্গা উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তিকে নিঃশেষ করে শুভশক্তির উদয় ঘটে।

এই যে সুর এবং অসুরের দ্বন্ধ, সুন্দর অসুন্দরের বিবাদ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে বিরামহীন ভাবে বিশ্ব-চরাচরে চলে আসছে। ব্যক্তি মানুষের ভিতরে যে অসুর শক্তি বসবাস করে সে শক্তিই মানুষকে অন্যায়, অসত্য পথে চলার উৎসাহ যোগায়। আজ সমগ্র বিশ্বে যতো অন্যায় যুদ্ধ, বিগ্রহ, মানুষে মানুষে সংঘাত সব কিছুই হলো মানুষের ভেতরে থাকা সুরাসুরের দ্বন্ধ। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্যই অসুরের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হয়। অন্যায় অসুন্দরের বিরুদ্ধে সকল সংগ্রামে সহযোগীতা করেম মা দুর্গা। অসত্য, অসুন্দর তথা অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শক্তি হিসাবে দেবী দুর্গার দশ হাতে ধারন করা দশটি অস্ত্র শক্তির প্রতীক। দেবীর বাহন সিংহ শক্তির ধারক। দেবীর ডানদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো হচ্ছে যথাক্রমে- ত্রিশুল, খড়গ, চক্র, বাণ ও শক্তি। বামদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো হচ্ছে- ঢাল, ধনুক, পাশ, অঙ্কুশ ও কুঠার। দেবীর অসীম শক্তির প্রতীক হচ্ছে এসব অস্ত্র। বিজয়ার দিনে মহিষাসুরকে বধের মাধ্যমে বিজয়ের উৎসব পালিত হয়। বিজয়া দশমী হলো ঐক্যের প্রতীক, ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন। বিজয়ার দিনে অনেকেই পূর্বশত্রুতা ভুলে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় এবং বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। তাই পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি বৈশ্বিক সংহতি রক্ষায় এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় দুর্গাপূজার গুরুত্ব দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় মহাশক্তির প্রতীক দেবী দুর্গা। মায়ের মতোই তার আবির্ভাব ও ভূমিকা। এ জন্যই তিনি সকলের মা দুর্গা। প্রতিবছর শরৎকালে হিমালয়ের কৈলাশ ছেড়ে দুর্গা দেবী মর্ত্যে আসেন। ভক্তদের কল্যাণ সাধন করে শত্রুর বিনাশ ও সৃষ্টিকে পালন করেন। তার সঙ্গে থাকেন জ্ঞানের প্রতীক দেবী সরস্বতী; ধন ও ঐশ্বর্যের প্রতীক দেবী লক্ষ্মী; সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বলবীর্য ও পৌরুষের প্রতীক কার্তিক।

অসুর শক্তিকে পরিত্যাগ করা বড় কঠিন কাজ। অসুরকে দমন করা মানে সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তিতে সত্য, সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করা। সত্য, সুন্দর, ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন; এ'জন্য পূজা উদযাপন করতে হলে হাতের সাথে হাত শক্ত করে ধরতে হয়। এই মিলনে সকলের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি করে।সত্যিকারে মিলনে শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণের বিভেদ মোচন হয়। বিভেদ মোচনও সহজ কাজ নয় এর জন্য প্রয়োজন অহং বোধকে বিসর্জন দেয়া। অহং বোধের কারণেই সারা বিশ্ব জুড়ে ন্যায় ভিত্তিক সমাজ বিলোপ হতে যাচ্ছে। ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ধর্ম ও শিল্পের সম্মিলন। ধর্ম একা লড়াই করতে পারেনা যদিনা তাঁর সাথে সত্য, সুন্দরের তথা শিল্পের মিলন না ঘটে।

দুর্গা পূজা আজকাল "পূজা" ছাপিয়ে শুধুমাত্র সীমাহীন আনন্দ উদযাপনের উৎসবের রূপ লাভ করছে। মনে রাখতে হবে ভক্তি ভরে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে লড়তে হলে পূজার স্বাত্বিকতা মেনে চলতে হবে। পূজার স্বাত্বিকতার অর্থ হলো বিধি অনুসারে পূজা উদযাপন। শ্লীল, শিল্প বোধ জাগ্রত হওয়ার মতো সাংস্কৃতিক কার্যক্রম উপস্থাপন। দরিদ্র নারায়ণের সেবা না করে চোখ ধাঁধানো আলোক সজ্জা, অশ্লীল নৃত্য, গীত কিন্তু পূজাও নয় উৎসবও নয়। পূজাকে উপলক্ষ্য করে মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাস, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা যাতে তৈরি হয় পূজার সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকলেরই তা' ভাবা উচিৎ। ধর্মীয় উৎসব যখন শ্রেণি , ধর্ম, বর্ণের ভেদ ভুলে যেতে সহায়তা করে তখনই তা' প্রকৃত অর্থে মনুষ্য ধর্মের রূপ লাভ করে।

হিন্দু পূজার তাৎপর্য হলো অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের সাধন

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কেউ কেউ বলেন, আমরা যে পূজা করি তার উদ্দেশ্য আরাধ্য দেবতা বা দেবীকে প্রসন্ন করে পার্থিব জগতে সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয় লাভ করা। তাঁরা আরও বলেন, পূজা যেন দোকানদারি: আমি তোমাকে দিচ্ছি, বিনিময়ে তুমি আমাকে দাও। পূজা যেন এই দেওয়া–নেওয়ার ব্যাপার। এমনকি একথাও বলতে শোনা যায় যে, পূজা আর কিছুই নয়–দেবতাকে উৎকোচ প্রদান। পূজা–উপচারে দেবতা খুশি হবেন, তখন তাঁর কাছ থেকে অভীষ্ট বস্তুলাভ হবে–মামলায় জয়লাভ হবে, পুত্র–কন্যার পরীক্ষায় সাফল্যলাভ হবে, বেকার থাকলে চাকরি হবে, ব্যাধিগ্রস্ত প্রিয়জন ব্যধিমুক্ত হবে, মুমূর্ষু প্রিয়জন মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি। উদাহরণ হিসাবে বলা হয় যে, দেবতার উদ্দেশে আমরা যে স্তবগান করি, যে প্রার্থনা উচ্চারণ করি তা তো শুধু 'দেহি' 'দেহি'রই দীর্ঘ তালিকা :

'ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।।"(চন্ডী)

–হে দেবী আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী অর্থাৎ আমার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী সুন্দরী ভার্যা দাও। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার প্রতি যারা বিদ্বেষপূর্ণ অর্থাৎ যারা আমার শত্রু তাদের নাশ কর।

সাধারণভাবে এখন পূজার তাৎপর্য প্রায় এটাই দাঁড়িয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে দেবতার উদ্দেশে স্তব–স্তোত্রাদি বাচ্যার্থে এটাই বোঝায়। কিন্তু পূজার প্রকৃত তাৎপর্যের সঙ্গে স্তব–স্তোত্রাদির প্রকৃত মর্মার্থ জ্ঞাত হলে বোঝা যায় এরকম ধারণা কত ভ্রান্ত। বস্তুত, পূজার তাৎপর্যে কোথাও পার্থিব প্রাপ্তির ব্যাপার নেই। পূজার সমস্ত অঙ্গ, আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি ও মর্ম জুড়ে শুধু একটিই ভাব রয়েছে। সেই ভাব একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক। পূজার সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবেই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। ভূমির মানুষ কীভাবে ভূমিকে স্পর্শ করতে পারে, ধরণীর ধূলিমলিন মানব কীভাবে স্বর্গের দেবতায় রূপান্তরিত হতে পারে, পূজার মধ্যে রয়েছে সেই পরম আকুতি। পূজা শান্ত মানুষকে অনন্তে উত্তরণ করাবার একটি পদ্ধতি।

পূজার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের প্রাজ্ঞ পূর্বপুরুষগণ অনন্তে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই প্রয়াসের পিছনে ছিল তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সম্পদ। পূজার মুদ্রা, অনুষ্ঠানাদি ও দর্শনের মধ্যে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে বিধৃত করে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষও যাতে উত্তরণের এই 'বিজ্ঞান'–এর প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য তাঁরা পূজার অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি আপাত ও লোকপ্রিয় রূপ সংযুক্ত করেছিলেন। সাধারণ মানুষ প্রথমেই উচ্চ দর্শনকে গ্রহণ করতে পারে না, তাদের সেই মানসিক প্রস্তুতিও থাকে না। পূজার মধ্যে সন্নিবিষ্ট 'শুদ্ধি', 'ন্যাস' প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদির যে একটি লোকপ্রিয় আবেদন আছে তা অনস্বীকার্য। আবার পূজার সঙ্গে যুক্ত স্তব–স্তোত্রাদির মধ্যে যে পার্থিব প্রাপ্তির অঙ্গীকার রয়েছে তা সাধারণ মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে–'এহ বাহ্য' এই সমস্ত অনুষ্ঠানাদি এবং প্রার্থনার দুটি তাৎপর্য রয়েছে–একটি বাচ্যার্থ, অপরটি লক্ষ্যার্থ। 'রূপং দেহি' ইত্যাদিতে 'রূপ' প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দের একটি আপাত অর্থ আছে, আবার একটি মর্মার্থ বা নিগূঢ় অর্থও রয়েছে। যত 'রূপ' মানে যেমন বাহ্য সৌন্দর্য, তেমনি অন্তরের সৌন্দর্যও। 'জয়' মানে যেমন জীবন–সংগ্রামে জয়লাভ, তেমনি অন্তরের সংগ্রামেও অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মানস সংগ্রামেও জয়লাভ। 'ভার্যা' মানে যেমন স্ত্রী, তেমনি আবার যা ভরণীয়–অন্তরে একান্ত লালনীয় অর্থাৎ ভক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অব্যভিচারিণী অনুরক্তি।

'শুদ্ধি' ও 'ন্যাস' প্রভৃতি পূজার বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কেও একই কথা। 'শুদ্ধি'র অর্থ শুদ্ধিকরণ এবং 'ন্যাস'–এর অর্থ স্থাপন বা সমর্পণ। প্রথমে 'শুদ্ধি', তারপর 'ন্যাস'। প্রথমে আচমনাদির দ্বারা পূজকের 'দেহশুদ্ধি' করতে হয়। পূজক প্রথমে নানা অশুদ্ধ উপাদান ও পদার্থে নির্মিত ও পূর্ণ তাঁর দেহভাণ্ডটিকে মন্ত্রপূত জল দ্বারা শুদ্ধ করেন। 'দেহশুদ্ধি'র সময় তিনি ভাবেন, তাঁর দেহ সমস্ত মালিন্যরহিত হয়ে উঠছে, তাঁর মন অশুদ্ধ চিন্তারাশি থেকে মুক্ত হয়ে উঠছে এবং তাঁর আত্মা দেবময় হয়ে যাচ্ছে। এভাবে 'বাহ্য–অভ্যন্তর' বা দেহ–মন–আত্মার শুদ্ধিকরণের পর 'জলশুদ্ধি'। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী–এই সপ্তনদী হিন্দু ঐতিহ্যে পবিত্রতম নদী বলে প্রসিদ্ধ। নদীমাতৃক ভারতবর্ষে এই নদীগুলি শুধু পবিত্র নদীই নয়, এরা দেবী হিসাবেও বন্দিতা আবার জননী রূপেও পূজিতা। 'জলশুদ্ধি'র সময় পূজক যে অপূর্ব মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন উদাহরণস্বরূপ এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে :

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।

নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।"

–হে নদীতমা, দেবীতমা, অম্বিতমা গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরি তোমরা এই জলপাত্রে (জলপূর্ণ কোশাকুশিতে) অধিষ্ঠান কর।

এই আহ্বানের দ্বারা পূজার জলপূর্ণ পাত্রটি যেন পবিত্রতম সপ্তনদীর ক্ষুদ্র সঙ্গমে পরিণত হয়। এরপর সেই পবিত্র জল পূজার সমস্ত উপকরণে ও উপচারে সিঞ্চন করে তাদের পরিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়।

পূজার সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবেই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া

পূজার সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবেই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। ছবি :পিক্সাবে

জলশুদ্ধির মন্ত্রটি আরেকদিক দিয়েও লক্ষণীয়। এই মন্ত্রটির মধ্যে রয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষদের জাতীয় সংহতির উদার উপলব্ধি। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই সাতটি নদী প্রবাহিত। সাংস্কৃতিক প্রেরণা ও ভাবের দিক থেকে সহস্র সহস্র বছর ধরে এই সপ্তনদী হিন্দু ভারতবর্ষকে এক অপূর্ব ঐক্যের প্রেরণার মন্ত্রে সংবদ্ধ করে রেখেছে। বস্তুত, সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রেরণাই ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবোধকে সঞ্জীবিত করে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা শুধু যে পূজার অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নিজ দেহকে দেবময় করতে চেয়েছিলেন তা নয়, আমাদের মাতৃভূমির ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দেহকেও তাঁরা দেবময় বলে ভেবেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে ভারতবর্ষ শুধু মাতৃভূমিই ছিল না, ভারতবর্ষকে তাঁরা দেখেছেন পুণ্যভূমিরূপে, দেবাত্মভূমিরূপে। এভাবে ভারতবর্ষ তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পূজাকালে পূজকও ভাবেন তাঁর আধিভৌতিক দেহটি ক্রমে দেবময় হয়ে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা প্রাপ্ত হয়েছে।

> সত্য বটে, কালের গতিতে আমাদের ঐতিহ্যে, আমাদের ধর্মে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদিতে নানা বিকৃতি এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ধর্ম, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেনি।

'জলশুদ্ধি'র পর চতুষ্পার্শ্বের পরিমণ্ডলকে শুদ্ধ করার বিধি। সে–কারণেই 'আসনশুদ্ধি'র বিধান। যে–আসনে বসে পূজক পূজা করেন সেই আসনটিকে শুদ্ধ করার জন্য পূজক ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বসুন্ধরার কাছে প্রার্থনা করেন :

"ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।

ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।।"

—হে পৃথিবী, তুমি লোকসমূহকে ধারণ করেছ। তুমি বিষ্ণুর দ্বারা ধৃতা। তুমি আমার আসনকে পবিত্র কর। পৃথিবী স্থৈর্য ও ধৈর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর আশীর্বাদে পূজকের স্থৈর্য ও ধৈর্য সুদৃঢ় হবে, তিনি সংকল্পের দৃঢ়তাও লাভ করবেন। মনে কোনো চাঞ্চল্য এলে একাগ্রতা অসম্ভব। সেই কারণে স্থৈর্য, ধৈর্য ও সংকল্পের দৃঢ়তা একান্ত আবশ্যক। সে–কারণেই ওই প্রার্থনা।

পূজার অন্য অনুষ্ঠানাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ন্যাস'। জীবন্যাস, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে পূজকের দেহের প্রতিটি অঙ্গে পঞ্চাশৎ বর্ণের মাধ্যমে পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী মাতৃশক্তিকে 'ন্যাস' অর্থাৎ স্থাপন করা হয়। বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণ আদ্যাশক্তির মন্ত্রময় অঙ্গ। এই ন্যাসের অপর উদ্দেশ্য হলো পূজক তাঁর ভৌতিক দেহের প্রতিটি অঙ্গকে ইষ্টসত্তায় 'ন্যাস' অর্থাৎ সমর্পণ করবেন। এর তাৎপর্য হলো, পূজক যেন তাঁর ভৌতিক দেহকে ত্যাগ করে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হলেন। বস্তুত, পূজার সকল অনুষ্ঠান ও অঙ্গাদির এই একতম উদ্দেশ্য–বহির্মুখী সত্তাকে ক্রমে অন্তর্মুখী করে নিজের অন্তর্নিহিত চৈতন্য–সত্তার জাগরণ ঘটানো এবং অবশেষে চৈতন্য–সত্তায় উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

প্রকৃতপক্ষে পূজা সেই পরম জাগরণেরই একটি প্রক্রিয়া। পূজাদর্শন সেই পরম প্রতিষ্ঠার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। পূজার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো নিজের 'কাঁচা আমি'কে বিসর্জন দিয়ে 'পাকা আমি'তে উত্তীর্ণ হওয়া। 'পাকা আমি'তে উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ–পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তরণ। মানুষের যখন পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তরণ ঘটে তখনি তার জীবনের চরিতার্থতা লাভ হয়। এই অবস্থারই অপর নাম দেবত্বে উত্তরণ। পূজায় রয়েছে মরমানুষের দেবময় হয়ে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। পূজার মূলকথাই হলো দেবতা হয়ে দেবতার আরাধনা করা–'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'। পূজার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান ও স্তরের মধ্যে রয়েছে সেই সাধনার কথা, সেই উত্তরণের আহ্বান, সেই প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। পূজার প্রত্যেক অনুষ্ঠান পূজককে দেবময় করে তোলার সেই তাৎপর্যই বহন করে। বিগ্রহের 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র পূর্বে পূজক নিজেকে শুদ্ধ করে নিজের চৈতন্য–সত্তায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যপর তিনি বিক্রহের 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করেন। কারণ, স্বয়ং দেবময় হয়ে তবেই দেবতার আরাধনার বিধি। তখন পূজ্য ও পূজক উভয়ের মধ্যে আর কোন ভেদ থাকে না। এর তাৎপর্য হলো : আমি তখন আমারই পূজা করছি। পূজার মূল উদ্দেশ্য তা–ই---অদ্বৈতের উপলব্ধি।

মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম। দেবত্বই তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ। কিন্তু সেই স্বরূপকে প্রকাশ করতে হবে। সেই প্রকাশের জন্য প্রয়োজন সাধনা, প্রয়োজন সংগ্রাম। পূজার মধ্যে নিহিত রয়েছে সেই সাধনা, সেই সংগ্রামের তাৎপর্য। কীসের সাধনা, কীসের সংগ্রাম? সাধনা পূর্ণতার জন্য, সংগ্রাম নিজের মালিন্যের আবরণকে অপসারণ করার জন্য, যে–মালিন্য আমার যথার্থ সত্তাকে, আমার প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করে রেখেছে। সাধনা ও সংগ্রাম সেই অজ্ঞানকে নাশ করার এবং অবশেষে আমার ও আমার অন্তর্নিহিত ঈশ্বর–উভয়ের মধ্যে অভিন্নতাকে আবিষ্কার করার। অতএব পূজা নিছক অনুষ্ঠান নয়, পূজা একটি বিজ্ঞান। ভৌতিক মানবদেহ কীভাবে চিন্ময় দেবদেহ প্রাপ্ত হতে পারে পূজা হলো তার বিজ্ঞান।

'পূজা–বিজ্ঞান'–এর মর্মকথাটি স্বামী সারদানন্দ সংক্ষেপে অথচ অনবদ্যভাবে 'লীলাপ্রসঙ্গ'–এ বলেছেন: "তুমি কোন দেবতার পূজা করিতে বসিলে অগ্রেই কুলকুণ্ডলিনীকে মস্তকস্থ সহস্রারে উঠাইয়া ঈশ্বরের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চিন্তা তোমায় করিতে হইবে পরে পুনরায় তুমি তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া জীবভাব ধারণ করিলে এবং ঈশ্বর–জ্যোতি ঘনীভূত হইয়া তোমার পূজ্য দেবতারূপে প্রকাশিত হইলেন এবং তুমি তাঁহাকে তোমার ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া পূজা করিতে বসিলে–ইহাই চিন্তা করিতে হইবে।" (২য় ভাগ, ১৩৫৮, গুরুভাব : উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৬)

ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম কখনো 'জড়' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম জগতে সমস্ত কিছুর মধ্যেই চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছে। 'জড়' বলে যাকে অন্যেরা অভিহিত করে, সনাতন ধর্মের মতে তা চৈতন্যেরই প্রকাশভেদ মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানও আজ এ কথা বলছে। একইভাবে ভারতের সনাতন ধর্ম কখনো কোনো জীবকেই 'জীব' বলে দেখেনি। জীব আসলে ব্রহ্মই, অজ্ঞানবশত জীব জানে না যে, সে ব্রহ্ম। 'জীব শিব'–এই অদ্ভুত সমীকরণ পৃথিবীকে ভারতবর্ষই প্রথম উপহার দিয়েছে। বর্তমানে ধর্ম যেমন নানা মহলে সমালোচিত এবং নিন্দিত, তেমনি পূজাদির ন্যায় অনুষ্ঠানাদিও তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত মহলে উপহাসিত। সমালোচনা ও উপহাস যথার্থ হলে কথা ছিল না, কিন্তু আজ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতার নামে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের সমস্ত কিছুকেই একদল মানুষ নির্বোধের মতো, তোতাপাখির শেখানো বুলির মতো সমালোচনা, অবজ্ঞা ও উপহাস করে থাকে। এরা আমাদের ঐতিহ্যের মূল্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু মাত্র অবহিত না হয়ে আমাদের ঐতিহ্যকে, আমাদের ধর্মকে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করে।

সত্য বটে, কালের গতিতে আমাদের ঐতিহ্যে, আমাদের ধর্মে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদিতে নানা বিকৃতি এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ধর্ম, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেনি। প্রয়োজন অন্তর্দৃষ্টির, প্রয়োজন মুক্তমন, উদার বোধ ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির, যাতে আমরা বুঝব আমাদের পূর্বপুরুষেরা কত বড় বিজ্ঞানদৃষ্টির, কত গভীর প্রজ্ঞা ও লোকদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। বস্তুত, আজ তাঁদেরই সৃষ্ট ভিত্তিভূমিতেই নিহিত ভারতবর্ষ নামক দেশটির মূল প্রাণরস। সেই আদি প্রাণরস থেকেই উদ্ভূত ভারতবর্ষের সকল গৌরব, সকল মহিমা। ভারতবর্ষ যে স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে তার অধিবাসীদের চেতনাকে অগ্রসর করাতে চেয়েছে, জড়ের শক্তিকে অস্বীকার করে চৈতন্যের শক্তিকে আবিষ্কার করতে সর্বতোভাবে প্রণোদিত করেছে, ভূলোকের ধূলিকে ঝেড়ে ফেলে দ্যুলোকের সৌরভকে অঙ্গে মাখতে অনুপ্রাণিত করেছে–পূজাবিজ্ঞানের কিছু অনুষ্ঠানের আলোচনার মাধ্যমে তা আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের পরিসমাপ্তি একত্বের আবিষ্কারে, একত্বের উপলব্ধিতে। পূজার মতো একটি লোকপ্রিয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দুর ধর্ম সেই একত্বকে, সেই অদ্বৈতকেই আবিষ্কার করতে, উপলব্ধি করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পূজা–বিজ্ঞানের এই তত্ত্বটি আমাদের সকলেরই জানা একান্ত প্রয়োজন।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ : অধ্যক্ষ ও সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানাতে ইতালি আ.লীগের নেতৃবৃন্দ এখন বেলজিয়ামে

লাবন্য চৌধুরী, ইতালি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন। ইউরোপীয় কমিশনের ইসি প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেইনের আমন্ত্রণে ২৫-২৬ অক্টোবর ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার ১১টা ১২ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে গেছে। ২৪ অক্টোবর ব্রাসেলসের স্থানীয় সময় ১৮টা ৪৫ মিনিটে ব্রাসেলস জাভেনটেম বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

এদিকে প্রধান মন্ত্রী কে স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানাতে ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ২৪ অক্টোবর সকালেই বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে পৌছেছেন।

এই সময় ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলমগীর হোসেন জানান প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সম্মেলন গুলোতে যোগদানের পাশাপাশি একটি নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। তারা আরো বলেন ইতালি আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ই সকল সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

অনুমতি মেলেনি তবুও অনড় জামায়াত

ঢাকা অফিস

আগামী শনিবার মতিঝিলের শাপলা চত্বরে মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াত। যদিও প্রশাসনের তরফে এই কর্মসূচি পালনের অনুমতি মেলেনি এখনো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন নিবন্ধনহীন জামায়াত সমাবেশের অনুমতি পাবে না। সরকারের তরফে অনুমতি না দিলেও সমাবেশ সফল করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে জামায়াত। দলটির নেতারা জানিয়েছেন, যেকোনো মূল্যে সমাবেশ হবে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু নেতাকর্মী ঢাকায় চলে এসেছেন। সমাবেশের আগে আরও আসবেন। জামায়াত নেতারা জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে চান তারা। সরকার বাধা দিয়ে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করতে চাইছে।

২৮শে অক্টোবর রাজধানীতে অন্তত ৪ থেকে ৫ লাখ লোকের সমাগম ঘটানোর চিন্তা করছে জামায়াত।

দলটির দায়িত্বশীল পর্যায়ের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে ২৮শে অক্টোবর সমাবেশ সফল করার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্য নিয়ে কৌশলও প্রণয়ন করা হয়েছে।

নেতাদের দাবি ২৮শে অক্টোবর নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে আবেগ অনুভূতি তীব্র। সরকারের পক্ষ থেকে নেতিবাচক সাড়া এসেছে এরপরেও তাদের আশা শেষতক মতিঝিলেই সমাবেশের অনুমতি দিবে সরকার। তবে সমাবেশের অনুমতি না পেলে সম্ভাব্য বিকল্প ভেবে রেখেছে দলটি। যা এখনই পরিষ্কার করতে চায়নি কোনো সূত্র।

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম মানবজমিনকে বলেন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের তারিখ পরিবর্তন করার কোনো চিন্তাভাবনা নেই। আমরা আশাবাদী সরকার সমাবেশ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়ে বলেন, অনুমতি না দিলে এটা সরকারের জন্যই ক্ষতি হবে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।

জামায়াতের মজলিসের শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, সভা সমাবেশ একজন নাগরিকের এবং প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার। সেখানে অনুমতির প্রশ্ন অবান্তর। তবে আমরা পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে অবহিতকরণ পত্র রিসিভ করে নিয়েছি। বরং আমরা গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি সরকারের এবং প্রশাসনের দুই একজন কর্তাব্যক্তি অতি উৎসাহী হয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলকভাবে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বক্তব্য রাখছেন।

হাসান নসরুল্লাহ ও বারাক ওবামার বক্তব্যে মিল কোথায়?

মাহবুবুর রহমান

লোপা মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয়, আমাদের চোখে একটি পর্দা আছে যা সরালে অদেখা এক জগৎ আমরা দেখতে পেতাম। ভাবতেই শিহরন জাগে। কি মজা না হতো! প্রার্থনা করি, আল্লাহ এ পর্দাটি সরিয়ে দাও। আমরা প্রাণভরে দেখি মহাজগতকে, কত বিস্ময় না লুকিয়ে আছে সবখানে।

ভিনজগতে বসবাসের দু'দিনের অভিজ্ঞতা আমার আছে! ওই জীবন উপভোগ্য ছিল না। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর ব্যথা নাশের জন্য স্টেরয়েড প্রয়োগ করা হয়েছিল। তার ফল ভোগ করেছিলাম দু'দিন। হাসপাতালের বেড ছেড়ে ফ্লোরে গড়াগড়ি খেতাম। নার্সিং স্টাফদের জিজ্ঞেস করতাম, এখানে এলাম কী করে?

–আপনি সত্যি জানেন না?

–না।

এক বিচক্ষণ ডাক্তার স্টেরয়েড বাতিল করে ওই দ্বিতীয় জীবনের অবসান ঘটান।

পর্দার আড়ালের খবর জানার আগ্রহ সবার। খবরের মানুষ হয়ে এই আগ্রহে কমতি নেই আমারও। তবে খবর কোথায়? রমরমা বাজারতো গুজবের।

অনেক আঁতেল আছেন, তারা ভেতর-বাইরের সব খবর জানেন। হতে পারে, তারা আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত! চোখে-মনে কোনো পর্দা নেই। রুহানী-বাতেনী সব দেখেন! আবার হতে পারে স্রেফ ভণ্ডামি! এ নিয়ে বিতর্কে যাবো না। নিজেকে নিয়েই থাকি। খোকন (ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন) রুটিনমাফিক রিমাইন্ডার দিয়েই যান, লিখছি না কেন? আজ তাকে জানালাম, হ্যাঁ, এটাই লিখবো, লিখছি না কেন।

একুশ কারণের এক নম্বর কারণ, আমি ভিতু। যা বিশ্বাস করি বলতে পারি না। বাকী আর বিশটি শোনার দরকার নেই।

ভিতু কেন?

কাকে ভয়, কিসের ভয়?

সে অজানা, অদৃশ্য, অস্পৃশ্য!

সমাজটা ক্রমশ: ভাঙ্গছে। এ কেমন রাজনীতি? এক ছাদের নিচে বাস, পিতা এক দল, পুত্র আরেক। ভাইয়ে ভাইয়ে, বন্ধুয়ে বন্ধুয়ে ঝগড়া হানাহানি। শান্তি নেই ঘরে, শান্তি নেই মাঠে-ময়দানে ।

ইতিহাসে পড়েছি নৃশংস গণহত্যার কথা, লুটতরাজ আর বর্বরতার কথা। এখন লাইভ টেলিভিশনে দেখি ভয়ার্ত ধ্বংসযজ্ঞ, দেখি অসহায় নারী-শিশুর করুণ মৃত্যু। শত শত, হাজার হাজার। মানবতার ফেরিওয়ালারাও দেখেন। কেউ বলেন না, এবার থামো। বরঞ্চ সমর্থনের ঢালা সাজিয়ে ছুটে যান, ফুলের বদলে দিয়ে আসেন গোলাভরা বারুদ। কি মর্মান্তিক!

লিখতে মন চায় না। মাঝে-মধ্যে বিড়বিড় করি, হয়ত কিছু বলি। হাসি বলেছেন, ঘুমের মধ্যে এখন কথা বলি অনেক বেশি। তাই ভালো। মিথ্যা লেখার চেয়ে না লেখাই ভাল।

ঘরে একে একে চারজন করোনায় ভুগলাম। সর্বশেষ আমি। রেশ কাটেনি এখনো। যে দিন করোনার টিকা আবিষ্কারক দু'জনকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা এলো , সে দিন থেকে করোনা আমাদের ঘরে অতিথি। ভাবলাম, উদ্‌যাপনটা ভালোই হলো। কিন্তু এটা ভেবে কুল পাচ্ছিলাম না, পাঁচটা টিকার পরেও আমাকে আলিঙ্গন করলো কোন ফাঁকে। আমার ডাক্তার বোন জানালেন, সর্বশেষ ভ্যারিয়েন্টের টিকা আমার নেয়া হয়নি। এখন দেখি, টিকার ট্র্যাক রাখাও এক কঠিন কাজ। স্বস্তির বিষয় 'করোনা হয়েছে' এটা জেনে বা শুনে এখন কেউ আতঙ্কিত হন না। আমার শুভানুধ্যায়ী দু'একজন প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় মন্তব্য করলেন, ও কিছু না। ফ্লু। ভালো হয়ে যাবেন।

পর্দার আড়াল ছাড়াও, সাইড স্টোরিগুলো আমার প্রিয়। সাম্প্রতিক কয়েকটি মনে রেখেছি। এই যেমন

১. সম্প্রতি ইসরাইল সফরে গেলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হলো। একটি কক্ষে প্রেসিডেন্ট, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বিবি নেতানিয়াহু, ইসরাইলী মন্ত্রী ও জেনারেলরা। বাইডেন বললেন, আমি একজন জায়নবাদী। ইহুদি না হয়েও জায়নবাদী হওয়া যায়। কক্ষের সবাই মাথা নাড়লেন।

২. আবারো বাইডেন। গাজার একটি হাসপাতালে ইসরাইলের বোমা বর্ষণে পাঁচশো ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। বিশ্বে নিন্দার ঝড়। ইসরাইল বললো, এ কাজ আমরা করিনি। ফিলিস্তিনিরা করেছে। বাইডেন সমর্থন করে বললেন, হ্যা, ফিলিস্তিনিরা করেছে।

খবরটি পড়ে ঢাকার দৈনিক মানবজমিনের অনলাইন সংস্করণে এক পাঠক মন্তব্য করেছেন 'যিনি সমান মাটিতে হাঁটতে ওষ্ঠা খান, তাঁর কথা শুনে কি লাভ'!

৩, বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। গুছিয়ে কথা বলেন। প্রকাশভঙ্গীও ভিন্ন। সম্প্রতি এক নির্বাচনী বিধির ব্যাখ্যা নিয়ে জনৈক সাংবাদিকের সাথে তাঁর বাক্য বিনিময় চলছিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বুঝাতে চেষ্টা করছিলেন, বিষয়টি এই হবে। সাংবাদিক ভদ্রলোক বার বার প্রত্যাখ্যান করে বলছিলেন, ওই হবে।

অতঃপর কাজী আউয়াল বললেন, আমাদের ব্যাখ্যা আমরা দিলাম। আপনি যা বুঝেছেন তা বুঝতে থাকুন--এই বলে প্রস্থান করলেন।

হেজবুল্লাহ, লেবাননের শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী। তাঁর প্রধান হাসান নসরুল্লাহ। আমেরিকার নিষিদ্ধের তালিকায় আছে হেজুল্লাহ। তারা ইসরাইলের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত। হামাসের হামলার আগে হাসান নাসরুল্লার এক বক্তব্য এবং আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এ সপ্তাহের এক বিবৃতির মধ্যে কোথাও যেন মিল আছে। হকে পারে বিষয়টি সম্পূর্ণ কাকতালীয়। বারাক ওবামা ইসরাইলের উপর হামাসের হামলার নিন্দা করেছেন। এরপর বলেছেন, গাজায় ইসরাইলের কৌশল হিতে বিপরীত হতে পারে। খাদ্য, পানি, জ্বালানি বন্ধ করে দেয়ার বিরোধিতা করে ওবামা বলেছেন, এতে করে প্রজন্মো পর প্রজন্ম ফিলিস্তিনিদের ক্ষোভ-বিদ্রোহ আরো বাড়বে এবং তাদের প্রতি বৈশ্বিক সমর্থন বাড়তে থাকবে। ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন কমবে।

হাসান নসরুল্লাহ বলেছেন, আমি সামনে ফিলিস্তিনের বিজয় দেখতে পাচ্ছি। কারণ একটি জাতির নিজেদের মধ্যে যখন প্রতিরোধ স্পৃহা জেগে উঠে, কেউ তা দমাতে পারে না। আমি ফিলিস্তিনিদের জাগরণ দেখতে পাচ্ছি। জয় তাদের হবেই।

শারদোৎসবের রঙে রঙিন নিউ জার্সি

সুব্রত চৌধুরী

শারদোৎসবের বার্তা পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের প্রবাসী বাংগালি হিন্দুরা মেতে ছিলেন দুর্গোৎসবের হরেক আয়োজনে। শারদোৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটি, সমারসেট, প্যাটারসন, জারসি সিটি, ব্রনসউইক সহ অন্যান্য শহরগুলো।

এসব শহরের হিন্দু মন্দির সহ বিভিন্ন স্হানে ২০ অক্টোবর শুক্রবার থেকে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়েছিল। ২৪ অক্টোবর মংগলবার দুর্গোৎসব শেষ হয়।

শারদোৎসবের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল পূজার্চনা, আরতি, প্রবাস প্রজন্মের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনা,ভারত,বাংলাদেশ ও প্রবাসী শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিঁদুর খেলা ও মহাপ্রসাদ বিতরন।

বিপুল সংখ্যক প্রবাসী হিন্দু মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রাণভরে উপভোগ করেন। বিরূপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে আবালবৃদ্ধবনিতার বাহারি সাজ ও নয়নাভিরাম পোশাক-আশাকে দুর্গোৎসব প্রাংগণ হয়ে উঠেছিল শারদোৎসবের রঙে রংগীন। প্রবাসী হিন্দুদের সব পথ এসে যেন মিশেছিল দুর্গোৎসব প্রাংগণে। তারা সারাক্ষণ মেতে ছিলেন আনন্দযজ্ঞে।

প্রবাসী হিন্দুদের নবরাত্রি উৎসবও শারদোৎসবে যোগ করেছিল ভিন্ন এক মাত্রা। দুর্গাপূজার এই কয়েকটা দিন নিউ জার্সির প্রবাসী হিন্দুরা মেতে ছিলেন অনাবিল আনন্দে।

'আনন্দলোকের মঙ্গলালোকে অন্যরকম অনুভূতি আর ভিন্নতর ভালোবাসায় উদ্বেলিত হোক সকল প্রবাসী হিন্দুর মন-প্রাণ'- এই ছিল সবার অন্তরের কামনা।

উৎসাহ উদ্দীপনায় মিশিগানে শারদীয় দুর্গোৎসব

পার্থ সারথী দেব

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মিশিগানের বিভিন্ন স্থানে ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী বিভিন্ন সংগঠন ও মন্দিরে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত হয়েছে। জানা গেছে মিশিগানের বৃহত্তর ডেট্রয়েটের ডেট্রয়েট, ওয়ারেনসিটি, ব্লুমফিল্ড হিলস, ওয়েষ্ট টুয়েলভ মাইলের বিভিন্ন স্থানে ধুমধামের সহিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার পূজায় ছিল সুন্দর আবহাওয়া। সাধারণত এ সময়ে শীত পড়তে শুরু করে কিন্তু এবার ছিল নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। পূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও মন্দিরগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এর মধ্যে ছিল পূজা, অঞ্জলি, আরাধনা, আরতি, যজ্ঞ, সন্ধি পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগঠন ও মন্দির কমিটি পূজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন জনপ্রিয় শিল্পী, কলাকুশলী ও এনে ছিলেন। পূজার প্রায় এক মাস আগ থেকেই পূজার প্রস্তুতি নিয়েছে মন্দির ও সংগঠনগুলো । প্রবাসের পূজা বেশীরভাগ সময়ই অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহের কর্ম দিবসে এবং উদযাপন করা হয় সপ্তাহান্তে।

প্রবাসের পূজা মানে একে অন্যের সাথে দেখা, মত বিনিময়, আনন্দ উদযাপন।

দুর্গা মন্দিরের পূজা : ডেট্রয়েট শহরের দুর্গা মন্দিরের পূজা হয়েছে ৫ দিনব্যাপী, ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত। তীথি মতো পূজা হয়েছে ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত এবং ২৮ ও ২৯ অক্টোবর পূজা উদযাপন করা হবে। দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে দুর্গা মন্দির ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছিল। ছিল মায়ের বোধন, পূজা, অঞ্জলি, যজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণ,আরতিসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি। ২২ অক্টোবর অষ্টমীর দিনে ১০৮টি সদ্য ফোটা পদ্মফুল ও ১০৮ টি প্রদীপ জালিয়ে সন্ধি পূজা করা হয়েছে। বিশেষ আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়েছে। পার্থ সারথী দেব ধ্রুব এর সম্পাদনায় বহুবর্ণা বার্ষিক স্মরণিকা 'শারদ অর্ঘ্য' প্রকাশ করেছে দুর্গা মন্দির, এতে দেশের ও প্রবাসের প্রথিতযশা লেখকদের প্রবন্ধ, কবিতা ছাঁপা হয়েছে। ২১ ও ২২ অক্টোবর সন্ধ্যা আরতির পর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিদিন ছিল আরতির সাথে ঐতিহ্যবাহী ধুনুচি নাচ। দুর্গা মন্দিরের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিপেশ সুত্রধর এই প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে জানান, এবার পূজায় আবহাওয়া ভাল থাকায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছে, আমরা মন্দিরের ভিতর ভক্তদের জায়গা দিতে না পেরে মাঠের মধ্যে বিকল্প ব্যবস্থা করেছি। আগামী ২৮ ও ২৯ অক্টোবর পূজা উদযাপন করা হবে এতে থাকবে গান, নৃত্য, অতিথি শিল্পীদের একক সঙ্গীত পরিবেশনা, প্রদীপ চৌধুরীর নির্দেশনায় নাটক 'দেবী দুর্গা' ও আকর্ষণীয় রম্য শ্রুতিনাটক। । দুর্গা মন্দির হচ্ছে এ অঞ্চলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত সবচেয়ে পুরানো সর্বজনীন মন্দির।

শিব মন্দিরের পূজা : ওয়ারেন সিটিতে অবস্থিত শিব মন্দির দুর্গা পূজা উপলক্ষে ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পূজা উদযাপন করেছে। প্রতিদিন ছিল পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, আরতি।

নিউইয়র্কে প্রতিটি পরিবার পাবে হাইস্পিড ওয়াই-ফাই সুবিধা

মনজুরুল হক

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র অফিসের ইমিগ্র্যান্ট এ্যাফেয়ার্স মোইয়া বলেছেন, নিউইয়র্ক সিটির মত সিটিতে এক চতুর্থাংশ পরিবারে এখনও হাইস্পিড ওয়াইফাই কানেকশন নেই। ফলে তারা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন না। আমরা চেষ্টা করছি প্রতিটি পরিবারই যেন হাইস্পিড ওয়াই-ফাই কানেকশন পায়।

তিনি আরও বলেন, যারা অর্থাভাবে হাইস্পিড ওয়াই-ফাই ব্যবহার করতে পারে না, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হবে। যেসব এলাকায় স্বল্প আয়ের মানুষ বাস করে সেইসব এলাকার রাস্তায় সাইডওয়াকে লিংকএনওয়াইসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই লিংক এনওয়াইসির মাধ্যমে তারা ফোন করতে পারবে, ফোন চার্জ করতে পারবে, এমন কি ওয়াই-ফাই কানেকশনও পাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এইভাবেই আমরা স্বল্প আয়ের মানুষদের এই ডিজিটাল সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করছি।

এনওয়াইসি অফিস অব টেকনোলজি এন্ড ইনোভেশন (ওটিআই) নিউইয়র্ক সিটির ডিজিটাল ইনইকুইটি বিষয়ে আয়োজিত একটি রাউন্ডটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

রাউন্ডটেবিল বৈঠকে অংশ নেন মেয়রের অফিস অব ইমিগ্রান্ট এফেয়ার্সের কমিশনার ম্যানুয়েল ক্যাস্ট্রো, লিংক এনওয়াইসির সিইও নিক কলভিন, অফিস অব টেকনোলজি এন্ড ইনোভেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টও ব্রেট সাইকফ, নিউইয়র্ক সিটি হেলথ এন্ড হসপিটালসের অন্তর্ভুক্ত এনওয়াইসি কেয়ারের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. জোনাথন হিমেনেজ এবং লা কোলসেনার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইয়েসেনিয়া মাতা।

মোইয়া কমিশনার ম্যানুয়েল ক্যাস্ট্রো আরও বলেন, আমরা নিউইয়র্ক সিটিতে ইমিগ্রান্টদের জন্য তিনটি কর্মসূচি নিয়ে এখন কাজ করছি। এর মধ্যে একটি হলো লিংকএনওয়াইসি, পিগাবাইট সেন্টার এবং এফোর্ডেবল কানেকটিভিটি সেন্টার।

লিংক এনওয়াইসির সিইও নিক কলভিন বলেন, বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির পাঁচ বরোতে ২১০০ লিংকএনওয়াইসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরও দুই হাজার প্রতিষ্ঠা করা হবে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে।

নিক কলভিন আরও বলেন, লিংক এনওয়াইসি বসানোর জন্য নিউইয়র্ক সিটিকে একটি ডাইমও খরচ করতে হয়নি। এটা প্রাইভেট প্রজেক্ট। তবে এর থেকে যে রেভিনিউ আয় হয় তার থেকে বরং আমরা সিটিকে প্রদান করি।

নিউইয়র্ক সিটির হেলথ এন্ড হসপিটালের অন্তর্ভুক্ত এনওয়াইসি কেয়ারের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. জোনাথন হিমেনেজ বলেন, নিউইয়র্ক সিটির হাসপাতাল সমূহ ইমিগ্রান্টদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করছে। আমরা সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল যে, হেলথ কেয়ার হচ্ছে হিউম্যান রাইটস। সে কারণে আমরা সকলের জন্যই হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রদান করতে বদ্ধপরিকর।

কমিশনার ক্যাস্ট্রো বলেন, যারা নতুন ইমিগ্রান্ট তাদের কাছে সিটির সব সার্ভিস পৌঁছে দেওয়া আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে এসেছে। বিশেষত ভাষার প্রশ্নটি। তিনি আগামীতে বাংলা ভাষাকেও সব জায়গায় নিয়ে আশার প্রতিশ্রুতি দেন।

মহামারী চলাকালীন হারিয়ে যাওয়া ১ মিলিয়ন চাকরির পুনরুদ্ধার

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক সিটিতে সরকারি, বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি- উচ্চ রেকর্ড স্থাপন করেছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস্ এ সপ্তাহের(১৯ অক্টোবর)প্রেস কনফারেন্সে জানান, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার দ্বারা প্রকাশিত নতুন তথ্য অনুসারে, শহরে মোট ৪৭০ লক্ষ ৯ হাজার ৪০০টি চাকরি রয়েছে। এই অগ্রগতিতে শহরটি করোনাভাইরাস মহামারী সময়কালে হারানো ৯লাখ ৪৬ হাজার বেসরকারি খাতের চাকরি পুনরুদ্ধার করেছে — যা ২০২০ সালের জানুয়ারিতে সেট করা মোট ৪৭০ লক্ষ ২ হাজার৮০০ চাকরির আগের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি শহরের আর্থিক পুনরুদ্ধারকে চিহ্নিত করে।

এ নিয়ে মেয়র অ্যাডামস্ বলেন, "আমাদের প্রশাসন শুরু থেকেই দুটো দিকে মনোযোগ দিয়েছে: নিউইয়র্ক সিটিকে আরও সুরক্ষিত করা এবং আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে ত্বরান্বিত করা। আজ আমরা সামগ্রিক অপরাধের প্রবণতা কমিয়ে কেবল আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ শহর হয়ে উঠেনি, বরং আমরা মহামারী থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করেছি যা মোট চাকরির জন্যসর্বকালের রেকর্ড স্থাপন করেছে। এটি একটি অর্জন, জননিরাপত্তায় একটি স্মার্ট বিনিয়োগ যা আমাদের পাবলিক স্পেস এবংরাস্তার জায়গা, ব্যবসায়িক বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়ার নীতি, কর্মশক্তি এবং প্রতিভা বিকাশের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি। এবং এটিএই শহরের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির ফলাফল। আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না এই কর্মসংস্থানেরসুযোগগুলি প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিউ ইয়র্কবাসীদের দ্বারা সমানভাবে ভাগ করা হয়। সামনের মাসগুলিতে, আমরা ছোট ব্যবসাগুলির বৃদ্ধিতে সারা বিশ্ব থেকে বড় নিয়োগকর্তাদের সংযুক্ত করতে আরও কিছু নীতি বাস্তবায়ন করব।"

নিউইয়র্ক সিটির পুনরুদ্ধারের ঐতিহাসিক বিকাশটি মেয়র অ্যাডামসের মেয়াদের মাত্র ২২ মাসের মধ্যে ঘটেছে। ইনডিপেন্ডেন্ট বাজেট অফিসের

UCS Ultra Credit Solutions Inc.
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহ:
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
929-386-6426
929-386-4705
37-18 73rd Street, Suite #2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মান্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ঘুরা এবং সাইটিকা ব্যাথা নিয়মিত চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র

ম্যাথিউ মিলার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ম্যাথিউ মিলার

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। সহিংসতা, হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে বাংলাদেশের সব পক্ষের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে দেশটি। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারীর প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। তিনি ফের আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ, তাহলো সব পক্ষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর মধ্যে আছেন সরকারি কর্মকর্তারা, আইনপ্রয়োগকারীরা, রাজনৈতিক দলগুলো, নির্বাচন কমিশন, মিডিয়া এবং অবশ্যই ভোটাররা। ম্যাথিউ মিলারের কাছে মুশফিকুল ফজল আনসারী জানতে চান- ২৮শে অক্টোবর বিরাট রাজনৈতিক সমাবেশ করার কথা ঘোষণা করেছে বিরোধী দল। একে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে বাংলাদেশে। সমাবেশে বাধা দেয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে শাসকগোষ্ঠী। এর মধ্যে রয়েছে গ্রেপ্তার, অভিযোগ গঠন, এমনকি এখন রাতের বেলায়ও বিচার করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে সহিংসতায় উস্কানি দেয়া হচ্ছে।

বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ান ইউরেনিয়াম ব্যবহারের হুমকি দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কী কোনো পদক্ষেপ বিবেচনা করছে? জবাবে ম্যাথিউ মিলার ওই মন্তব্য করেন। মুশফিক যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার ইস্যু তুলে ধরেন। বলেন, সম্প্রতি রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্ শুধু নিজের নিরাপত্তা নয়, দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই মঞ্চ থেকে অনেকবার আপনি ভিয়েনা কনভেনশন সমুন্নত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে আপনার মন্তব্য কি? ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমি আবারো বলবো ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন্স-এর অধীনে কূটনৈতিক চত্বর ও এর কর্মকর্তাদের সুরক্ষিত রাখতে সবরকম যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্যবাধকতা আছে বাংলাদেশের। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে মূল্যায়ন করে যুক্তরাষ্ট্র। আমরা আশা করি, দেশের ভেতর যুক্তরাষ্ট্রের সব মিশন ও কূটনীতিকদের সেফটি ও সিকিউরিটি রক্ষায় সব রকম উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে বাংলাদেশ সরকার।

খালেদা জিয়ার সুস্থতায় বিএনপির দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপি'র উদ্যোগে সাবেক প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে এশার নামাজের পরে ইসলামী সেন্টার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সাদেকের পরিচালনার মাধ্যমে দোয়া ও মোনাজাতে বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ সহ অংগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্তিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পরিচালনা করেন সদস্য সচিব মোঃ বদিউল আলম, তাকে সহযোগীতা করেন যুগ্ম সদস্যসচিব ছাইদুর খান ডিউক। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক বেবী নাজনীন, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবদুল লতিফ সম্রাট, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম উদ্দিন ভূইয়া, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাংগীর এম আলম।

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহবায়কবৃন্দের মধ্যে রুহুল আমিন নাসির, আলমগীর মৃধা, জিয়াউল হক মিশন, মোঃ নাসির উদ্দীন, সদস্যবৃন্দের মধ্যে সিনিয়র সদস্য জামালুর রহমান চৌধুরী, কামাল হাওলাদার, মোঃহাসান ,যুবদলের মনিরুল ইসলাম মনির, মনিরুল ইসলাম, মহানগর দক্ষিনের

২৮ অক্টোবর রাজধানী আ.লীগের দখলে থাকবে: তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

আগামী ২৮ অক্টোবর রাজপথ আওয়ামী লীগের দখলে থাকবে বলে জানিয়েছেন তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ।

রোববার দুপুরে সচিবালয়ে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। আগামী ২৮ অক্টোবর বিএনপির রাজপথ দখলে আপনারা কোনো চাপ অনুভব করছেন কি না—প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি নানা কর্মসূচি দিয়েছে। হাঁটা কর্মসূচি, বসা কর্মসূচি, ভবিষ্যতে হয়তো হামাগুড়ি কর্মসূচি দেবে।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগামী ২৮ অক্টোবর রাজপথ আওয়ামী লীগের দখলে থাকবে।'প্রসঙ্গত, আগামী ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশ করবে বিএনপি।

মিশিগানে তারার মেলা

পার্থ সারথী দেব

কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, অনুপম রায়, ত্রিজয় দেব, কৃষ্ণা তিথি, দেবপ্রিয়া কর রুমা

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে এখন তারার মেলা। মিশিগানে এবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও বর্নাঢ্য করতে বিভিন্ন মন্দির ও সংগঠন নামী দামী ও তারকা শিল্পীদের গানের আয়োজন করেছে। প্রবাসের পূজার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কে কার চেয়ে সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেয় তার এক প্রতিযোগিতা হয় এ শারদ উৎসবে। ২০ অক্টোবর শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে দুর্গা পূজা। এ পূজায় তারা সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ বিলাবেন। 'বিচিত্রা'য় গাইবেন এ প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী কলকাতার অনুপম রায় ও বলিউডের কবিতা কৃষ্ণমূর্তি। শিব মন্দিরে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন ভারতের প্লে ব্যাক সিঙ্গার ত্রিজয় দেব। কালীবাড়ীতে গাইবেন চ্যানেল আই সেরা কন্ঠ ২০০৯ এর বিজয়ী শিল্পী কৃষ্ণা তিথি। দুর্গা মন্দিরে গাইবেন কানাডার মন্ট্রিল থেকে আগত দেবপ্রিয়া কর রুমা। এ ছাড়াও পরিবেশিত হবে ধামাইল গান। গানের সুর আর নৃত্য শ্রোতাদেরে ব্যস্ত নগরী থেকে নিয়ে যাবে আমাদের সেই স্নিগ্ধ মায়াময় গ্রাম বাংলায়, যেখানে তারা কাটিয়েছিলেন তাদের শৈশব তাদের কৈশোরকাল। কিছুক্ষণের জন্য হলেও সবাইকে নষ্টালজিয়ায় পেয়ে বসবে। পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দিরে থাকছে ভক্তিমূলক গান, নৃত্য, রম্য শ্রুতিনাটক, কবিতা আবৃতি, কৌতুক নকশা, নাটকসহ বিভিন্ন পরিবেশনা। এছাড়াও থাকছে দেবীর ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ, বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। শাস্ত্রীয় মতে সপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়া দশমী বিজয়া দশমী উদযাপনে সিঁদুর খেলা, একে অপরের ভেদাভেদ ভূলে আলিঙ্গানাবদ্ধ হওয়া, মিষ্টি বিতরণ শেষে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠা এখানকার পুজোর এক আকর্ষণীয় দিক।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের মামাস পার্টি হলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ ও অংগ , সহযোগী সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে সভাটি সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল হাসিব মামুন , সম্পাদক মন্ডলির সদস্য কাজী কয়েছ ও কার্যকরী সদস্য হিন্দাল কাদির বাপ্পা যৌথভাবে পরিচালনা করেন । সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সামসু উদ্দিন আজাদ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক নিজাম উদ্দিন চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মহি উদ্দিন দেওয়ান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি মাহবুবুর রহমান , সামসু উদ্দিন আজাদ , সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক নিজাম উদ্দিন চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মহি উদ্দিন দেওয়ান, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান ,সমাজ কল্যান সম্পাদক জাহাংগির হোসেন, মহিলা সম্পাদিকা শিরিন আক্তার দিবা, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ আলম কার্যকরী সদস্য আলী হোসেন গজনবী, আতাউল গনি আসাদ,কামরুল হাসান হিরা, আব্দুল হামিদ, ইলিয়ার রহমান , মো কায়কোবাদ মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মনতাজ শেহনাজ, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের উপ - আন্তজার্তিক সম্পাদক গাজী ওহিদুজ্জামান লিটন , বংগবন্ধু আইনজিবি পরিষদ সভাপতি মুর্শেদা জামান, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারন সম্পাদক মাঈন উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি যুগ্ম সম্পাদক নাফিকুর রহিম তোরান, গোলাম কিবরিয়া জামান, শ্রমিক লীগের সাধারন সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌঃ, গনেষ কির্তনিয়া, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জেড এ জয়, জাহাংগীর এইচ মিয়া সহ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, শ্রমিকলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের প্রায শতাধিক নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অনলাইনে সংযুক্ত থেকে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, মুক্তিযেদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদু ইসলাম আন্তজার্তিক বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান বজলু, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের কার্যকরী সদস্য শাহজাহান চৌধুরী, শামসুল আবেদীন, ওহিদুর রহমান মুক্তা ও আক্তার হোসেন চৌধুরী ।

সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সিনিয়র সহ সভাপতি রীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তাব গ্রহন করা হয়। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন সাপেক্ষে প্রস্তাবটি কার্যকর করা হবে ।

সভায় অন্য আরোও একটি সিদ্ধান্তে রীর মুক্তিযুদ্ধা ফজলুর রহমানকে আহবায়ক ও সহ সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সামসু উদ্দিন আজাদ, যুগ্ম সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, মোঃ মহি উদ্দিন দেওয়ান, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কাজী কয়েছ ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের কার্যকরী সদস্য হিন্দাল কাদির বাপ্পাকে যুগ্ম আহবায়ক কার্যকরি কমিটির সকল সদস্য, বিভিন্ন স্টেট ও সিটি কমিটি এবং সহযোগী সংগটনের নেতৃবৃন্দকে সদস্য করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে । প্রয়োজন সাপেক্ষে কমিটির সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হবে । পরবর্তিতে সবার সাথে যোগাযোগ করে পুর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে ।

সাপ্তাহিক আজকালের ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

উত্তর আমেরিকা অফিস

মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন বহুজাতির মিশ্রণের নিউইয়র্কে বাংলাদেশিরা ক্রমশ নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছেন। নিউইয়র্কের সমস্ত অগ্রযাত্রার সাথে বাংলাদেশিরা এগিয়ে চলছেন। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করে বাংলাদেশিরা নিউইয়র্ককেই সমৃদ্ধ করছেন।

সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকার 'সাপ্তাহিক আজকাল' এর ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মেয়র অ্যাডামস এসব কথা বলেন। ২০ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা পার্টি হলে সাপ্তাহিক আজকালের জমজমাট প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এরিক অ্যাডামস বলেন, বাংলাদেশীদের সাথে তার সম্পর্ক সুদৃঢ়। এ কারণেই স্কুলগুলোতে হালাল খাবার, মসজিদে শুক্রবারে মাইকে আজান দেয়ার মতো দাবিগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। যারা একদিন বলেছিল, এসব দাবি আদায় করা যায় না, দাবিগুলো বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দেয়া গেছে সবকিছুই সম্ভব কমিউনিটি অগ্রসর থাকলে।

মেয়র ছাড়াও নিউইয়র্কের এসেম্বলিউওম্যান জেনিফার রাজকুমার বক্তৃতা করেন। জেনিফার রাজকুমার তার বক্তৃতায় বলেন, দক্ষিণ এশীয়দের প্রথম জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি রাজ্য সভায় বাংলাদেশিদের স্বার্থে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বীর সন্তানদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং নিউইয়র্কের রাজ্য সভায় বাংলাদেশ দিবস চালু করার ব্যাপারে তার অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আজকাল পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ। তিনি তার স্বাগত বক্তৃতায় আজকাল পত্রিকার মাধ্যমে কমিউনিটির কথা আরও বেশি করে তুলে ধরার প্রত্যয় ঘোষণা করেন। শাহ নেওয়াজ সবাইকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানিয়ে বলেন, কমিউনিটির সর্বাত্মক ভালোবাসা নিয়ে আজকাল পত্রিকা এগিয়ে যাবে। এসময় তার সাথে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্ত্রী রানো নেওয়াজ, ছেলে সাদমান নেওয়াজ এবং কন্যা সাদিয়া নেওয়াজ। অন্যান্যের মধ্যে সিটি মেয়র অফিসের কমিশনার দিলীপ চৌহান, সিনেটর জন লু , ডেমোক্র্যাট দলের ডিসট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, টাইম টিভির সিইও আবু তাহের প্রমুখ শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেজ্জা জানানো হয় আজকাল পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশককে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক মঞ্জুর আহমেদ, ঠিকানা পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রবীন কমিউনিটি সংগঠক ফখরুল আলম সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আজকাল পত্রিকাকে ক্রমাগত সহযোগিতা করে পাশে থাকার জন্য বিশিষ্টজনদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

জি এম কাদের বললেন

নির্বাচনের নতুন ফর্মুলা দেবে জাতীয় পার্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জি এম কাদের

বর্তমান ব্যবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় জানিয়ে নতুন ফর্মুলা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের। গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'জাতীয় পার্টি মনে করে বর্তমান ব্যবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই বিকল্প হিসেবে নিরপেক্ষ সরকার নয়, সংবিধানের অধীনেই সুষ্ঠু নির্বাচনের ফর্মুলা দেবে দল।'

জাপা চেয়ারম্যান বলেন, 'আগামী নির্বাচন ঘিরে যে তৎপরতা দেখাচ্ছেন মার্কিনরা, তা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নয়। জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে স্পষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন দলের অবস্থান। সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলন করছে বিএনপি, শামিল হচ্ছে তাদের সমমনারাও।'

জি এম কাদের আরও বলেন, 'দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিস্থিতি নেই। সংবিধানের মধ্যে একটু পরিবর্তন করে এবং সরকারি দল যদি কিছুটা ছাড় দিতে চায়, তাহলে পরিস্থিতির কিছুটা হলেও উন্নতি সম্ভব। আমাদের এই ধরনের একটা প্রস্তাবও আছে। তবে এখন তা ঘোষণা করছি না। যদি আলাপ-আলোচনার টেবিলে কখনো বসার সুযোগ হয়, তাহলে আমরা আমাদের প্রস্তাবটি দেব।'

'বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ভূমিকাকে হস্তক্ষেপ মনে করছি না'—এমন মন্তব্য করে জাপা চেয়ারম্যান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যা বলেছে, তা একটি স্বাভাবিক কথা। কারণ, তারা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায়। এই মুহূর্তে রাজনীতিতে যে নির্বাচনী মেরুকরণ চলছে, তাতে এখনো আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়নি জাতীয় পার্টি।

এদিন আরেক বিজ্ঞপ্তিতে আনসার ব্যাটালিয়ন বিল পাসের সমালোচনা করে জি এম কাদের বলেছেন, 'নির্বাচনের আগে আনসার বাহিনীকে পুলিশি ক্ষমতা দেওয়া দুরভিসন্ধিমূলক।

গিয়াস আহমেদের বাসভবনে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফোবানার চেয়ারম্যান, জেবিবিএ'র সভাপতি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা গিয়াস আহমেদের নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের বাসভবনে ১৬ অক্টোবর সোমবার পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আলোচনা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন কর হয়।

আহলে বাইত জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি ড. সাঈয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রব্বানী বদরপুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক গিয়াস আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিলাল মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আজহারী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্কচেস্টার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব জুবায়ের রাশিদ, কমিউনিটি একটিভিষট সৈয়দ উমায়ের হাসান, মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ মো. আতিকুর রহমান, আহলে বাইত মসজিদের ইমাম হাফেজ টিপু সুলতান প্রমুখ।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলোয়াত করেন সৈয়দ মুসতানজিদ বিল্লাহ রব্বানী, নাতে রসুল পাঠ করেন আন্তর্জাতিক নাতে খা কারী মুহাম্মদ ফারুক, সৈয়দ মুসতায়িন বিল্লাহ রব্বানী এবং করিম হাওলাদার। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে নবী (সাঃ) এর শুভাগমনে আনন্দ উৎসব পালন করবার জন্য মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন। সুরা ইউনুসের ৫৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে রসুল আপনি বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমত প্রাপ্তিতে মুমিনরা যেন খুশি উৎযাপন করে। মুমিনদের এই খুশি উৎযাপন তাদের সমসত কর্ম ফল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হবে।" আল্লাহ তায়ালা সুরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে এই "রহমত" সম্পর্কে বলেন, "আমি আপনাকে মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র জগৎ সমুহের রহমত রুপে পাঠিয়েছি।"

বক্তাগণ বলেন, নবী সাঃ হলেন আমাদের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম রহমত। আর এই রহমত প্রাপ্তিতে শুধু মুমিনরাই খুশি উৎযাপন করবে। পথভ্রষ্ট ওহাবী সালাফি এবং জংগী মতাদর্শের লোকদের ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের সৌভাগ্য হবে না।

বক্তাগণ আরও বলেন, বর্তমানে নবী সাঃ এর মান শান নিয়ে আলোচনা করলেই এব শ্রেণীর আলেম ওলামার গা জ্বলে যায়। নবী সাঃ এর জন্মের সময় শয়তান সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেয়েছিল। তেমনি নবী সাঃ এর জন্মের দিন উদযাপন করলে কতিপয় ওলামার গা জ্বলে। আগের দিনে সারা বিশ্বে ঈদে মিলাদুন্নবী, দুরুদ মিলাদ কিয়ামের প্রচলন ছিল। তখন মুসলমানরা অর্ধেক দুনিয়া শাসন করেছে। মুসলমানরা ছিল সুপার পাওয়ার। কিন্তু ইংরেজদের চক্রান্তে সৌদী আরবে ওহাবীদের আগমনের ফলে মুসলমনাদের অধপতন শুরু হয়। সৌদী আরবে আল সৌদ পরিবার এবং ওহাবী মতবাদের গুরু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবী নজদী ইংরেজদের চক্রান্তে উসমানিয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে খিলাফত ভেঙ্গে রাজতন্ত্র কায়েম করে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য ইংরেজদের দখলে চলে যায় এবং ইসরাইল নামক দাজ্জালী রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। বর্তমান দাজ্জালী ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের জন্য মিলাদুন্নবী বিরোধী ওহাবীরাই দায়ী।

মধ্যরাতে বিএনপি নেতা খোকনকে আটকের অভিযোগ

ঢাকা অফিস

ডাকসুর সাবেক জিএস ও বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব খায়রুল কবীর খোকনকে আটকের অভিযোগ করেছে তার পরিবার। খোকনের স্ত্রী শিরিন সুলতানের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদার। শামসুদ্দিন দিদার জানান, বুধবার (২৫ অক্টোবর) দিবাগত রাত ২টার দিকে রাজধানীর সিপাহিবাগের নবীনবাগ ক্যান্ট রেস্টুরেন্টের বিল্ডিংয়ে তাঁর ভাইয়ের বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়েছে।

কমিউনিটি এডভাইজারি বোর্ডের মেম্বার শাহজাহান শেখ

উত্তর আমেরিকা অফিস

শাহজাহান শেখ

শাহজাহান শেখ ফার্স্ট চেয়ারম্যান নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডের, তিনি এনওয়াইসি হেলথ অ্যান্ড হসপিটালের কমিউনিটি এডভাইজারি বোর্ডের সিএবি মেম্বার হয়েছেন। সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত বাংলাদেশী-আমেরিকান শাহজাহান শেখের এই নিয়োগ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ৩১ আগস্ট ২০২৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

প্ল্যানিং ও ব্যবস্থাপনায় সিটি হাসপাতালের চিকিৎসায় উচ্চমান এবং সার্ভিস প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সিএবি'র মেম্বাররা। প্রতি দুই বছরের জন্য কর্মদক্ষতা, কম্যুনিটি সংশ্লিষ্টতা এবং জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি বরোতেই এই মনোনয়ন প্রদান করেন বরো প্রেসিডেন্টরা।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সাল থেকে ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন ব্রঙ্কসে বসবাসরত কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহজাহান শেখ।

‘প্রহেলিকা’ উত্তর আমেরিকায় দাপিয়ে চলছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

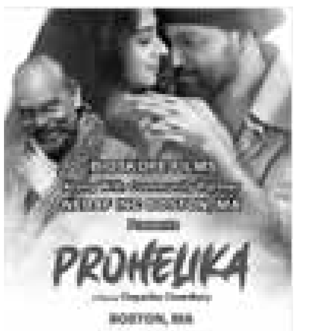

৬ অক্টোবর জ্যামাইকায় প্রিমিয়ার শো এর পরে 'প্রহেলিকা' সিনেমা উত্তর আমেরিকা দাপিয়ে চলছে।

দর্শকদের ব্যাপক উৎসাহের কারণে নিউইয়র্কের জামাইকা সিনেপ্লেক্সে বাংলা সিনেমা 'প্রহেলিকা'র প্রদর্শনী আরও এক সপ্তাহ বর্ধিত করা হয়েছিল। এখন এই সিনেমাটির জয় জয়কার চলছে উত্তর আমেরিকার চারিদিকে।

আমেরিকার আরো ৬ টি শহরে মুক্তি পেতে যাচ্ছে এই সিনেমাটি। ২৭-২৯ অক্টোবরে টেক্সাসের হিউস্টন, অস্টিন, ক্যালিফোর্নিয়ার সাক্রামেন্টো, ওহাইও এর কলম্বাস, মায়ামির ডেট্রয়েট/টেইলর, ২৭ অক্টোবরে বোস্টনএই সিটিগুলোতে 'প্রহেলিকা' মুক্তি পাবে।

দর্শকমন জয় করবে বলে আশাবাদী পরিচালক। সিনেমাটির পরিচালক চয়নিকা চৌধুরী বলেছেন দেশের বাইরে দর্শকদের এমন প্রতিক্রিয়ায় আমি আপ্লুত। এ অভিজ্ঞতা এবং অনুপ্রেরণা জীবন ঘনিষ্ঠ সিনেমা নির্মাণে আমাকে অনুপ্রাণিত করবে।তিনি উত্তর আমেরিকার প্রবাসীদের এমন ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

প্রহেলিকা চয়নিকা চৌধুরী পরিচালিত বাংলা ভাষার বাংলাদেশী নাট্য চলচ্চিত্র। কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পান্থ শাহরিয়ার। এই সিনেমার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ আট বছর পর বড় পর্দায় আসেন অভিনেতা মাহফুজ আহমেদ। তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন শবনম বুবলি। এটি চয়নিকা চৌধুরী পরিচালিত দ্বিতীয় চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রটির চিত্রগ্রহণ করেছেন সুমন হোসেন ও সম্পাদনা করেছেন রমজান আলী। আবহ সংগীত গেয়েছেন ইমন সাহা।

পুলিশের টো-ট্রাকের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৬ অক্টোবর সকালে নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে ছেলেটি যখন মায়ের সাথে রাস্তা ক্রস করছিলো, ক্রসওয়াকে। এনওয়াইপিডির একটি টো ট্রাকের চাকা শিশুটিকে পিষে দেয় বলে পুলিশ বলেছে। সকাল ৭.৪৫ মিনিটে ব্রুকলীনের ফর্ট গ্রীণ পার্কের উত্তর প্রান্ত এলাকায় মারাত্মক এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ছেলেটি এবং তার মা, ক্রসওয়াক ধরে মার্টিল এভিনিউ পার হচ্ছিল। মা একটি স্ট্রলার ঠেলছিলেন। আরেকটা ছোট শিশু স্ট্রলারে। আর সাত বছরের ছেলেটি একটি হাতল থাকে এরকম স্কুটার চালাচ্ছিল। পুলিশ বলছে, টো ট্রাক ড্রাইভার মার্টিল থেকে ডানে মোড় নিয়ে নর্থ পোর্টল্যান্ড এভিনিউয়ে ঢোকার চেষ্টা করছিল। তখনই ছেলেটিকে সরাসরি হিট করে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির মৃত্যু হয়।

নিউইয়র্ক সিটিতে সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের সুযোগ-এরিক অ্যাডামস্

কুলসুম আক্তার সুমী

নিউইয়র্ক সিটিতে সর্বকালের সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের সুযোগ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এ সপ্তাহের শুক্রবার রেডিও চ্যানেল '১০১০উইনস'কে একথা জানান নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে রেকর্ড সংখ্যক ৪ দশমিক ৭ মিলিয়ন কর্মখালি আছে বলে নিউইয়র্ক স্টেটের শ্রম দপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়। চ্যানেলের সঞ্চালক সুসান রিচার্ড'র প্রশ্নের জবাবে অ্যাডামস্ বলেন, "বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ চাকুরির সংস্থান রয়েছে এবং এটা দেশের যে কোন সিটির জনসংখ্যানুপাতে সর্বোচ্চ।"

অ্যাডামস্ সিটির কর্মজীবী মানুষদের প্রতি সিটির প্রতিশ্রুতির প্রতি আলোকপাত করেন। সেই সাথে স্থানীয় অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, "এটা আমাদের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আমরা অভিবাসন ও কোভিডের মধ্য দিয়ে গিয়েছি, এখন আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়। আমাদের শহরকে নিরাপদ করতে হবে, আমাদের জনগনকে সাবওয়ে ও রেস্টুরেন্টমুখী করে তুলতে হবে।"

অ্যাডামস্ বলেন, "কোভিড-১৯ এর পর আরো ১ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।" এই অর্জন সিটির প্রত্যাশার চেয়েও বেশি যা অ্যাডামস্ প্রশাসন ২০২৫ সালের মধ্যে অর্জন করবে বলে অনুমান করেছিল।

নিউইয়র্কে কেউ ব্যবসা করতে চায় না কারণ এখানে এজেন্সিগুলো ব্যবসাবান্ধব নয় এমন কথা প্রায়শই শোনা যেত। কিন্তু অ্যাডামস্ প্রশাসন কিছু মৌলিক নিয়মাবলী পরিবর্তন করেছে যাতে সহজেই ব্যবসা শুরু করা যায়।

ক্যানসাসে ঝাঁকজমকপূর্ণ দূর্গাপুজা

এমরান হোসাইন

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস রাজ্যের ক্যানসাস সিটি ও উচিটা শহরের পাশে এনডোভার কমিউনিটি সেন্টারে সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব “দূর্গাপুজা “ ঝাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয়েছে।

দুদিনব্যাপী এ শারদীয় উৎসবে দেবী দূর্গা বরণ করা থেকে নিয়ে অঞ্জলি প্রদান,প্রসাদ বিতরণ ও সন্ধ্যা আরতি, সিঁদূর খেলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে। ক্যানসাস বাঙালীদের সার্বজনীন এ উৎসবে সবার অংশ গ্রহণে দূর্গাদেবীকে বিদায়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয় । রোববার সকাল থেকে পুজারীদের ভিড় লক্ষ করা গেছে।

ভোরের আলোয় পুজার্থীদের আনাগোনায় এনডোভার কমিউনিটি সেন্টার আলোকিত হয়ে উঠে। যে যার মত আনন্দে মেতে উঠে। কেউবা দৌড়ে গিয়ে আগে দূর্গাদেবীকে অরতি দিয়ে নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় সেরে নেন। অনেকে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেন। অনুষ্ঠানের এক কোণায় নতুন প্রজন্ম স্কুল পড়ুয়া তরুন-তরুণীদের মধ্যে উৎসবের ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। তারা জড়ো হয়ে ”মনষ্টার ডেমূলেশন “ সহ নানা গ্যাম নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করেছেন। মিসিসিপি থেকে ৮ঘন্টা ড্রাইভ করে পুরোনো স্মৃতির শহর উচিটায় এসেছেন বাবা-মায়ের সাথে ৪বছর বয়সের রোহান আঢ্য। ছোট্ট শিশুটি বায়না ধরেছে নিজের ক্যামরায় দূর্গাদেবীকে ক্যামেরাবন্দী করবে। তাকে মনোযোগ দিয়ে ছবি তুলতে দেখা যায়। ইতোমধ্যে নানা পদের মুখরোচক মধ্যাহ্নভোজ শুরু হয়। এতে সবাই বাঙালী খানায় ভুড়িভোজে অংশ নেন।

এ জমকালো অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক প্রকৌশলী রুপন কান্তি দেব জানান- ধর্ম যার যার,উৎসব সবার । বাঙালীর প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গা উৎসব সবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনুক। ব্যবস্থাপনায় থাকা প্রশান্ত বলেন- উচিটা ছাড়াও আশপাশের শহরগুলো থেকে পুজারী আগমনে এবার অন্যরকম পরিবেশে দূর্গা উৎসব পালন করতে পেরে আনন্দিত। এদিকে ক্যানসাস সিটি থেকে সোমবার্তা মন্টু জানান- অদিতি মুনশীর কীর্তন সবার ছুয়ে গেলো,এছাড়াও শিল্পী ইমন চক্রবর্তী,রঞ্জনা মিত্রসহ অনেক ষ্টার শিল্পীবৃন্দ উৎসবের গান, সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেছেন। সবমিলে ক্যানসাস সিটির ওভারল্যান্ড পার্কে অত্যন্ত ঝাকজমকপূর্ণ উৎসবের মধ্য দিয়ে শারদীয় দূর্গা উৎসব পালন করা হয়েছে।

বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

সভাপতি পদে আব্দুল মান্নান, সেক্রেটারি পদে রেজাউল আলম বিজয়ী।

রুদ্র মাসুদ

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম বৃহত্তম সামাজিক সংগঠক বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক্ এর নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের ওজন পার্কেও ১০১ এভিনিউ ৮৮ স্ট্রিটে অবস্থিত মারকুইস হলে ভোট গ্রহণ শেষে রোববার রাত ৯টার দিকে ফলাফল ঘোষণার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থীদের সমর্থকদের মাঝে। এসময় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দেখা যায়। পরে পুলিশ সদস্যরা বিক্ষুব্ধদের সরিয়ে দেয়।

নির্বাচনে সভাপতি পদে আব্দুল মান্নান, সেক্রেটারি পদে রেজাউল আলম অপু এবং কোষাধ্যক্ষ পদে আব্দুল হান্নান দুখু নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী সভাপতি, সহসম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী হয় মান্নান-জুয়েল পরিষদ থেকে। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদকসহ বাকী ১৬টি পদে বিজয়ী হয় মেসবাহ-অপু পরিষদ থেকে।

নির্বাচনে ১৯টি পদের বিপরীতে দুই প্যানেলে ৩৮জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্ধীতা করেন। প্রায় ৮ হাজার ভোটারের মধ্যে ৩ হাজার ৯২৩জন তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহিউদ্দিন ঘোষিত ১ হাজার ৯৩৭ ভোট পেয়ে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল মান্নান। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিসবাহ আহমদ পেয়েছেন ১হাজার ৯২৪ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে রেজাউল আলম অপু ২ হাজার ৮৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী জহির উদ্দিন জুয়েল পেয়েছেন ১ হাজার ৭৪৭ ভোট। কোষাধ্যক্ষ পদে ১ হাজার ৯৪৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন আব্দুল হান্নান দুখু। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী মোহাম্মদ আবু হামিদ পেয়েছেন ১হাজার ৮৪৪ ভোট।

> নির্বাচনে ১৯টি পদের বিপরীতে দুই প্যানেলে ৩৮জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্ধীতা করেন। প্রায় ৮ হাজার ভোটারের মধ্যে ৩ হাজার ৯২৩জন তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বক্তব্য রাখেন। এসময় মিসবাহ-অপু পরিষদের প্রতিনিধি মোস্তফা কামাল ফলাফল বিবরণী প্রিন্ট করার সময় কোন প্যানেলের প্রতিনিধি না থাকায় আপত্তি তোলেন।

জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন-নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সমাপ্ত করার সময় উভয় প্যানেলের প্রতিনিধিদের মতামত নেয়া হয়। সবার সম্মতিতে ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ভোটিং নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ফলাফল বিবরণী প্রিন্ট করে নেয়। এসময় তিনি নিজেও ছিলেন না। চূড়ান্ত ফালাফল প্রদানের সময় বিষয়গুলো নজরে রাখবেন।

এসময় তিনি নির্বাচন পরিচালনায় ছোটখাটো ভুল ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। একইসাথে সদস্য, ভোটার, প্রার্থী, বর্তমান নির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

এদিকে সভাপতি পদে আব্দুল মান্নানের নাম বিজয়ী হিসাবে ঘোষণার পর তাঁদের প্যানেলের সদস্যরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। হল থেকে বের হওয়ার পর সমর্থকরা তাকে মাথায় তুলে নিয়ে মিছিল করেন।

অপরদিকে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে 'নির্বাচন কমিশন ভোট চোর' ও 'ভুয়া' 'ভুয়া' বলে শ্লোগান দিতে থাকে। পরবর্তীতে এনওয়াইপিডি'র সদস্যরা এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়।

এনিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে নবনির্বাচিত সেক্রেটারি রেজাউল আলম অপুও ফলাফল মানতে রাজি হননি।

নির্বাচনে বিজয়ীদের মধ্যে মান্নান জুয়েল পরিষদ থেকে সহ-সম্পাদক পদে রাজু আহম্মেদ। এছাড়া মিসবাহ-অপু পরিষদের বিজয়ীরা হচ্ছেন সহ-সভাপতি পদে মুহিবুর রহমান রুহুল, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মাহমুদুল কবির রুবেল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ছিদ্দিক আহমদ, দপ্তর সম্পাদক পদে শামছুল আলম শিপলু, ক্রীড়া সম্পাদক পদে জামিল আহমদ জাফরুল, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে ফয়েজ আহমদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে হাফছা ফেরদৌস হেলেন, কার্যকরী সদস্য মাহবুব উদ্দিন আলম, মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন, ইকবাল হোসেন, রেজওয়ান আহমদ, মাসুদুর রহমান, শরিফ আহমদ ও ফরহাদ হোসাইন।

পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুর শিক্ষায় দি অপটিমিস্টস

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সর্বাত্মক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রায় ২২ বছর আগে যুক্তরাষ্টের নিউইয়র্ক সিটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান ‘দি অপটিমিস্টস’। প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে। সময়ের সাথে সাথে অপটিমিস্টস আগের তুলনায় আরো বিকশিত হচ্ছে। বাড়ছে এর কার্যপরিধি। সততায় উদ্ভাসিত এক দল নিষ্ঠাবান মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ‘দি অপটিমিস্টস’ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে খুবই প্রশংসিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ‘দি অপটিমিস্টস’ এর বার্ষিক তহবিল সংগ্রহ সমাবেশ ২২ অক্টোবর রোববার দুপুরে নিউইয়র্কের কুইন্সের উডহেভেনের জয়া হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে এসেছিলেন তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরাও। অপটিমিস্টসের মানবিক কার্যক্রমের প্রতি সহযোগিতা ও সমর্থন জানাতে ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের কয়েক শত দাতা উপস্থিত হোন। তাদের মধ্যে কেউ ব্যবসায়ী, কেউ চাকরিজীবী। নিউইয়র্কের বিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও চিত্রশিল্পীরা তাদের আঁকা ছবি দান করেন অপটিমিস্টসকে। এ থেকে পাওয়া অর্থ যোগ হবে শিক্ষার্থী বৃত্তি কার্যক্রমে। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশর রাষ্ট্রদূত মো. আব্দুল মুহিত, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা, প্রিন্সিপাল কমিটির চেয়ারম্যান মিনহাজ আহমেদ শাম্মু, ভাইস-চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী, বোর্ড অফ ডিরেক্টর প্রেসিডেন্ট শাহেদুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক মুক্তাদির, সাধারণ সম্পাদক নিশাত হক, ট্রেজারার আমিন মেহেদি, প্রিন্সিপাল কমিটির মেম্বার শামীম আহমেদ, নিউইয়র্ক সিটি অফিসের চিফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাসার ‘অপটিমিস্টস অ্যানুয়াল কানেক্ট অ্যান্ড ফান্ডরাইজিং ২০২৩’ শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শাহেদুল ইসলাম বলেন, ‘আমি অপটিমিস্টসে সবাইকে চাই। কারণ, আপনারা কানেক্টেট হোন। বাংলাদেশী-আমেরিকান বাচ্চাদের যদি শেখাতে হয় যে দেশের সাথে কানেকশন, তাহলে অপটিমিস্টস ইজ এ গুড প্লাটফর্ম। আমি চাই, বাচ্চাদেরকে পিতা-মাতারা এখানে নিয়ে আসুক। সবাই একে অপরকে চেনার এটা একটি গুড নেটওয়ার্কিং প্লাটফর্ম।’ নিশাত হক বলেন, ‘বাংলাদেশে ২২টি জায়গায় অপটিমিস্টসের কার্যক্রম আছে। দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবারের শিশু শিক্ষার্থী যাদের পড়া-শোনায় সাহায্য দরকার, আমরা আংশিক খরচ বহন করে থাকি। অপটিমিস্টস ২০০১ সালে কাজ শুরু করেছিল। ২২ বছরে আমরা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১৩ হাজার বাচ্চাকে সাহায্য-সহযোগিতা দিতে পেরেছি।

ওয়াশিংটনে ‘আর্কিটেকচার এজ ফ্রিডম’ প্রদর্শনী শেষ হলো

উত্তর আমেরিকা অফিস

ওয়াশিংটনে তিনদিন ব্যাপী "আর্কিটেকচার এজ ফ্রিডম" প্রদর্শনীর শেষ হলো। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ব্র্যাক ও ক্যাথলিক৷৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে যে আটটি নেক্সট জেনারেশন ব্র্যাক আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মিত হয়েছিল সেই আটটি ভবনের ৫টির মডেল বা ভবনের প্রটোটাইপগুলোই এই প্রর্দশনীর প্রধান আকর্ষণ। বাংলাদেশকে আরও একধাপ এগিয়ে নেয়ার স্বপ্নে স্হাপত্য শৈলীতে গড়া এ ব্যতীক্রমী উদ্যোগ।

বাংলাদেশের সহজ সরল মানুষের জীবনধারা, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সামনে রেখে আধুনিকতার ছোয়ায় গড়ে তোলা পরিপাটি অফিসকক্ষ দেখে গ্রাম থেকে উঠে আসা একজন মানুষ যেন থমকে না দাঁড়ান বা নিজেদেরকে গুটিয়ে না নেন, সে কথাটি মাথায় রেখে কার্যালয়গুলোকে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে সাজানো হয়েছে। আর এর মূল লক্ষ্যই ছিল আমলাতান্ত্রিক বৈষম্য ঘুচিয়ে অফিসটিকে তারা যেন তাদের নিজের মনে করেন। স্বচ্ছন্দবোধে ঘরটিকে নিজের মনে করেন। প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের বসবার মত অবাধ জায়গা থাকবে যেখানে প্রচুর আলো-বাতাস বইবে।

ভবনটি যেন পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং টেকসই হয় তার দিকে খেয়াল রেখে ভবনের ভেতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে প্রচুর ভেন্টিলেটার। বিশেষ করে বাইরের দেয়ালের উপরের অর্ধেক অংশে ইটের গাঁথুনিতে আলো বাতাস চলাচলের জন্য প্রচুর ফাঁক রাখা হয়েছে।

মৌসুমের শেষ মেলায় হাজারও মানুষের উপস্থিতি

ব্রুকলিন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বীর মুক্তিযোদ্ধা গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশি আমেরিকানদের অবস্থানগত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, আমাদের প্রথম দায়বদ্ধতা হচ্ছে, আমেরিকার বিদেশ নীতির পক্ষে আমাদের অবস্থান নিশ্চিত করা। আমরা বাংলাদেশিরা এই আমেরিকায় এসেছি, এখানে বসবাস করি। বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আমেরিকার বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে দাঁড়ানো। আমেরিকার পক্ষে আমরা দাঁড়াতে বাধ্য। কারণ আমরা আমেরিকান নাগরিক।

তিনি ২২ অক্টোবর রোববার ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন আয়োজিত মৌসুমের শেষ পথমেলা উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। সেসময় কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ৫ বরো কমা-র রিচি টেইলার, ৬৬ প্রিসিন্ট কমা-র কেনেথ হেরিটি, কিংস কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এরিক গঞ্জালেস, অ্যাটর্নি পেরি ডি সিলভার, গেস্ট অফ অনার বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী আযম, বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি লুৎফুল করিম, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, পথমেলা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম, প্রধান সমন্বয়কারী মোশাররফ হোসেন মুন, সদস্য সচিব এ এইচ খন্দকার জগলু, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. হায়দার, মো. ইসলাম শিমুল, মাঈনউদ্দিন বাবলু, যুগ্ম সদস্য সচিব কাজী হায়াত নজরুল, তাজুল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। সেসময় মেলার আয়োজক কমিটির নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ও মেলার অন্যান্য অতিথিবৃন্দসহ বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্ এর সকল কর্মকর্তারা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

> বাংলাদেশি আমেরিকানদের আমেরিকান বিদেশ নীতির পক্ষে থাকার বিকল্প নেই
> **আবু জাফর মাহমুদ**

ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আজ আমরা বাংলাদেশের মানুষ এই মেলায় একত্রিত হয়েছি, এক অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আন্তরিকতার টানে। এই ভালোবাসাই আমাদের দেশাত্ববোধ। এই আন্তরিকতাই আমাদের নিজস্বতা। এই একতাই আমাদের ভিত্তি। এটিই আমাদের জীবন ও বাস্তবতার প্রথম সুর।

তিনি একাত্তরে পাকিস্তানী বিহারীদের মতো বিশ্বাসঘাতক আচরণ থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে চলেন, একাত্তরে পাকিস্তানীরা যখন নিরীহ বাঙালির উপর আক্রমণ করেছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী বিহারিরা এদেশের সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার পরও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং আক্রমণে অংশ নেয়। ওই চরিত্রটা আমরা মনে রেখেছি। ওই মোনাফিকদের মতো কাজ করা আমাদের কাজ হতে পারে না। আমেরিকা আমাদের বিশ্ব নেতৃত্বের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে, আমেরিকা আমাদের জীবিকা দিয়েছে, সূতরাং যেকোনো পরিস্থিতিতে আমরা আমেরিকার পক্ষে। এটিই আমাদের স্পষ্ট অবস্থান।

আবু জাফর মাহমুদ ব্রুকলীনে বছরের শেষ মেলার আয়োজন সম্পর্কে বলেন, এই মেলার মাধ্যমে বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন নিজেদের উত্থাণ ঘোষণা দিচ্ছে। বাংলাদেশি সকল ব্যবসায়ীর প্লাটফরম এটি। আমাদের জাতীয় একতার একটি প্রতিচ্ছবি এই মেলা। এই চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকাই আমাদের জাতীয় একতার প্রাণকেন্দ্র। এটিই বাঙালিদের প্রথম 'হাব'। এই ব্রুকলিনেই আমাদের লড়াকু পূর্ব পুরুষরা এসে অনেক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে পাহাড়, সমুদ্র, মহাসমুদ্র পার হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেন। তারাই এখানে বাণিজ্যিক ও সামাজিক অনুকুল পরিবেশ গড়ে তোলেন। এর মধ্য দিয়ে আমাদের বসবাস ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের পথ রচিত হয়।

তিনি প্রবাসের পথ প্রদর্শক বাঙালি পূর্ব পুরুষদের কথা স্মরণ করে বলেন, তাদের বদৌলতেই আমেরিকায় আমাদের সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ আমরা এখানে মূলধারার রাজনীতিতে অবদান রাখতে শুরু করেছি। আমাদের ভাইয়েরা, সন্তানেরা এখানকার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হচ্ছে। তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন, চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই বহুজাতিক সমাজে সবাইকে প্রতিবেশি ভাবতে হবে। এখানে ফিলিস্তিনীও আছে, ইসরাইলও আছে। এখানে আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ সংঘাতে জড়ানোর সুযোগ নেই। কোনো উস্কানী দেয়া ও উস্কানীতে সাড়া দেয়া আমাদের কাজ হতে পারে না। আমরা ভালোবাসা ও ঐক্য চাই। আমেরিকা সরকার ও আমেরিকা সবসময় ঐক্যই প্রত্যাশা করে। তাই তারা পৃথিবীর সর্বত্র শান্তির নেতৃত্ব করছে। আমেরিকার এই শান্তিকামী নেতৃত্বের অংশীদার আমরাও।

তিনি ব্রুকলিনের মেলা আয়োজক সবাইকে আজকের দিনের নেতৃত্ব হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এখানকার সবাই বহু বছর আগে থেকে আমার নেতৃত্ব অনুসরণ করেছে, তারা এখন নেতৃত্ব করছে।

চীন ভবিষ্যতের নগরী গড়ে তুলছে সৌদিতে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভবিষ্যতের নগরী 'এনইওএম' গড়ে তোলা হচ্ছে চীনের সহযোগিতায় সৌদি আরবে রিয়াদ ও বেইজিংয়ের মধ্যে সহযোগিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে । সৌদির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তাবুক সিটিতে ২৬ হাজার ৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিশেষ এই নগরী গড়ে উঠছে।

জানা গেছে, এ নগরী নির্মাণ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫০ হাজার কোটি ডলার। পুরো শহরটি হবে সায়েন্স ফিকশন মুভিতে দেখানো শহরের মতো চোখ ধাঁধানো, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও পরিবেশবান্ধব।

এনইওএম সিটির মূল প্রকল্পকে বলা হচ্ছে দ্য লাইন। শহরটি ১৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৫০০ মিটার উচুঁ ও ২০০ মিটার প্রশস্ত। আয়নাবসানো কাচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা থাকবে। এই শহরের বাসিন্দারা পাঁচ মিনিট হাঁটার দূরত্বেই তাদের প্রয়োজনীয় সব সুবিধা পাবেন।

শহরটিতে থাকবে অত্যাধুনিক পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বা গণপরিবহন। ২০ মিনিটের ভেতরে শহরের যে কোনো প্রান্তে যাওয়া যাবে। বলা হচ্ছে এই শহরে কোনো গাড়ি থাকবে না, কোনো সড়ক থাকবে না। এর কার্বন নিঃসরণ হবে শূন্য মাত্রার। অর্থাৎ পুরো শহরটি হবে পরিবেশবান্ধব।

এই শহর নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত চীনা কোম্পানির ম্যানেজার ওয়াং লি বলেন, শুরুতে সৌদি আরবের অন-সাইট ম্যানেজমেন্ট টিম আমাদের পদ্ধতিকে অনুমোদন দেয়নি। তারা বলেছিল, আমাদের ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিটি ভুল ছিল।

'আমরা তাদের রাজি করানোর জন্য প্রযুক্তিগত আলোচনায় অনেক সময় ব্যয় করেছি। এমনকি, আমরা দেশীয় বিশেষজ্ঞদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাদের সঙ্গে প্রযুক্তিগত আলোচনা করার জন্য। তারা শেষ পর্যন্ত একটি টানেলে আমাদের পদ্ধতিটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করার অনুমতি দেয়। ফলাফলগুলি দারুণ ইতিবাচক হয়। পরবর্তী সময়ে এই পদ্ধতিটি সৌদি সরকার অনুমোদন দেন।'

এখানে সৌদি নাগরিক ফয়সাল মুতলাকও কাজ করছেন। তিনি চীনা ভাষা জানেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সৌদি আরবের সঙ্গে চীনের সহযোগিতা আরও অনেক গভীর হবে বলে মনে করেন ওয়াং লি।

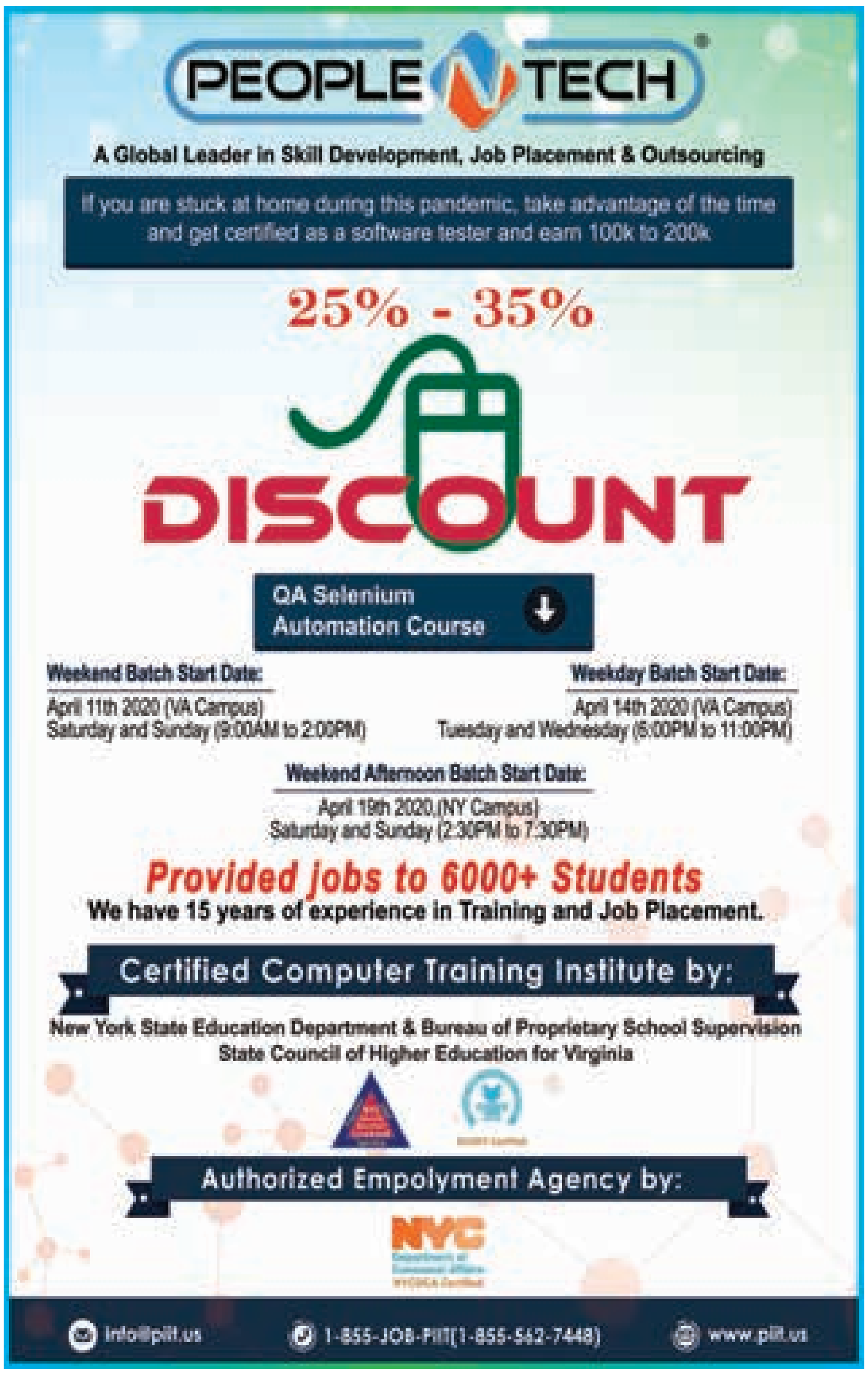
PEOPLE TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

‘রশিদা আকতারের কাব্যে নিমগ্ন ভালোবাসার কথা’

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

গীতিকবি রশিদা আকতার তার সময়ের দ্রোহ, প্রেম, দুঃখ এবং ভালোবাসার কথা বলেছেন তার কাব্যে। সময়কে ধারণ করে কবি তার উচ্চারণে মানুষের কথা বলেছেন। এমন সৃষ্টির মধ্যেই একজন কবি বেঁচে থাকেন। দেশ ও মানুষের প্রতি তার নিমগ্ন ভালোবাসা ও প্রতিশ্রুতি কবিকে তার সৃষ্টির উল্লাসে জাগিয়ে তুলে। রাশিদা আকতার তার কাব্যে ও গীতি রচনায় এমন ভালোবাসা ও প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন।

২১ অক্টোবর শনিবার নিউইয়র্কের কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে রশিদা আকতারের তিনটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেছেন বিশিষ্টজন। আলাপে আবৃত্তিতে সাজানো ছিল এ অনুষ্ঠান। গীতিকবি রাশিদা আকতারের প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ হচ্ছে 'অতল সুরের সন্ধানে', 'হৃদয় ছুঁয়ে' এবং 'অগ্নি শপথ'। প্রকাশনা ও গ্রন্থালাপের আয়োজন করেছে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি এবং নিউইয়র্ক প্রথম আলো ফাউন্ডেশন।

আলোচনার শুরুতেই সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন কুইন্স লাইব্রেরির প্রোগ্রাম ম্যানেজার জন রিনে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন লাইব্রেরির কোর্ডিনেটর সেলিনা শারমিন। জন রিনে তার বক্তৃতায় বাংলা ভাষার লেখক রশিদা আকতারকে নিয়ে অনুষ্ঠান করতে পারাকে নিজেদের কর্মসূচির অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। কুইন্সের ৬৫টি এলাকায় লাইব্রেরি রয়েছে এবং এসব লাইব্রেরি সব সময় স্থানীয় লেখকদের সম্মান ও উৎসাহ দিয়ে আসছে বলে তিনি জানান।

সেলিনা শারমিন তার বক্তৃতায় বলেন কুইন্সের প্রতি দুই মাইলের ব্যবধানে একটি করে লাইব্রেরি রয়েছে। কুইন্স লাইব্রেরিতে বাংলা ভাষীদের জন্য বঙ্গবন্ধু কর্নার প্রতিষ্ঠা করার কথা জানান এবং রশিদা আকতারের গ্রন্থ নিয়ে অনুষ্ঠান করার প্রেক্ষাপট নিয়ে তিনি কথা বলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই কবি রশিদা আকতারের ছেলে হৃদয় অনির্বাণ খন্দকার বক্তৃতা করেন। অসুস্থতার জন্য তার মায়ের স্ব-শরীরে অনুপস্থিতির কথা জানান। বেশ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে রশিদা আকতার আমেরিকার বাইরে অবস্থান করলেও তার রেকর্ড করা বক্তৃতা শুনানো হয়। বক্তৃতায় রশিদা আকতার তার লেখক হয়ে উঠা এবং গ্রন্থ প্রকাশ নিয়ে নিজের জীবন সঙ্গী, ছেলে সহ নানাজনের সাহায্য সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে তুলে ধরেন। খন্দকার তার বক্তৃতায় উপস্থিতির জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং তাঁর মায়ের প্রতি সবার ভালোবাসায় নিজের আপ্লুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী তার বক্তৃতায় রশিদা আকতারের গ্রন্থ প্রকাশনা ও এ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করাকে নিজেদের দায় হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের একটি সময়ের দ্রোহ, ক্ষোভ, হতাশা ও প্রত্যাশার কথা উঠেছে রশিদা আকতারের বিভিন্ন কবিতায়।

গ্রন্থ তিনটি নিয়ে মূল আলোচনা করেন সাপ্তাহিক ঠিকানা সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান। তিনি বলেন, রশিদা আকতার কবিতা লিখার জন্যই কবিতা লিখেছেন, এমন নয়। গ্রন্থ তিনটি পাঠ করে তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে মানুষ ও দেশের প্রতি রশিদা আকতার নিজের প্রতিশ্রুতি থেকেই কাব্য রচনা করেছেন। নিগূঢ় ভাবনা ও এ নিয়ে উপাসনার প্রয়াস রয়েছে রশিদা আকতারের কাব্য তিনটি মধ্যে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাগর লোহানী তার আলোচনায় বলেছেন, রশিদা আকতার তার কাব্যে মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কথা বলেছেন। বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের কথা।

অধ্যাপিকা হুসনে আরা তার আলোচনায় কবি রশিদা আকতারের আশু রোগমুক্তি কামনা করেন।

কবি রাশিদা আকতারের কাব্য থেকে পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ নিয়েছেন ক্লারা রোজারিও, শুক্লা রায়, তাহরিনা পারভিন প্রীতি, রওশন হক, জলি রহমান প্রমুখ।

গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে চীন

উত্তর আমেরিকা অফিস

গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে চীন। যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করে শান্তি স্থাপনে সংলাপের উদ্যোগসহ ‘প্রয়োজনীয় সবকিছু’ করতে প্রস্তুত চীন। মধ্যপ্রাচ্যে চীনের বিশেষ দূতের বরাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

কূটনীতিক ঝাই জুন বর্তমানে সংঘর্ষে জর্জরিত গাজায় অবস্থান করছেন। ২৩ অক্টোবর সোমবার রাষ্ট্রায়ত্ত চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি গাজার পরিস্থিতিকে ‘অত্যন্ত গুরুতর’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেছেন, প্রতিবেশী দেশগুলোতে বড় আকারে স্থল সংঘাত ও সশস্ত্র সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাটি বেশ উদ্বেগজনক। এর আগে ২২ অক্টোবর রোববার কায়রোর শান্তি সম্মেলনে অংশ নেন ঝাই। সম্মেলনে তিনি বলেন, চীন আন্তর্জাতিক মহলের সকল পক্ষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে দুই সপ্তাহ ধরে চলা যুদ্ধের পর আয়োজিত এ সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ’এই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের অবসানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার’ আহ্বান জানান।

গত ৭ অক্টোবর সকালে ইসরায়েলে হামলা করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। তারা মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে ইসরায়েলের দিকে ৫ হাজার ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। একই সঙ্গে স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে দেশটিতে ঢুকে পড়েন হামাস যোদ্ধারা। হামলা ও পালটা হামলায় এরমধ্যেই পাঁচ হাজারের বেশী মানুষের মৃত্যু হয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দফায় দফায় গাজায় বিমান ও স্থল, এমনকি নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৪৬৫১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতি অনুসারে, কায়রোর বৈঠকে ঝাই ‘অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লড়াই শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন’।

ঝাই বলেন, চীনের বিশ্বাস যে বল সমস্যার সমাধানের উপায় নয় এবং সহিংসতার জবাবে সহিংসতা কেবল প্রতিশোধের দুষ্টচক্রের দিকে পরিচালিত করবে।

ঈদে মিলাদুন্নবী অর্গানাইজিং কমিটির উদ্যোগে পবিত্র মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জন্ম মোবারককে কেন্দ্র করে ‘ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকা’র উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এবারো পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান আয়োজন করেছিল ১৫ অক্টোবর রোববার। উল্লেখ্য, ২০১৪ সাল থেকে এই মাহফিল উদ্যাপিত হয়ে আসছে।

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টার ও রেস্টুরেন্টে রোববার বাদ আছর থেকে শুরু হয় ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) মাহফিল ও মেজবান (নৈশভোজ) আয়োজন।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন আওলাদে রাসুল (সাঃ) ও বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা ড. সাইয়িদ এরশাদ আহম্মেদ আল বোখারী।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেবিবিএ’র কোষাধ্যক্ষ, কর্ণফুলি ট্রাভেলসের স্বত্তাধিকারী ও ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকার সদস্য সচিব মোহাম্মদ সেলিম (হারুন) ও কনভেনার আলী আকবর বাপ্পী। মিলাদ মাহফিলে আল-কোরআন একাডেমির কয়েকজন নতুন হাফেজ ও শিশু শিক্ষার্থীরা নাত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যক রাসুল প্রেমিক মুসুল্লীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। সকলেই অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা শুনেছেন এবং আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করেন।

ড. সাইয়িদ এরশাদ আহম্মেদ আল বোখারি মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবকল্যাণে ব্রতী হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। তিনি আরো বলেন,মহানবী (সাঃ)-এর সুমহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। মহানবীর আদর্শ অনুসরণে মুসলমানদের কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ নানাম,খী সমস্যায় মহানবীর শিক্ষা ও ইবাদত বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

পরিশেষে ‘ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকা’র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়েই এই মাহফিলের সমাপ্তি ঘটে।

অনুষ্ঠানে পর্দা সহকারে বিপুল সংখ্যক মহিলারাও যোগদান করেন।

এদিকে, জ্যাকসন হাইটসের কর্ণফুলি ট্রাভেলসপর কার্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকা’র কর্মকর্তা ও সম্মানীত আলেমদের নিয়ে এদিন দুপুরে সংক্ষিপ্ত দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে সকলকে দুপুরের খাবারে আপ্যায়িত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মতভেদ দূর করতে সহযোগিতায় প্রস্তুত চীন: সি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সি চিন পিং

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার মতভেদ দূর করতে ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একযোগে কাজ করতে প্রস্তুত বেইজিং। মঙ্গলবার রাতে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে কাজ করা নিউইয়র্কভিত্তিক থিংক ট্যাংক কমিটি অন ইউনাইটেড স্টেটস-চায়না রিলেশনসের নৈশভোজে পাঠানো এক চিঠিতে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এ কথা জানান।

চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যমগুলোর বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। কমিটি অন ইউনাইটেড স্টেটস-চায়না রিলেশনসের বাৎসরিক নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কে। চিঠিতে সি চিন পিং বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দুই দেশের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে কি পারবে না তার ওপর নির্ভর করবে বিশ্বের অনেক কিছুই।’ চিঠিকে সি দুই দেশের মধ্যে স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি জোর দেন। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উভয়ের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয় এমন সুযোগ তৈরি করার মূলনীতির ভিত্তিতে।

সি’র এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল যখন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই ওয়াশিংটনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আগামী নভেম্বরে সি চিন পিং ও জো বাইডেনের মধ্যে একটি বৈঠক আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই আগামীকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র পৌঁছাবেন। সেখানে তিনি আগামী শনিবার পর্যন্ত অবস্থান করবেন।

হামাসকে ‘নির্দয়ভাবে’ দমনে জোট ব্যবহার করতে চান মাখোঁ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে নির্দয়ভাবে দমন করতে আন্তর্জাতিক সামরিক জোট ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ। ইসরায়েল সফরে গিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট প্রস্তাব করেন, ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটস নামে উগ্রবাদী গোষ্ঠী দমনে যে আন্তর্জাতিক সামরিক জোট কাজ করছে, তাদের হামাসকে দমনেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার ইসরায়েল সফরে যান ফরাসি প্রেসিডেন্ট। সেখানে তিনি ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ ও প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ফরাসি প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক সামরিক জোট ব্যবহারের প্রস্তাব দেন।

গাজার সমর্থনে গ্রেটা থুনবার্গ, ইসরায়েলের তীব্র প্রতিক্রিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধে ফিলিস্তিনের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন সুইডেনের পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। গত শুক্রবার সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এক্সে (সাবেক টুইটার) ছবি পোস্ট করে তিনি এই সমর্থন জানান। জবাবে কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইসরায়েল। হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয় এ খবর।

গত শুক্রবার সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি ছবি পোস্ট করেন গ্রেটা থুনবার্গ। আরও তিন নারীর সঙ্গে এই ছবিতে সবার হাতেই ছিল প্ল্যাকার্ড। সেখানে ফিলিস্তিন ও গাজার প্রতি সমর্থন এবং পরিবেশবাদী বার্তা লেখা ছিল। পোস্টে গ্রেটা থুনবার্গ লেখেন, ‘আজ আমরা ফিলিস্তিন ও গাজার সঙ্গে সংহতি জানাচ্ছি। ফিলিস্তিনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত সব বেসামরিক নাগরিকের জন্য অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্বকে এখন কথা বলতে হবে।’

গ্রেটা থুনবার্গের এই পোস্টের প্রতিক্রিয়া বেশ শক্ত ভাষায় দিয়েছে ইসরায়েল। হামাসের হামলায় নিহত তিন

> গত শুক্রবার সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি ছবি পোস্ট করেন গ্রেটা থুনবার্গ। আরও তিন নারীর সঙ্গে এই ছবিতে সবার হাতেই ছিল প্ল্যাকার্ড।

ব্যক্তির ছবি পোস্ট করে ২০ বছর বয়সী পরিবেশকর্মীর উদ্দেশে ইসরায়েলের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে বলা হয়, ‘হামাস যে রকেট দিয়ে নিরীহ ইসরায়েলিদের হত্যা করেছে, সেই রকেট পরিবেশের জন্য কোনো টেকসই উপাদান ব্যবহার করে তৈরি হয়নি। আপনার বন্ধুও হামাসের ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হতে পারেন। তাদের নিয়েও কথা বলুন।’

এর আগেও মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করা ছবির কারণে সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন গ্রেটা থুনবার্গ। তাঁর পোস্ট করা একটি ছবিতে ছিল নীল অক্টোপাস, যাকে ইহুদিবিরোধী প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কার্টুনিস্টরা প্রায়ই বিশ্বব্যাপী ইহুদিদের ষড়যন্ত্রকে তুলে ধরতে এই অক্টোপাস ব্যবহার করেন। জার্মান নাৎসিরা সর্বপ্রথম ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে এই ছবি ব্যবহার করে। সমালোচনার মুখে কয়েক ঘণ্টা পর সেই পোস্টটি তখন মুছে ফেলেন গ্রেটা থুনবার্গ। এরপর তিনি ক্রপ করা একটি ছবি শেয়ার করেন।

গত ৭ অক্টোবর সকালে ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা শুরু করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। তারা মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে ইসরায়েলের দিকে ৫ হাজার ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। একই সঙ্গে স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে দেশটিতে ঢুকে পড়েন হামাস যোদ্ধারা। হামাসের হামলায় ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি ইসরায়েলি নিহত হয়েছে। এখনো অনেকে হামাসের কাছে বন্দী আছে।

ইসরায়েলও এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করে হামাসের বিরুদ্ধে। এর পর থেকেই দফায় দফায় গাজায় বিমান ও স্থল, এমনকি নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুসারে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৪ হাজার ৪৭৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে শায়েলা বেগমের রেস্টুরেন্ট

রাশিয়া খাতুন, যুক্তরাজ্য

রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা সংশ্লিষ্ট ক্বারি ইন্ড্রাস্ট্রিজ হলো যুক্তরাজ্যের বাঙালী কমিউনিটির মূল পেশা। কয়েক দশক ধরে কয়েক প্রজন্মের বসবাস হলেও এখনো এই ব্যবসায় সবচেয়ে সফল সেখানকার প্রবাসীরা। তবে অন্যান্য পেশায় যুক্ত থাকলেও মুলতঃ ক্বারী সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুলোতেই বাঙালীদের আগ্রহের কারণে এখনো অনেকেই রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সাথে যুক্ত হচ্ছেন। এ থেকে নারী উদ্যেক্তারাও পিছিয়ে নেই।

এরই ধারবাহিকতায় যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামের ষ্টার্চলী এলাকার ১৪৮০ নম্বর পেরশোয়ার রোডে উদ্বোধন করা হয়েছে চমন ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট এন্ড টেকওয়ে নামে নতুন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আর এই রেস্টুরেন্টের উদ্যোক্তা হলেন একজন বৃটিশ বাঙালী নারী শায়েলা বেগম। বাঙালী নারী হয়ে তিনি তার এই নতুন অভিযাত্রায় কমিউনিটির মানুষদের সহযোগিতা কামনা করেন।

শায়েলা বেগম বলেন, পুর্বসূরীদের ব্যবসাকে আরো সমৃদ্ধ করতে যুগের সাথে নানা পরিবর্তন রেখে তিনি ক্বারী

ব্যবসা শুরু করেছেন। কমিউনিটির নানাজনের উপস্থিতিতে চমন ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট এন্ড টেকওয়ের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

এসময় আগতরা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে শায়েলা বেগমের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইন্ডিয়ান ও বাংলাদেশী সুস্বাদু রান্নায় খুবই অভিজ্ঞ কয়েকজন শেফের দ্বারা পরিচালিত হওয়া চমন রেস্টুরেন্ট এন্ড টেকওয়ের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দুই সপ্তাহের জন্য ৩০ পারসেন্ট ছাড়ে বিশেষ অফার দেওয়া হয়েছে। গ্রাহকরাও বেশ আগ্রহ ভরে উপভোগ করছে চমন রেস্টুরেন্ট এন্ড টেকওয়ের খাবার। উল্লেখ্য রেস্টুরেন্ট ব্যাবসায় বার্মিংহামের প্রথম বাঙালী নারী উদ্যোক্তা হিসেবে শায়েলা বেগম রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরু করেছেন। তিনি এতে সফল হলে ভবিষ্যতে এই সেক্টরে অন্যান্যরাও উৎসাহী হয়ে উঠবেন আর এতে বাঙালীদের ক্বারী ব্যবসা আরো সমৃদ্ধ হবে বলে অভিজ্ঞজনরা মনে করেন।

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (October 27 - Novemeber 02, 2023) | Promo Code : PSP43

- SALE $3.99/LB — SIZE 6/8 — HILSHA
- SALE $7.99/LB — SIZE 10/12 — HILSHA
- SALE $1.79/LB — SIZE 2-3 KG — ROHU
- SALE $3.49/LB — GOLDEN POMPANO FROZEN
- SALE $4.99/LB — BEFF BONELESS
- SALE $3.99/LB — PRE-CUT — FROZEN GOAT
- SALE $2.49/LB — REGULAR WHOLE CHICKEN
- SALE $3.99/LB — COW FEET / TRIPE
- SALE $4.99/LB — LAMB CHOPS
- SALE $34.99/EA — 35 LB — LAXMI CANOLA OIL
- SALE $18.99/EA — 20 LB — KRISHOK BASMATI RICE
- SALE $9.99/EA — 10 LB — LAXMI EXTRA LONG GRAIN BASMATI RICE
- SALE $7.99/EA — 25 PCS — KAWAN PARATHA FAMILY PACK
- SALE $3.99/EA — 1 KG — MAGGI HOT & SWEET SAUCE
- SALE $11.99/EA — 32 OZ — INDIA'S NATURE GHEE
- SALE $7.49/EA — 900 G — TAPAL LOOSE TEA
- SALE $3.99/EA — 4 LB — LAXMI BESAN
- SALE 3/$5.00 — 15 OZ — GOYA CHICK PEAS
- SALE 3/$5.00 — 350 G — PARLE-G ROYAL COOKIES
- SALE 2/$6.00 — 1 LTR — RAJDHANI MUSTARD OIL

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Oct 20 - Nov 02, 2023) | Promo Code : PSP05

WE ACCEPT EBT CARDS — WE ACCEPT OTC CARDS

FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00

- SALE $7.49/LB — 1000-1200 — HILSHA CROWN BRAND
- SALE $2.49/LB — 3 KG — MRIGAL
- SALE $2.99/LB — BEEF WITH BONE SINA MIX
- SALE 79¢/LB — NO CUT NO CLEAN — CHICKEN QUARTER LEG
- SALE $2.49/LB — CHICKEN BREAST
- SALE 2/$14.00 — 3 KG — ROHU
- SALE $3.49/LB — GOLDEN POMFRET
- SALE $3.49/LB — CUB CUT — FROZEN REGULAR GOAT
- SALE $5.99/LB — FROZEN GOAT BACK LEG
- SALE $12.99/EA — 1 GALLON — OLIO VILLA POMACE OIL
- SALE $2.99/LB — TILAPIA FILLET
- SALE $5.99/EA — PER PACK — LOOSE BAILA CROWN BRAND
- SALE $33.99/EA — 50 LB — DELTA PARBOILED RICE
- SALE $18.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED RICE
- SALE $34.99/EA — 2.5 GAL — MAZOLA CORN OIL
- SALE $9.99/EA — 16/20 2LB BAG — SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA RAW SHRIMP
- SALE 3/$5.00 — 200 GM — SHAHAJALAL TRAY KESKI
- SALE $17.99/EA — 20 LB — SONARGAON PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $4.99/EA — 2000 GM — SHAHJALAL PARATHA
- SALE 3/$5.00 — 18 PK — EXTRA LARGE WHITE EGGS

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — Premium Supermarket

7TH WEEK LUCKY WINNERS OCT 14TH TO OCT 20TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
MR. SARKAR, J. MOHIUDDIN, HABIB	ASADUR KHAN, MAHABOOB AHMED, ZEOLIA PADILLA	MOHAMMAD HOSSAIN, MD ALAMGIR SIKDER, SHAMEEM	ABED HASAN, SHEIKH AHMED, DOUL	MD HASAN, TAJUL TALUKDER, SHAFALY
TEL: 347-657-8911	TEL: 347-658-0134	TEL: 347-658-4362	TEL: 347-626-8798	TEL: 347-658-0972

6TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE — ALAM, J. MOHIUDDIN, SAIF
BRONX — LOOKMAN MOHAMMED, MD SOHEL HASAN, SHAMIM
JACKSON HEIGHTS — BHUBON, RUMA ABEDIN, IQBAL IAQUAT
JAMAICA — MD MUKTAR ALI, RUNA, AMIT KUMAR BAUL
OZONE PARK — DELOWER, NOOR NOBI, SHAFEEK KALAMADEEN

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

SHOP TODAY AND BE A WINNER — ADI'S SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — ADI'S BRONX

FIRST WEEK LUCKY WINNERS SEP 1ST TO 7TH 2023: UTTAM SAMADDER | MD ZALHOZ KHAN | SIRAJ CHOWDHRY

3RD WEEK LUCKY WINNERS SEP 15TH TO 21ST 2023: MD. SHAMSUL HOQ | REZAUL HAQUE | SAH

SECOND WEEK LUCKY WINNERS SEP 8TH TO 14TH 2023: BAHARU SHAMIMI | FATHIMA METU | ABDHUS SALAM

4TH WEEK LUCKY WINNERS SEP 22TH TO 28TH 2023: MOHAMMAD JEWEL SIKDER | TANIA RAHMAN | ALAMIN

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY

HELP WANTED

MANAGER - SUPERMARKETS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
MANAGER – RESTUARANTS	(BRONX)	(3-4 years' work experience required)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARNT	(All Locations)	(5 years' work experience required)

Very Attractive Salary and Incentives waiting for the right candidate
email your resume to HR@PremiumGroupNYC.com
or Call 718-679-9983 for details.

আবশ্যক

ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(ব্রঙ্কস)	(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ	(সকল অবস্থানসমূহে)	(৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)

অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।
আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

In
JAMAICA MULTIPLEX
২৭ অক্টোবর
BIOSKOPE FILMS
USA DISTRIBUTIONS
১৯৭১
সেই সব দিন
JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS SHOWTIMES:
FRI 10/27/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM 9:50 PM
SAT 10/28/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM 9:50 PM
SUN 10/29/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM
MON 10/30/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM
TUES 10/31/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM
WED 11/01/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM
THU 11/02/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM
A FILM BY HRIDI HUQ
bongo
Galaxy

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN
EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

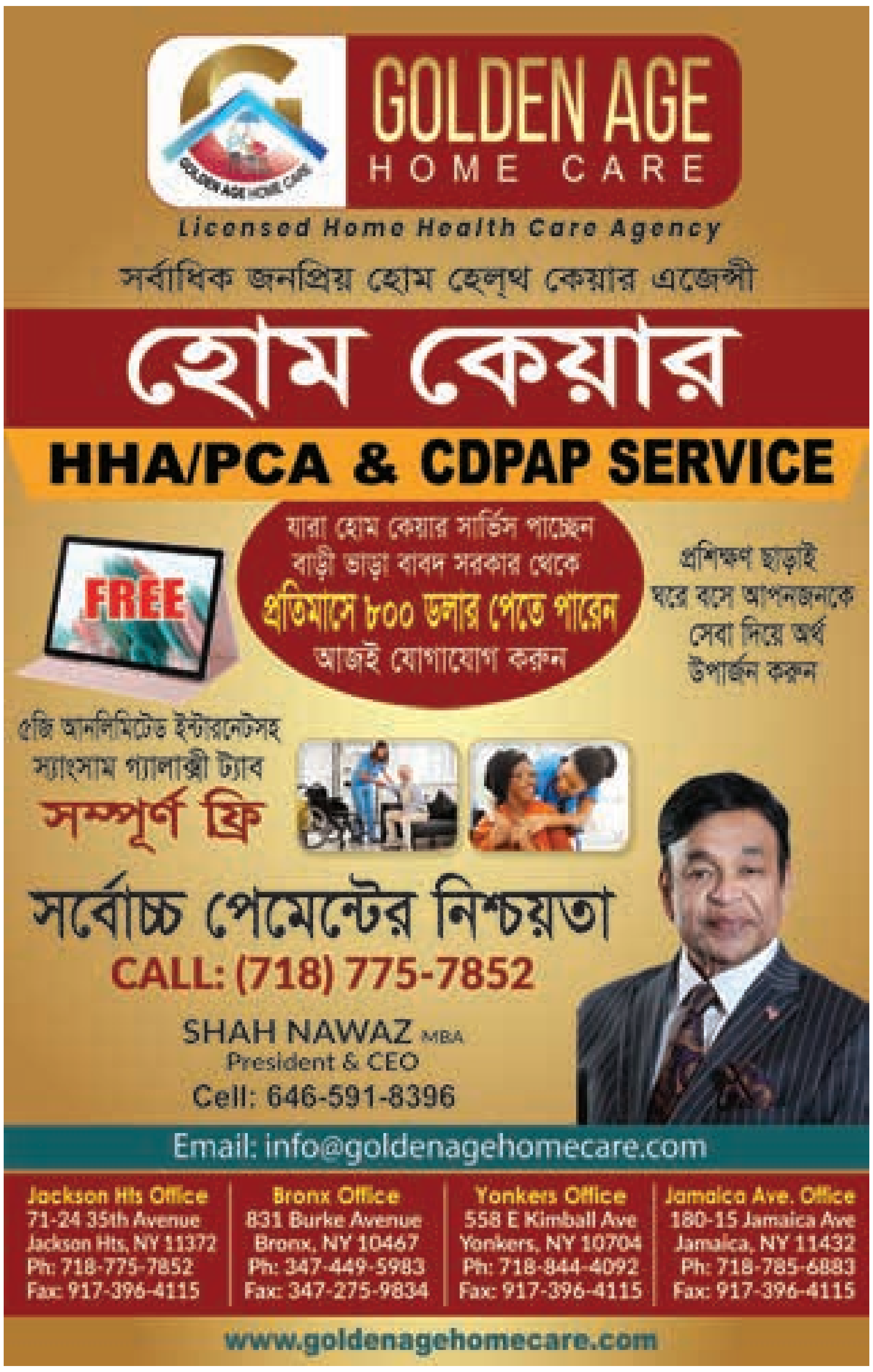
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
FREE
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

২৭ অক্টোবর মিশিগানে মিউজিক ফেস্ট, আসছেন একঝাঁক তারকা!

পার্থ সারথী দেব

মিশিগান মাতাতে আসছেন এসময়ের জনপ্রিয় একঝাক তারকা শিল্পী। গায়ক ও অভিনেতা তাহসান রহমান খান, বাংলাদেশি-অ্যামেরিকান মোজা, জনপ্রিয় ব্যান্ডদল শূন্য ও ব্ল্যাক। এছাড়া পারফর্ম করবেন তানভি, আরমান, দীবয়, হিমেল, মিশিগানের পপুলার ব্যান্ডদল ইক্কি গা এবং টেন এন্ড হাফ মাইলস-এর শিল্পীরা। ২০ অক্টোবর শুক্রবার ওয়ারেনের আড্ডা রেস্টুরেন্টে এ উপলক্ষ্যে আয়োজক সংগঠন বিয়ার ইভেন্ট এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে জানানো হয়, বাংলাদেশ মিউজিক ফেস্ট নামে এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের সাড়া জাগানো ব্যান্ডদল ও তারকা ছাড়াও স্হানীয় নামী ব্যান্ডদল এতে অংশগ্রহন করবে। অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ১৫ জন সংঙ্গীত তারকা। আগামী ২৭ অক্টোবর শুক্রবাব ওয়ারেন কমিউনিটি সেন্টার ৫৪৬০ আরডেন এ্যাভিনুতে এই ইভেন্ট সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রবেশ ফি সাধারণ ৫০ ডলার এবং ভিআইপি ১০০ ডলার।টিকিট পাওয়া যাবে- ওয়ারেন সিটির আড্ডা রেস্টুরেন্ট, আল শাহী প্যালেস, তাসমিন ফ্যাশন এবং স্বপ্ন সুপার মার্কেট হ্যামট্রামিক সিটিতে। হলের ধারণ ক্ষমতা প্রায় সাড়ে পাঁচশো। আয়োজনে মিশিগান বাংলাদেশ কমিউনিটি। সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকদের মধ্যে

> বাংলাদেশ মিউজিক ফেস্ট নামে এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের সাড়া জাগানো ব্যান্ডদল ও তারকা ছাড়াও স্হানীয় নামী ব্যান্ডদল এতে অংশগ্রহন করবে।

মঈনউদ্দিন,ফয়জুর, রসি মীর, রুস্মান আহমেদ স্বাগত, হোস্ট শারমিন তানিম,লুবনা রহমান, মুন্নি রহমান, কার্নিজ ফারিহা প্রমুখ উপস্হিত ছিলেন।অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর নাসির সবুজ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেছেন স্হানীয় বেশকিছু ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান। একটি ব্যাবসায়িক অনুষ্ঠানের আয়োজনে কেন বাংলাদেশি কমিউনিটির নাম ব্যবহার করা হয়েছে সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নে উদ্যোক্তারা বলেন, তারা এতটা চিন্তা ভাবনা করে তা করেননি। তারা এই কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত আছেন তাই এ দাবী থেকেই বাংলাদেশি কমিউনিটির নামটি ব্যবহার হয়েছে। তারা সাংবাদিকদের অন্যান্য প্রশ্নেরও উত্তর দেন। অনুষ্ঠানের বাজেট ৫০ হাজার ডলার বলে উদ্যোক্তারা জানান। উদ্যোক্তাদের মিশিগানে এটি প্রথম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি সফল ও সার্থক করে তুলতে আয়োজকরা সকলের সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছেন।

ভারত থেকে ৪১ কূটনীতিক প্রত্যাহার করল কানাডা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কানাডা ৪১ জন কূটনীতিককে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে নিয়েছে । দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানিয়ে জোলি বলেছেন, ১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ৪১ জন কানাডীয় কূটনীতিককে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কূটনীতিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত সবাইকে ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ৪১ জন কূটনৈতিক চলে এলেও বাকি ২১ জন ভারতে কানাডা হাইকমিশনে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, কোনো দেশের কূটনীতিকদের ওপর থেকে ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি সরিয়ে নেওয়া আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। তবে কানাডা ভারতের ওপর কোনো পাল্টা পদক্ষেপ নেবে না।

চলতি মাসের শুরুর দিকে দিল্লি জানিয়েছিল, আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে কানাডীয় কূটনীতিকদের ফিরিয়ে না নিলে তাদের কূটনৈতিক অনাক্রম্যতা (ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি) বাতিল করা হবে। ভারতের ওই হুমকির কয়েক দিনের মধ্যেই কানাডা বেশ কয়েকজন কূটনীতিককে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সরিয়ে নেয়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ তুলেছিলেন, শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যায় ভারত সরকার জড়িত থাকতে পারে।

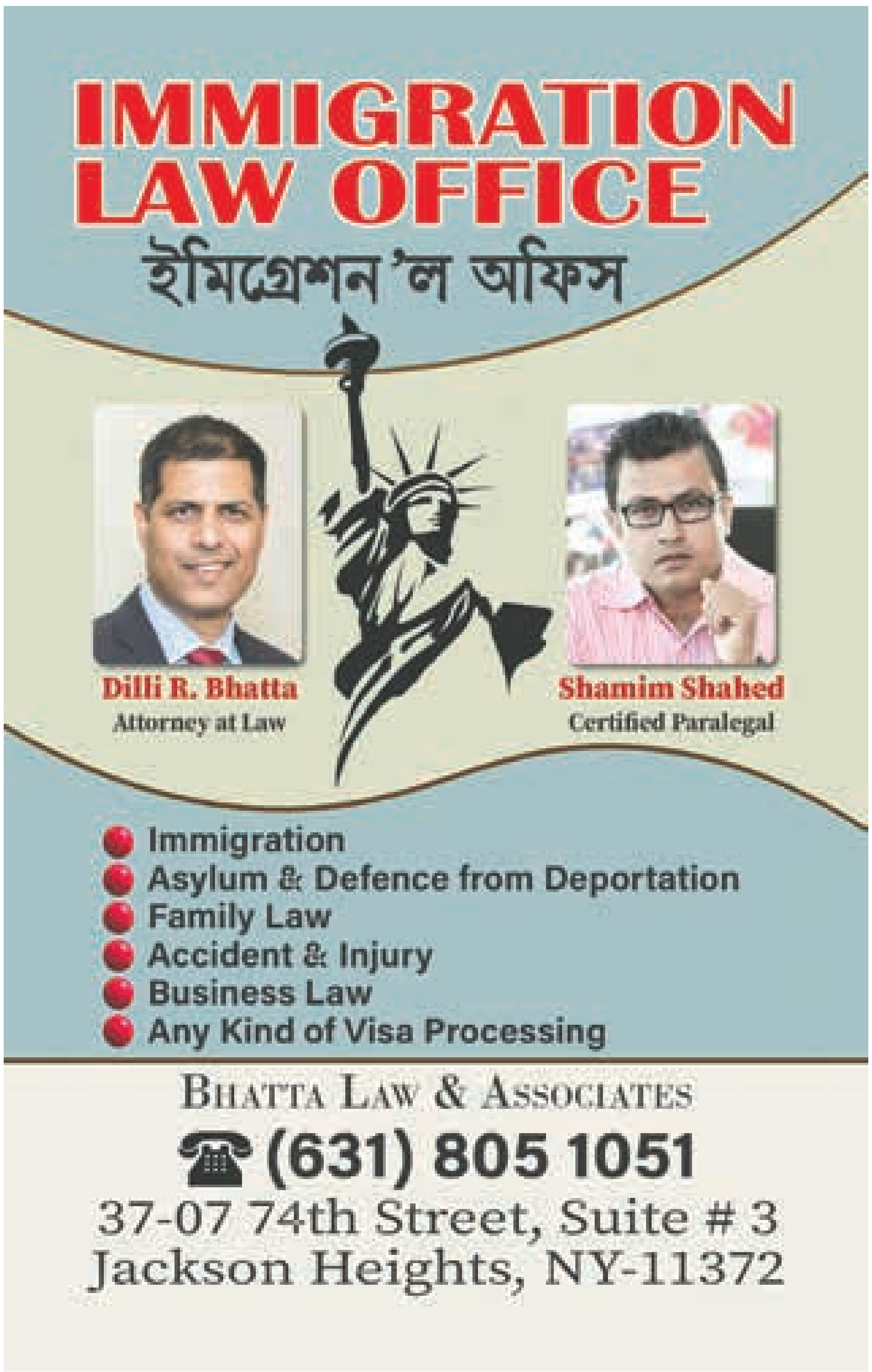

স্বর্ণ কেনার হিড়িক হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে

দাম ২০০০ ডলার ছাড়াল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ। এর মধ্যে নিরাপদ বিনিয়োগের খোঁজে স্বর্ণের চাহিদা বেড়েছে। বিশ্ববাজারে এক আউন্স সোনার দাম ২০ অক্টোবর শুক্রবার দুই হাজার ডলার ছাড়িয়েছে। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহের পর দাম কোনো দিনই দুই হাজার ডলার ছাড়ায়নি বলে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

ডাউ জোনসের তথ্য অনুসারে, ২০ অক্টোবর শুক্রবার দিন শেষে কমেক্স প্ল্যাটফর্মে ডিসেম্বরে সরবরাহের জন্য স্বর্ণের দাম আউন্সপ্রতি ২০ ডলার ৬০ সেন্ট বা ১ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে সর্বোচ্চ ২০০৯ ডলার ২০ সেন্টে ওঠে। তবে দিন শেষে তা কিছুটা কমে ১ হাজার ৯৯৪ ডলার ৪০ সেন্টে স্থির হয়।

৩১ জুলাইয়ের পর দিনের লেনদেনে স্বর্ণের দাম কখনোই দুই হাজার ডলার ছাড়ায়নি এবং এই দামে স্বর্ণ বেচাকেনা নিষ্পত্তি হয়নি। সবচেয়ে বাজার চলতি স্বর্ণের দাম এই সপ্তাহে বেড়েছে ২ দশমিক ৭ শতাংশ।

সিটি ইনডেক্স ও ফরেক্স ডটকমের বাজার বিশ্লেষক ফাওয়াদ রাযাকজাদা বলছেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে গত দুই সপ্তাহে নিরাপদ বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণের চাহিদা বাড়ার কারণে মূলত স্বর্ণের দাম বেড়েছে।'

সুইজারল্যান্ডের মূল্যবান ধাতু পরিশোধনকারী ও ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান এমকেএস প্যাম্পের মেটাল স্ট্র্যাটেজিস্ট নিকি শিয়েলস বলেন, ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি বাঁচিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফার চাহিদা স্বর্ণের দাম বাড়িয়েছে।

তবে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রের বন্ডের ওপর প্রভাব ফেলেছে। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের পর থেকে বন্ড চাপে আছে। মূল্যস্ফীতির কারণে এ থেকে তেমন লাভ করা যাচ্ছে না। সাধারণত বন্ড থেকে বেশি লাভ হলে স্বর্ণের প্রতি চাহিদা কমে যায়।

রাযাকজাদা বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমিত হলে স্বর্ণের দাম আবার কমতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি বড় নিয়ামক হতে পারে।

তিনি বলেন, 'কাজেই স্বর্ণের দাম নিচে নামতে খুব বেশি কিছু লাগবে না। কিন্তু আপাতত, যেভাবে দাম বাড়ছে তাতে এর পেছনে যে পাগলা ঘোড়ার গতি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যবসায়ী হিসেবে, আমাদের অবশ্যই পরিস্থিতিকে স্বীকার করে স্থিতিশীল বাজারের সন্ধানের আগে এই ধারা পাল্টানোর প্রধান ধরনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

এদিকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক না থাকলেও দেশের বাজারেও স্বর্ণের দাম ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। ১৬ অক্টোবর পাঁচ দিনের ব্যবধানে দাম আবারও বেড়েছে।

ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মানার আহ্বান

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন অনুসরণ করতে এবং নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখার আহ্বান জানিয়েছে কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। সেই সঙ্গে ইসরাইলের প্রতি জোরালো সমর্থন দিয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে দেশগুলো।

যৌথ বিবৃতিতে দেশগুলোর নেতারা বলেছেন, তারা মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি চান। ওই অঞ্চলে সহিংসতা নিরসনে প্রধান দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কথাও বলেছেন দেশগুলোর নেতারা। এই ছয় দেশ জিম্মি দুই মার্কিন নাগরিককে মুক্তি দেওয়ার হামাসের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। সব জিম্মিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে আহ্বানও জানিয়েছে দেশগুলো। গত রোববার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফোনালাপের উদ্যোগ নেন। ওই ফোনালাপে অংশ নেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ, জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

৫ হাজার ডলার জরিমানা গুনতে হবে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে

উত্তর আমেরিকা অফিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

আদালতের নির্দেশ অমান্য করে বিচারাধীন মামলা নিয়ে কথা বলেছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিচারকাজ চলমান থাকা অবস্থায় আইন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেওয়ায় জরিমানা গুনতে হবে এখন তাকে। ২০ অক্টোবর শুক্রবার নিউইয়র্কের একটি আদালত ট্রাম্পকে পাঁচ হাজার ডলার জরিমানা করেছেন। বিচারক ট্রাম্পকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এরপর একই কাজ করলে তাঁকে কারাগারে যেতে হতে পারে।

বিচারকাজ চলার সময় এ নিয়ে কোনো কিছু জনসমক্ষে প্রকাশ না করার ব্যাপারে আদালত আগেই আদেশ দিয়েছিলেন। গ্যাগ ওর্ডার নামে আদালতের নির্দেশনা লঙ্ঘন করেই ট্রাম্প এ নিয়ে তার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছিলেন।

নিউইয়র্কের আদালতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা চলছে। ৩ অক্টোবর বিচারক আর্থার এনগোরোনের প্রধান আইন কর্মকর্তার (প্রিন্সিপাল ল ক্লার্ক) বিরুদ্ধে অবমাননাকর বক্তব্য ট্রুথ সোশ্যাল নামের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন ট্রাম্প। বিষয়টি আদালতের নজরে এলে ওই পোস্ট সরিয়ে নিতে বলা হয়।

পোস্টটি সরিয়ে নেন ট্রাম্প। তবে গতকাল আদালত বলেন, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারের জন্য ট্রাম্প যে ওয়েবসাইট খুলেছেন, সেখানে ওই পোস্ট টানা ১৭ দিন ছিল। গত বৃহস্পতিবার আদালতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর ওয়েবসাইট থেকেও তা সরিয়ে ফেলা হয়।

বিচারক আর্থার এনগোরোন বলেন, যদিও ট্রাম্পের আইনজীবী আদালতে বলেছেন, এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে। তবে এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্প আদালতের আদেশ অমান্য করেছেন। আদেশে বিচারক আর্থার বলেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যে ট্রাম্পকে নিউইয়র্ক ল ইয়ার্স ফান্ড ফর ক্লায়েন্ট প্রোটেকশনে জরিমানার পাঁচ হাজার ডলার জমা দিতে হবে। ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত হোক, এই কাজ আর করা যাবে না। এমন কাজ আবার করলে কারাগারে যেতে হতে পারে।

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন বারাক ওবামা

ইসরায়েলকে সমর্থন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা

ইসরাইল ও প্যালেস্টাইনের চলমান সংঘাত নিয়ে দেয়া বিবৃতিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা ইসরায়েলের 'আত্মরক্ষার অধিকারের' প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা উপেক্ষা করার বিষয়ে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন।

২৩ অক্টোবর সোমবার মিডিয়ায় ওবামার বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে বাইডেন প্রশাসনের নেওয়া অবস্থানের বাইরে ওবামা তেমন কিছু বলেননি। তবে এতে কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিবৃতিতে বারাক ওবামা বলেছেন, 'এমনকি আমরা যদি ইসরায়েলকে সমর্থনও করি, এরপরও হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েল এই লড়াই কীভাবে সম্পন্ন করবে, সে ব্যাপারে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।' ওবামা আরও বলেন, 'এই সংঘাতকে চলতে দেওয়ার মানে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশাকে উপেক্ষা করা। গাজা হোক বা পশ্চিম তীর, সেটা অন্যায্য।' ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের কিছু মূল কারণও তুলে ধরেন ওবামা। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের পর থেকে ফিলিস্তিনিদের অব্যাহতভাবে বাস্তুচ্যুত হওয়া।

ইসরায়েল ২০১৪ সালে যখন অবরুদ্ধ গাজায় স্থল অভিযান চালায়, তখন ওবামা নিজেই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছিলেন। ওই সময় তিনি একইভাবে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়েছিলেন। অবশ্য একই সঙ্গে যুদ্ধবিরতিরও আহ্বান জানিয়েছিলেন। ওই সময় ওবামাকে পাশ কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভান্ডার থেকে ইসরায়েল অস্ত্র নিতে গেলে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয়।

ওবামা বলেছেন, এই অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহের দিকে বিশ্ব নিবিড়ভাবে নজর রাখছে। মানবিক ক্ষয়ক্ষতি উপেক্ষা করে, এমন যেকোনো ইসরায়েলি সামরিক কৌশল শেষ পর্যন্ত হিতে বিপরীত হতে পারে।' নাইন-ইলেভেনের হামলার প্রসঙ্গ টেনে ওয়াশিংটনের মতো একই ধরনের ভুল না করতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানান যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট। ওই ঘটনার পর একাধিক যুদ্ধে জড়িয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।

ওবামা বলেন, 'যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সময় আমেরিকা নিজেও মাঝেমধ্যে আমাদের সমুন্নত মূল্যবোধ থেকে ছিটকে পড়েছে। নাইন-ইলেভেনের পর আল-কায়েদার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে নেওয়া পদক্ষেপের সময় যুক্তরাষ্ট্র এমনকি আমাদের মিত্রদের উপদেশও কানে তুলতে আগ্রহী ছিল না।'

হামাসের প্রতি 'সহানুভূতিশীল'

জাতিসংঘ মহাসচিবের পদত্যাগ চায় ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আন্তোনিও গুতেরেস

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের প্রতি 'সহানুভূতিশীল' বলে অভিযোগ তুলেছে ইসরায়েল। এমনকি তাঁর পদত্যাগও চেয়েছে দেশটি। জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের স্থায়ী প্রতিনিধি গিলাদ এরদান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) শেয়ার করা এক ভিডিও পোস্টে এ দাবি করেছেন। রুশ সংবাদমাধ্যম আরটির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে বলেছিলেন, 'ইসরায়েলে হামাসের হামলাগুলো বিনা কারণে ঘটেনি বা শূন্য থেকে আসেনি।' এ সময় তিনি বলেন, ৫৬ বছর ধরে ফিলিস্তিনিরা একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ইসরায়েল।

গিলাদ এরদান বলেন, 'জাতিসংঘের মহাসচিব শিশু, নারী ও বয়স্কদের ওপর গণহত্যা চালানোদের জন্য যে বোঝাপড়া হাজির করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই, তিনি জাতিসংঘের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উপযুক্ত নন। আমি তাঁকে অবিলম্বে পদত্যাগ করার আহ্বান জানাই।'

এ সময় গিলাদ এরদান গুতেরেসকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'যারা ইসরায়েলের নাগরিক ও ইহুদি জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত সবচেয়ে ভয়ংকর নৃশংসতার জন্য সহানুভূতি দেখায়, সেই সব লোকের সঙ্গে আলোচনার কোনো যৌক্তিকতা নেই।' গিলাদ আরও বলেন, জাতিসংঘের মহাসচিব বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাঁকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। আজ আমি এখানে নিরাপত্তা পরিষদের দোরগোড়ায় হামাসের হামলা হতাহত ও অপহৃতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জাতিসংঘের মহাসচিবের পদত্যাগ দাবি করছি।'

গিলাদ এরদান তাঁর পোস্টে বলেন, 'তাঁর (গুতেরেস) বিবৃতি, "হামাসের আক্রমণ বিনা কারণে ঘটেনি"—মূলত সন্ত্রাসবাদ ও গণহত্যা সম্পর্কিত তাঁর বোঝাপড়া প্রকাশ করে। কিন্তু এটা সত্যিই অকল্পনীয়, সত্যিই দুঃখজনক যে হলোকাস্টের পরে সৃষ্ট একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান এ ধরনের ভয়ংকর দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। এটি খুবই মর্মান্তিক।'

গুতেরেসকে ইঙ্গিত করে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, 'জাতিসংঘের একজন মহাসচিব যিনি আমাদের ওপর সংঘটিত ভয়াবহ গণহত্যার ন্যায্যতা খুঁজছেন, তিনি কোনোভাবেই তাঁর পদে থাকতে পারবেন না।

এখন থেকে যত দিন তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন তার প্রতিটি দিন হবে জাতিসংঘের জন্য অসম্মানজনক এবং এটি প্রতিদিন প্রমাণ করবে যে, জাতিসংঘের টিকে থাকার কোনো অধিকার প্রকৃতপক্ষে নেই!'

বাফা'র শরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

৫ অক্টোবর প্রথমবারের মতো শরৎ উৎসব আয়োজন করছে বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস (বাফা) । ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যামাইকার আর্ট সেন্টারে আয়োজিত এই উৎসবে বাফা'র শিল্পীরা অংশ নেন। উল্লেখ্য, বাফা এখন জ্যামাইকায় নতুন শাখা খুলেছে। এই শাখার শিক্ষার্থীদের নিয়েই শরৎ উৎসব আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের নাচ, গান, আর কবিতায় ফুটে উঠে বাংলাদেশের শরৎকাল। ঘরোয়াভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আর অভিভাবকরা।

ভারতের বিশিষ্ট তবলা বাদক অভিজিৎ কান্ত এবং নিউইয়র্কের জনপ্রিয় পার্কাশনিস্ট শহীদুল ইসলামের অনবদ্য তাল আর শিল্পীদের কাব্য নৃত্য গানে জমে উঠে শরৎকালীন উৎসব। অনুষ্ঠানের মূল পরিকল্পনা এবং সঙ্গীত নির্দেশকের দায়িত্বে ছিলেন তানভীর তমাল। হারমোনিয়াম, গীটার বাদন এবং নৃত্য নির্দেশনার ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক শম্পা রহমান, আফতাবুজ্জামান স্পন্দন এবং রাসেল আহমেদ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন গোলাম মোস্তফা। দলীয়ভাবে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ হয় শরৎ উৎসব।

অনুষ্ঠানে আগত অভিভাবকগণ প্রবাসে বাংলা ভাষা আর শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে বাফা অগ্রনী ভূমিকা পালন করছেন বলেও মন্তব্য করেন।

বাফা'র কর্মকতারা বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রসারের সাথে সাথে বাড়ছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। মূলত: আমেরিকায় বেড়ে উঠা বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা ভাষা আর শিল্প-সংস্কৃতি তুলে ধারাই বাফা'র কাজ। সেই লক্ষ্যেই জ্যামাইকা তথা কুইন্সে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাফা'র নতুন শাখা। সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস এন্ড লার্নিং-এ চলছে জ্যামাইকা শাখার ক্লাশ।

বাফা'র সভাপতি ফরিদা ইয়াসমীন জানান, বিগত ৭ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীদের এই শরৎ উৎসবেই ছিল প্রথম পার্ফরমেন্স। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানান এবং বাফা'র কর্মকান্ড এগিয়ে নিতে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়। ১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই "ফুড ব্যাংক" কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে।উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

থ্যাঙ্কসগিভিংসহ ছুটির দিনগুলোতে কস্টকো বন্ধ থাকবে

এইচ বি রিতা

ক্রিসমাস, নিউইয়ার, ইস্টার, লেভার ডে, ফোর্থ অফ জুলাইয, মেমোরিয়াল ডে এবং থ্যাঙ্কসগিভিং-এর দিনগুলোতে কস্টকো বন্ধ থাকবে। বিশেষ এই দিনগুলো সাধারণত রিটেইল ব্যবসায়ীদের জন্য বিশাল অর্থ উপার্জনের একটি সুযোগ। কিন্তু অনেকেই এইদিনগুলোতে কর্মীদের ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যেহেতু থ্যাঙ্কসগিভিং দিনটিতে কস্টকো বন্ধ থাকবে, তাই তারা ক্রেতাদেরকে পরামর্শ দিযেছে যেন সবাই নিজেদের চাহিদা মতো খাবারগুলো আগেই কিনে নেয়। কিংবা বিকল্প হিসাবে ক্রেতারা অন্যান্য খুচরা বিক্রেতাদের থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারবে।

শুধু কস্টকো-ই নয়, টার্গেট এবং ওয়ালমার্টও থ্যাঙ্কসগিভিং-এ দোকান বন্ধ করবে বলে জানিয়েছে। তবে টার্গেটের চিফ একজিকিউটর অফিসার ব্রায়ান কর্নেল বলেছেন, তিনি কর্মীদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া না পাওয়া পর্যন্ত থ্যাঙ্কসগিভিংডে-তে দোকান বন্ধ রাখার কথা ভাবছেন না। অন্যদিকে, এই মাসের শুরুতে, ওয়ালমার্ট ঘোষণা করেছে যে, তারা হাজার হাজার দোকান বন্ধ করবে যাতে কর্মীরা তাদের পরিবার বা বন্ধুদের সাথে ছুটির দিনটি উপভোগ করতে পারে।

প্রধান খুচরা বিক্রেতারা থ্যাঙ্কসগিভিং-এর দিনে ব্যবসা বন্ধ রাখলেও অন্যান্য সুপারমার্কেটগুলি খোলা থাকবে। আলবার্টসনের কিছু দোকান সকাল ৬টা থেকে মধ্যরাত ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। Food4Les এর অনেক লোকেশন সকাল ৬টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকবে। ক্রগার অল্প সময়ের জন্য খোলা থাকবে, ক্রেতারা সেখান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিও কিনতে পারেন। থ্যাঙ্কসগিভিং খাবারের জন্য অন্যান্য বড় সুপারমার্কেটগুলো, যেমন-H.E.B., Meijer, Sprouts, Stop & Shop, Wegmans, Hole Food-সেগুলোতেও ক্রেতারা খোঁজ নিতে পারেন।

ছুটির দিনগুলিতে দোকানগুলো সাধারণত অল্প সময়ের জন্যই খোলা থাকে। তাই ক্রেতাদের নিজ নিজ এলাকায় দোকানের সময়সীমা সম্পর্কে আগেই খোঁজ নেয়া দরকার।

খালেদা জিয়াকে পর্যবেক্ষণ করলেন মার্কিন চিকিৎসক দল

ঢাকা অফিস

দীর্ঘ ৭৮ দিন ধরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা রাতেই পর্যবেক্ষণ করলেন ঢাকায় আসা মার্কিন চিকিৎসক দল। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর লিভার সিরোসিস জটিলতার কারণে ফুসফুসে পানি জমা ও রক্তক্ষরণ বন্ধে 'টিপস' পদ্ধতি করা সম্ভব কি না—সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন জনস হপকিন্সের দুই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

বুধবার (২৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তারা ঢাকায় পৌঁছে গুলশানের ওয়েস্টিন হোটেলে ওঠেন। এরপর রাত পৌনে ১১টায় মার্কিন ওই দুই চিকিৎসক খালেদা জিয়াকে দেখতে বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে যান। মার্কিন অপর চিকিৎসক বুধবার রাত ২টায় ঢাকায় আসেন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে ফের পর্যালোচনা করবেন। এরপরই চিকিৎসকরা এই 'টিপসের' বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের এক সদস্য জানান, 'টিপস' চিকিৎসার একটি পদ্ধতি। বুকে পানি ও রক্তক্ষরণ বন্ধে এটা প্রয়োগ করা হয়। খালেদা জিয়ার এই চিকিৎসা ইমিডিয়েট দরকার। কিন্তু এই টিপস বাংলাদেশে হয় না।

বুধবার সন্ধ্যায় আসা দুই চিকিৎসক হলেন- জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. হামিদ আহমেদ আব্দুর রাব ও ডা. জেমস পিটার অ্যাডাম হ্যামিলটন।

তাদের মধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রফেসর হামিদ রাব জন হপকিন্সের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রামের পরিচালক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। আর সহযোগী অধ্যাপক জেমস পিটার হ্যামিলটন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোলোজি বিভাগের পরিচালক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।

ডা. ক্রিসটোস স্যাভাস জর্জিয়াডেস বুধবার দিবাগত রাত ২টায় ঢাকায় পৌঁছান। তিনি ইন্টারভেনশনাল অনকোলজি বিভাগের পরিচালক। তিনি রেডিওলোজি অ্যান্ড রেডিওলোজিকাল বিশেষজ্ঞ।

পিটার হাসের নৈশভোজ নিয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আলোচিত ২৮ শে অক্টোবর ছিল মুখ্য আলোচ্য।

তবে সমসাময়িক রাজনীতির অন্যান্য প্রসঙ্গও স্থান পায়। একটি সূত্র জানায়, ওই দিনকে ঘিরে রাজনীতিতে কি ঘটতে চলেছে? পরস্পরবিরোধী অবস্থানে থাকা রাজনীতিবিদদের কাছে পেয়ে তা জানা-বোঝার চেষ্টা করেছেন বিদেশি কূটনীতিকরা।

দায়িত্বশীল সূত্রে প্রাপ্ত অনুষ্ঠানের ছবি, ভিডিও চিত্র এবং ভোজে অংশগ্রহণকারী একাধিক ব্যক্তিত্বের ভাষ্য মতে, বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত সৈয়দ আলতাফ হোসেনের ওই আয়োজনে সঙ্গত কারণেই বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সরব উপস্থিতি ছিল। তবে সেখানে সরকারের প্রভাবশালী দু'জন মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির (সরকার দলীয়) একজন এমপিরও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিলো। ফলে অরাজনৈতিক আয়োজনটি ক্রমেই রাজনীতির আলাপে জমজমাট হয়ে ওঠে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস যে টেবিলে বসেছিলেন তাঁর ঠিক বামের আসনে বসে আহার গ্রহণ করেন সরকারের ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ, আর ঠিক ডানের আসনে ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল আউয়াল মিন্টু। প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকও বটে। গুরুত্বপূর্ণ অতিথি সম্বলিত ওই টেবিলে (ভূমিমন্ত্রীর পাশের আসনে বসে) আহার গ্রহণ করেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য সাবেক এমপি এম নাসের রহমান, বিএনপি নেতা সাবেক এমপি জি এম সিরাজ এবং বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এডভোকেট জয়নাল আবেদীনও ছিলেন পিটার হাসের টেবিলে। তবে দায়িত্বশীল একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ওই আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী একেএম মোজাম্মেল হক ও সরকার দলীয় সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক, ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম, প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী বিএনপি নেতা বরকত উল্লাহ বুলু, গণফোরাম (মন্টু) সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য প্রগতি লাইফ ইন্সুরেন্সের ডিরেক্টর তাবিথ আউয়াল, গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক মিলন, নির্বাহী কমিটির সদস্য মীর হেলাল প্রমুখ অংশ নিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা অবধি চলা ওই নৈশভোজে আমন্ত্রিত বিদেশি কূটনীতিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর দূতাবাসের ইউসুফ এম আশরাফ, শিলা পিল্লাই, মার্কিন দূতাবাসের চিফ পলিটিক্যাল কাউন্সিলর শ্রেয়ান সি. ফিজারল্ড প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২৮শে অক্টোবরকে ঘিরে ক'দিন ধরে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে দেশের রাজনীতি। এ উত্তাপে ঘি পড়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের জরুরি বৈঠকে। বিএনপির মহাসমাবেশকে টার্গেট করে সড়কে যানচলাচল বন্ধ বা কমিয়ে দেয়া হবে কি না? তা নিয়ে আলোচনার বিষয়ে পাল্টাপাল্টি বিবৃতি দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মার্কিন দূতাবাস। এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে মর্মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবির পর মার্কিন দূতাবাস সাফ জানিয়েছে সড়ক বন্ধ করা নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের কোনো কথা হয়নি। শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচির বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

সর্বশেষ তথ্য হচ্ছে ২৮ অক্টোবর রাজধানীর নয়াপল্টনে পূর্বঘোষিত মহাসমাবেশ সফল করতে সবরকম প্রস্তুতি রেখেছে বিএনপি। ক্ষমতাসীনদের হুঁশিয়ারি, মামলা-হামলা-ধরপাকড়সহ সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে মহাসমাবেশ সফল করার কথা বলছেন দলটির নেতারা। একই দিনে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে আওয়ামী লীগের জনসভা এবং মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সমাবেশ করার ঘোষণা রয়েছে জামায়াতে ইসলামীর। অবশ্য ২৮ শে অক্টোবর ঘিরে সজাগ রয়েছে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

ট্রাভেল সংগঠন

শেষ পৃষ্ঠার পর

খবরটি প্রকাশিত হলেও আটাব কর্মকর্তাদের তৎপরতা দেখা যায়নি। ট্রাভেল ব্যবসায়ি নাজমুল হুদা প্রতারণার মাধ্যমে কয়েক লাখ ডলার হাতিয়ে নিলেও একাধিক আটাব সদস্যদের তার সাথে উঠাবসা করতে দেখা গেছে।

সাংগঠনিক কার্যক্রম বিষয়ে আটাবের সভাপতি মাওলানা কে রহমান মাহমুদ এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমাদের মধ্যে ভাতৃত্ব বেড়েছে তবে আক্ষেপ করে বলেন, কিছু ব্যবসায়ি পত্রপত্রিকায় রাউন্ড ট্রিপ ঢাকা-জেএফকে টিকিটের দাম ৫৯৯ ডলার দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এই দামে টিকিট বিক্রি করা কখনোই সম্ভব নয়। এতে করে আমরা গ্রাহদের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। এ রকম ভাবে ভাতৃত্ব হয়তো বেশীদিন থাকবেনা।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হারুন সাংগঠনিক তৎপরতা কমে যাওয়ার কথা অকপটে স্বীকার করেন। তবে শীঘ্রই মিটিং ডেকে করনীয় ঠিক করবেন এবং নতুন সদস্য সংগ্রহের কাজ শুরু করবেন।

কোষাধ্যক্ষ ওয়ার্ল্ড ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলের সিইও শামছুদ্দিন বশির জানান, আমাদের একাউন্টে সামান্য পরিমান অর্থ রয়েছে। তবে আমাদের সংগঠনের কোন ঋন নেই। একই সাথে তিনি সদস্যদের মধ্যে সোহার্দপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

এ দিকে আটাবের ৩৩ জন সদস্যর মধ্যে ৮ জন সদস্য ব্যবসা ভাল না হওয়ার কারণে বন্ধ করে চলে গেছেন বলে জানা গেছে। তাদের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। কয়েকজন সদস্য অভিযোগ করে বলেন, আটাবের বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও নতুন কমিটি গঠন করা হচ্ছেনা। তবে আটাবের একজন গুরুত্বপূর্ণ ইসি মেম্বার ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মেয়াদ আছে বলে দাবি করেন। নাম প্রকাশে অপর এক সদস্য জানান, আটাব যে উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে সে লক্ষ্য মাত্রার ৩০ ভাগও পূরণ হয়নি। তিনি আরো বলেন, কে কিভাবে তার নিজের ব্যবসা করবেন সে পলিসিতে অন্য ব্যবসায়ির নাক গলানো ঠিক নয়। এ ছাড়া দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তারা উদ্যোগী হলে এই সংগঠনটিকে একটি সুন্দর ও কার্যকরী সংগঠনে পরিণত করতে পারবেন বলে মন্তব্য করেন।

লালিবেলার প্রস্তর গির্জা

শেষ পৃষ্ঠার পর

মানুষ, কোনো রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই পাহাড়ি শিলা কেটে কেটে এ পর্যন্ত নির্মাণ করেছেন সাতটি গির্জা!

সন্ন্যাসী আবু গেব্রে মেসকেল তেসেমা ২০১০ সালে এই গির্জাগুলো নির্মাণ শুরু করেন। পরের বছর থেকে দুজন চার্চের ডিকন তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। তবে ধ্বংসস্তূপ ও ময়লা অপসারণ ছাড়া গির্জার নির্মাণকাজ একাই করেন তেসেমা। লালিবেলার ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি নির্জন পাহাড়ের ঢালে তেসেমা এবং তাঁর এই দুই সহকারী মিলে ১১টি গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন।

তেসেমা নির্মিত এই গির্জাগুলো দাগমাউই লালিবেলা বা দ্বিতীয় লালিবেলা হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ, দাগমাউই লালিবেলা নির্মাণের প্রায় ৮০০ বছর আগে পাথর কেটে নির্মিত হয়েছিল প্রথম লালিবেলা গির্জা। নতুন করে তৈরি লালিবেলার গির্জাগুলো আকারে মূলটির চেয়ে কিছুটা ছোট হলেও নির্মাণশৈলী অনেকটা আসলটির মতোই।

লালিবেলার নতুন ও পুরোনো উভয় গির্জার ভেতর-বাইরে অসাধারণ সব নকশা খোদাই করা আছে। পার্থক্য শুধু এই যে পুরোনো লালিবেলা গির্জাগুলো ওপর থেকে নিচের দিকে শিলা খোদাই করে নির্মাণ করা হয়েছিল আর খোদাইকরা দ্বিতীয় লালিবেলার নির্মাণ ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে।

কিংবদন্তি আছে, লালিবেলার বিস্ময়কর গির্জাগুলো তৈরি হয়েছিল দেবদূতদের সাহায্যে। বারো শতকের শেষের দিকে ইথিওপিয়ার রাজা লালিবেলা ঈশ্বরের নির্দেশে এই গির্জাগুলো নির্মাণ করেছিলেন। ক্রুসেডের যুদ্ধে ১১৮৭ সালে মুসলমানরা জেরুজালেম দখল করে নিলে রাজা জেরব মেসকেল লালিবেলা নিজের রাজধানীতে খ্রিষ্টানদের তীর্থস্থান হিসেবে ১১টি গির্জা নির্মাণ করান এবং নির্মাণ স্থানটিকে 'নতুন জেরুজালেম' বলে অভিহিত করেন। ১৯৭৮ সালে এ স্থানকে ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করেছে। আফ্রিকার অসাধারণ এই ঐতিহাসিক স্থান দেখতে সেখানে ভিড় করেন পর্যটকেরা।

শিলা কেটে গির্জাগুলো নির্মাণ করার দুটি সম্ভাব্য কারণ রয়েছে। প্রথমত, দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে মুসলিম আক্রমণকারীরা অসংখ্য গির্জা ধ্বংস করেছিল। তাই রাজা লালিবেলা শিলা কেটে ভেতরের দিকে খোদাই করে গির্জাগুলো নির্মাণ করেছিলেন, যাতে বাইরে থেকে সেগুলো খুব একটা দৃশ্যমান না হয়। দ্বিতীয়ত, এমনটা হতে পারে যে রাজা লালিবেলা বাইবেল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাইবেলে যিশুর জন্ম এবং সমাহিত হওয়ার স্থান হিসেবে গুহার কথা বলা আছে।

'নতুন জেরুজালেম' হিসেবে খ্যাত প্রথম লালিবেলার নির্মাণকাজেও ব্যবহৃত হয়েছিল কেবল হাতুড়ি ও ছেনির মতো যন্ত্রপাতি। গির্জার সিলিং তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে স্বল্প পরিমাণে কাঠ ও দড়ি। বর্গাকৃতির ও আয়তাকার এসব গির্জার ছিল না কাগজে আঁকা কোনো প্রাথমিক নকশা। তবু এই গির্জাগুলোর খোদাই এবং নকশা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। গির্জার সিলিংগুলোতে খোদাই করা আছে অসংখ্য হায়ারোগ্লিফ বা পবিত্র ধর্মীয় লিপি। এ ছাড়া গির্জার সিলিংগুলোতে খোদাই করা আছে বিভিন্ন আকৃতির ক্রুশ চিহ্ন, যার প্রতিটি খ্রিষ্টধর্মীয় ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। গির্জার ভেতরে রয়েছে দেয়ালের নকশার সঙ্গে মিল রেখে নকশা কাটা বেশ কয়েকটি কাঠের সিন্দুকও।

একটি অসাধারণ ব্যাপার হলো, প্রাথমিক কোনো নকশা ছাড়াই নির্মিত হওয়া প্রথম লালিবেলার গির্জাগুলোর দিকে তাকালে চোখে পড়ে নির্দিষ্ট অনেক কাঠামো। প্রথম লালিবেলার গির্জাগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত 'বিতে মেধানে আলেম'-এর এক কোণে তিনটি কবর রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে প্রতীকীভাবে ইব্রাহিম, ইসহাক ও জ্যাকবের কবরের প্রতিনিধিত্ব করে এগুলো। আরেকটি গির্জা 'বিতে মাসকাল'-এর দরজার ওপরে ১২টি খিলান রয়েছে, যা যিশুর ১২ জন শিষ্যকে বোঝায়। 'বিতে ডেনজেল' নামে আরেকটি গির্জা নির্মিত হয়েছিল চতুর্থ রোমান রাজা জুলিয়ানের নির্দেশে প্রাণ হারানো শহীদ নান বা সেবিকাদের স্মরণে।

প্রথম লালিবেলার গির্জাগুলো নির্মিত হয়েছে তিনটি ভাগে, যার প্রথমটি পার্থিব জেরুজালেমকে প্রতিনিধিত্ব করে, দ্বিতীয়টি স্বর্গীয় জেরুজালেমের আর তৃতীয় দলটি বিচ্ছিন্ন গির্জার সমষ্টি। বেশ কয়েকটি গির্জায় একটি থেকে অন্যটিতে যাওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল সুড়ঙ্গ।

বারো শতকের শেষ ও তেরো শতকের শুরুর দিকে নির্মিত লালিবেলার গির্জা ইথিওপিয়ানদের মেধা ও মননের সাক্ষ্য দেয় এখনো। প্রথম লালিবেলা গির্জা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ন্যাসী তেসেমা হাত দিয়েছিলেন দাগমাউই বা দ্বিতীয় লালিবেলা নির্মাণে। তবে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি দ্বিতীয় লালিবেলা নির্মাণে তেসেমার রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও। অনেকে মনে করেন, প্রথম লালিবেলা তৈরি করা হয়েছিল বিদেশিদের সাহায্যে। তেসেমা তাই একুশ শতকে এসে কেবল হাতুড়ি আর ছেনির সাহায্যে পাথর খোদাই করে গির্জা বানিয়ে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আট শতক আগে বিদেশিদের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না ইথিওপিয়ানদের। এ ছাড়া তিনি মনে করেন, ইথিওপিয়ার বর্তমান প্রজন্ম নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে ঝুঁকে পড়ছে পশ্চিমা সংস্কৃতির দিকে।

জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বিচ্ছেদ করেছি

শেষ পৃষ্ঠার পর

সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দ্যা উইক' অনুষ্ঠানের 'সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধি' পর্বটিতে উপস্থিত ছিলেন এ দুই অতিথি। মাহবুবুর রহমান, অ্যামেরিকান মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশান বোয়িং এর সিস্টেম এডমিন। শাবানা রহমান, সহকারী স্কুল শিক্ষক, স্পেশাল এডুকেশন, নিউইয়র্ক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এইচ বি রিতা।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সেপারেশন অ্যাংজাইটি- অর্থাৎ বিচ্ছেদের উদ্বেগ শিশুদের বিকাশের একটি স্বাভাবিক পর্যায়। অল্পবয়সী শিশুরা ক্ষণিকের জন্য হলেও সেপারেশন অ্যাংজাইটির সময়কাল অনুভব করে, তবে বেশিরভাগ শিশু প্রায় তিন বছর বয়সে এটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছু শিশুদের মধ্যে, সেপারেশন অ্যাংজাইটি আরও গুরুতর অবস্থার লক্ষণগুলিকে প্রতিফলিত করতে পারে, যা একপর্যায়ে সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার(SAD) বা বিচ্ছেদ উদ্বেগজনিত ব্যাধি নামে পরিচিত। এটি ১৮মাস বয়স কিংবা প্রি-স্কুল বয়স থেকে শুরু হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, একটি শিশু উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রবণতা উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারে। এটি বায়োলজিক্যাল এবং পরিবেশগত উভয় কারণেই ঘটে। মস্তিষ্কে ২টি রাসায়নিকের ভারসাম্যহীনতা যেমন, নোরপাইনফ্রাইন এবং সেরোটোনিন, এর পিছনে একটি ভূমিকা পালন করে। সেপারেশন অ্যাংজাইটি কখনও জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা বা নানা চাপের কারণেও শুরু হয়। বিশেষ করে, শিশুদের এই সেপারেশন অ্যাংজাইটি তার বাবা-মা সম্পর্কিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাবা-মা'কে হারানো বা দূরে সরে যাওয়া উদ্বেগের সাথে এটি সম্পর্কিত। তবে এটি অন্য কারো সাথে ঘনিষ্ঠতায়ও সম্পর্কিত হতে পারে, যেমন- পরিবারে কারো মৃত্যু, প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

শুরুতেই শৈশবের কোন ভীতিকর অভিজ্ঞতা আছে কিনা- তা নিয়ে মাহবুবুর রহমানের কাছে জানতে চান, এইচ বি রিতা। অভিজ্ঞতায় তিনি বলেন, "ছোটবেলায় আমার মা আমাকে 'আমি চলে যাব' বলে ভয় দেখাতেন যা আমার শিশুমনে গেঁথে ছিল অনেকদিন পর্যন্ত।"

একই প্রশ্নে শাবানা রহমান বলেন, "আমার তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবে বলব, প্রত্যেকটা সন্তান তাদের অভিভাবকদের অনুকরণ বা অনুসরণ করে থাকে। বাবা-মা'র কথা সন্তানদের কাছে বেদবাক্য, তাই সব বাবা-মা'কে অনেক বেশি সাবধান হতে হবে। বড়দের মতো বাচ্চাদেরও আলাদা ইমোশনাল লেভেল আছে। বাচ্চারা কোন কথায় কিভাবে রিয়াক্ট করবে, কোন কথা গ্রহণ করবে, কোনটা বিরূপ প্রভাব ফেলবে, সেটা অভিভাবককে ভাবতে হবে।"

শিশুর মধ্যে পরিবেশগত সেপারেশন অ্যাংজাইটি বৃদ্ধি নিয়ে মাহবুবুর রহমান বলেন, "পরিবেশ, অ্যাংজাইটি বৃদ্ধি করতে পারে। কারো ডিভোর্সের পর চারপাশের মানুষ কি বলছে, কি জিজ্ঞাসা করছে, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এগুলো শুধু শিশুদের মধ্যে নয় বয়স্কদের মধ্যেও অস্বস্তি, অ্যাংজাইটি বাড়াতে পারে। যদিও আমেরিকায় বিচ্ছেদের হার বেশি থাকায় এখানের বাচ্চারা ব্যাপারটাতে কিছুটা হলেও অভ্যস্ত। তবে, মনে কষ্ট পায় এমন কিছু বাচ্চাদের সামনে বলা বা করা উচিত না। ডিভোর্সের পর বাচ্চাদের মনে এমনিতেই বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন- তাদের মন খারাপ হওয়া, লেখাপড়ায় রেজাল্ট খারাপ করা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা। তারা অনেক সময় পরিবর্তনের সাথে খাপ হাওয়াতে পারে না, আচরণ বদলেযায়, অপরাধবোধে ভিতরে আসে। সেসময় মাদকের দিকে কিংবা আবেগপ্রবণ হয়ে আত্মহত্যার দিকেও ঝুঁকে পড়তে পারে কেউ। এ অবস্থায় বাচ্চাটির একটি সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ-খুব দরকার।"

আমাদের মৌখিক উপস্থাপনা সেপারেশন অ্যাংজাইটি বৃদ্ধির আরো একটি কারণ। যেমন- আমাদের ছোট বাচ্চারা খেতে না চাইলে বা কথা না শুনলে প্রায় সময় আমরা ভয় দেখিয়ে বলি, "তুমি কথা না শুনলে আমি কিন্তু চলে যাবো।" সন্তানের কাছ থেকে চলে যাওয়ার মিথ্যা ভয় দেখানো, একটা বাচ্চাকে সেপারেশন অ্যাংজাইটিতে ফেলতে পারে, যা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে আবার বয়সের সাথে ভয়ানক রোগে পরিণত হতে পারে। এই ব্যাপারে শাবানা রহমান বলেন, "বাচ্চাদের সাথে আমাদেরকে সব সময় সত্য কথা বলতে হবে। কোনভাবেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না। স্কুলে নতুন ক্লাশ শুরু হলে সব বাচ্চারা উদ্বিগ্ন থাকে। কোন বাচ্চা সময়ের সাথে দ্রুত মানিয়ে নেয়, আবার অনেক বাচ্চা ৩-৪ মাস যাবত কান্না করতে থাকে তাদের প্যারেন্টস আসবে তো নিতে, এই ভেবে। সেপারেটেড প্যারেন্টসদের জন্য বাচ্চাদের জীবনে সম্পৃক্ত থাকা আরো বেশি জরুরি। বাচ্চাদেরকে বোঝাতে হবে যে, সর্বাবস্থায় আমি তোমার নিরাপদ আশ্রয়। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।"

অনেক সময় আমরা মজা করে বাচ্চাদের বলে থাকি, "তোমাকে তো আমি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।" এই যে বাবা মায়ের মুখে কুড়িয়ে পাওয়ার কথাটা শোনা, এটা একটা বাচ্চাকে ভাবনায় ফেলতে পারে যে, "তবে কি তারা আমার আসল বাবা মা নয়? তবেকি তারা আমাকে কোনো এক সময় ছেড়ে চলে যাবে?" এই যে একটা শিশুর মনে আতঙ্ক তৈরি হওয়া, প্রশ্নের উদয় হওয়া, সেটাওতাকে সেপারেশন অ্যাংজাইটিতে ফেলতে পারে। এক্ষেত্রে বাবা মায়েদের

এসব অমূলক কথাগুলো উপেক্ষা করা উচিত বলে মনে করেন মাহবুবুর রহমান।

বাবা-মায়েদের মধ্যে অ্যাংজাইটিজনিত সমস্যা থাকলে, সেটা তাদের বাচ্চাদের মধ্যে বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি রাখে বলে মনে করেন মনোবিজ্ঞানীরা। অ্যাংজাইটি নিয়ে বাস করা একজন প্যারেন্ট এর সমস্যাটি কীভাবে তার সন্তানের মাঝে কম প্রভাব ফেলতে পারে, এ নিয়ে মাহবুবুর রহমান বলেন, "সবসময় সন্তানকে সঠিক এবং স্বাভাবিক পথ দেখানো উচিত। রাগ বা নিজের হতাশা, উদ্বেগ তাদের সামনে দেখানো যাবে না। তাদের সামনে শারীরিক সহিংসা প্রদর্শন করা যাবে না। বাচ্চাদের সাথে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে হবে। বাচ্চাকে অন্যের সাথে তুলনা করা যাবে না, তাতে তাদের মন সংকীর্ণ হবে। বাচ্চাদের ইতিবাচক কথা বলতে হবেযাতে তারা উৎসাহ পায়। বাচ্চাদেরকে শারীরিকভাবে বিভিন্ন খেলাধুলায় নিয়োজিত করতে হবে। বাচ্চারা এতে সুস্থ থাকবে এবংব্যস্ত থাকার কারণে তারা অনেক দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকবে।'

সেপারেশন অ্যাংজাইটির কিছু প্রাথমিক লক্ষণ তুলে ধরেন উপস্থাপিকা এইচ বি রিতা। Stanford medicine children's health- এর তথ্য মতে, সেপারেশন অ্যাংজাইটির কিছু লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে, একা ঘুমাতে না চাওয়া, বাবা মায়ের বিচ্ছেদের ঘটনায় বারবার দুঃস্বপ্ন দেখা, পরিবারে বিচ্ছেদ হলে আতঙ্কে থাকা, নিজ নিরাপত্তা নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া, পরিবার থেকে হারিয়ে যাওয়ার ভয় নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তায় পড়া, স্কুলে যেতে অস্বীকার করা, ভীত হওয়া এবং একা থাকতে অনিচ্ছুক হয়ে উঠা, ঘন ঘন পেটব্যথা, মাথাব্যথা বা অন্যান্য শারীরিক অভিযোগ, পেশী ব্যথা বা টান টান অনুভব, বাড়ি থেকেদূরে কোথাও যেতে না চাওয়া, বাড়িতে থাকলেও কাউকে খুব আঁকড়ে ধরে থাকা, বাবা-মা বা যত্নশীলদের কাছ থেকে দূরে থাকতে আতঙ্ক বা মেজাজ ক্ষুব্ধ হওয়া ..ইত্যাদি। তবে, এই লক্ষণগুলি অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার সাথেও জড়িত থাকতে পারে। তাই সন্তানের সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার আছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে বাবা-মা'কে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাহায্য নিতে হবে।

যদি কোন শিশুর সেপারেশন অ্যাংজাইটি তীব্র বা দীর্ঘায়িত বলে মনে হয় - বিশেষ করে যদি এটি স্কুল বা অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে বা প্যানিক অ্যাটাক ও অন্যান্য সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করে - তাহলে তার সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বলে ধরে নেয়া হয়। এবং এটা পরবর্তি ব্যক্তিজীবনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। লক্ষণগুলো ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।এই সঙ্কটগুলো এডাল্ট বয়সে সম্পর্ক স্থাপন বা সম্পর্ক ধরে রাখায় বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং ভাঙ্গনের সম্ভাবনা থাকে। এনিয়ে শাবানা রহমান বলেন, "বাচ্চাদেরকে সরাসরি 'না' বলা যাবে না। ইতিবাচক কথা বলা অভিভাবকদের শিখতে হবে। বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে বলতে হবে, "আমরা ভালো বন্ধু ছিলাম, এখন আমরা ভালো বন্ধু নই, কিন্তু আমরা সবসময়ই তোমার সাথে আছি। এই কথাগুলো আমাদের পুনরাবৃত্তি করতে হবে যেন তারা ভুলে না যায় যে, আমরা তাদের পাশে আছি। নিজেরদেরকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য বাচ্চাদের কাছে অন্য অভিভাবক সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা যাবে না। তাদের বোঝাতে হবে যে, একটা সম্পর্ক ভাঙ্গন মানে সব সম্পর্ক ভাঙ্গবে-বিষয়টা এমন নয়।'

শিশু থেকে শুরু করে সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার টিনএজার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও ঘটতে পারে। অনেক সময় এটা সম্পর্ক গড়া বা বিয়ের বিষয়টাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ নিয়ে মাহবুবুর রহমান বলেন, "আমাদের বিচ্ছিন্নতাই বাচ্চাদের উপর এমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই বিয়ের আগে কিছুদিন, দুইজনেরই মধ্যে একে অন্যের মন মানসিকতা যাচাই করেনিলে, বিচ্ছেদের সম্ভাবনা হয়তো কম থাকতে পারে, বিরোধ সৃষ্টি কম হতে পারে। এটা আমাদের সমস্যা, বাচ্চাদের নয়। সেজন্য বাচ্চাদের কাছে 'সরি' বলা দরকার। বাচ্চাদের প্রতি ইতিবাচক থাকতে হবে, খোলা আলোচনা

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা বিষয়ক অনুষ্ঠানটি শেষ হয় নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও আলোচনার মাধ্যমে। প্রতিমাসের তৃতীয় সপ্তাহে এমন পর্বগুলো 'টক অফ দ্য উইক' এর আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'টক অফ দ্য উইক' প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটের 37 Ave আপনা বাজারের কাছাকাছি একজন ছাত্রী/কর্মজীবি মহিলার কাছে রুম ভাড়া দেওয়া হবে।রান্নাঘর ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ : 347-237-3171

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

সম্পুর্ণ রেনোভেটেড একটি এক বেডরুমের বেইসমেন্ট এপার্টমেন্ট (১ টা বেডরুম, ১ টা লিভিং রুম, ১টা কিচেন, ১ টা ফুল বাথরুম) জ্যামাইকার ৯১ এভিনিউ আর ১৮৭ স্ট্রিটের কোনায় প্রাইভেট বাসার বেইসমেন্টে এখন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া মাসিক ১,২০০ ডলারস গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, হিট, ওয়াইফাই সহ। দয়া করে কল করুন সাঈদ : ৩৪৭-২৬১-৪০৬৭। ব্রোকার ফি নাই। মসজিদ, বাস, ট্রেন, সুপারমার্কেট, পাবলিক এবং ইসলামিক স্কুল বাসার নিকটে।

শিশু পার্ক ও খামার বিক্রয় হবে

রাজবাড়ী পাংশা-নাঙ্গলবাধ নির্মাণাধীন ব্রীজের সন্নিকটে শৈলকুপা রোডে ৪৮০ শতাংশ জমিসহ শিশু পার্ক (সরকারী অনুমোদিত) ধানের চাতাল, মাছের চাষ, নয়টি পুকুর, গরুর খামার, ৭০০ ফলাদি ও বনজ গাছসহ বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ: 516-814-1931 ঢাকা: +8801712371951

গ্যাস স্টেশন এবং কনভিয়েন্স স্টোর বিক্রয়

জরুরী ভিত্তিতে কানেকটিকাটে মনোরম এবং ব্যস্ত লোকেশনে দুইটি গ্যাস স্টেশন এবং কন-ভেনিয়েন্স স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন: 646-403-6818

ঘন কুয়াশায় দেড় শতাধিক গাড়ির সংঘর্ষ, নিহত ৭

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে ঘন কুয়াশার কারণে মহাসড়কে দেড় শতাধিক গাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত সাতজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অন্তত ২৫ জন। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। বার্তা সংস্থা এপির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

লুইজিয়ানা পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্থানীয় জলাভূমিতে আগুন লাগার ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া ও ঘন কুয়াশার মিশ্রণে একধরনের সুপারফগের সৃষ্টি হয়, যা চালকদের দৃষ্টিপথ মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল। ফলে সামনে দেখতে না পেয়ে মহাসড়কের বেশ কয়েকটি স্থানে ১৫৮টি গাড়ির সংঘর্ষ হয়।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, তারা ঘটনাস্থলগুলো থেকে অন্তত ২৫ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। লুইজিয়ানার গভর্নর জন এডওয়ার্ডস আহতের সেবায় রক্তদাতাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি নিহতদের জন্য প্রার্থনারও আহ্বান জানান।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ধ্বংসাবশেষের ভিডিওগুলো থেকে দেখা গেছে, ম্যানচাক নামক একটি এলাকার ব্যস্ত মহাসড়কের ওপর গাড়িগুলো ভাঙারির মতো পড়ে আছে। ভিড়িও থেকে আরও দেখা গেছে, অনেকগুলো গাড়ি স্রেফ পিষ্ট হয়ে গেছে, কিছু গাড়ি অপর গাড়ির নিচে চাপা পড়েছে এবং কিছু গাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। আবার অনেক গাড়ি দুর্ঘটনাস্থলে আটকে পড়েছে। সেগুলোতে আটকে পড়া ব্যক্তিরা সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছেন।

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১৪০ স্ট্রীট, ১৩০ এভিনিউর কর্নারে মনোরম পরিবেশে ২য় তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং/ ডাইনিং, কিচেন/ বাথরুমসহ পুরো ফ্লোর ভাড়া হবে অতিসত্বর। যোগাযোগ: 516-495-0341, 929-372- 0451.

বাসা ভাড়া

আপনি কি বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন? আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আমি আপনার বাসা অতিদ্রুত ভাড়া দিতে সাহায্য করবো। যোগাযোগ: জান্নাত রহমান (Realtor) 917-582- 2582.

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে
দুই- বেডরুম, এক- বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে। Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 to schedule a visit

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা পার্সন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেনের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের বড় বেডরুম নভেম্বর মাস হতে ভাড়া হবে। একজন মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রী যোগাযোগ করতে পারেন। 347-656-0360

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়াউডসাইডে সুন্দর ও মনোরম 1 পরিবেশে ৪৬ স্ট্রীট ৭ টেনের কাছে ১লা অক্টোবর হতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া a দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 718-808-2049, 718-808-3360.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড ৮৭ এভিনিউ এবং ১৫০ স্ট্রিটের ইন্টার সেকশনে সুন্দর পরিবেশে সেমি বেজমেন্টে ২ বেডরুম, ওপেন স্পেস, কিচেন ও ফুল বাথরুম সহ পহেলা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশ পথ, E ও F ট্রেন ও মসজিদ সন্নিকটে। ছোট পরিবার অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার যোগ্য। যোগাযোগ :929-321-3450

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার । 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে (109-47156 st) নতুন বাসায় ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-774- 6684 OR 570-8170-821

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউহাইড পার্ক, হি- লসাইডের সাথে সম্পূর্ণ নতুন. রিনোভেটেড এবং ফুল ফার্নিশড করা ১ বেড রুম, কুইন সাইজ বেড এবং বড় সাইজের লিভিং রুম, সাথে সিঙ্গেল বেড ফুল কিচেন ও বাথরুম আলাদা এন্ট্রেন্স, ফুল এসি ও হিটিং, কার পার্কিংসহ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন মেয়ের নিকট। যোগাযোগ: 929-474-4750

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৯ এভিনিউ এবং ২০৫ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে ১টি রুম ১জন অধূমপায়ী মুসলমান ব্যাচেলার ছেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ অতি কাছে। সাবওয়ে, বাস এবং গাড়ি পার্কিং এর আছে। 718-413-5088

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

২১০ স্ট্রীট এবং ১৩ এভিনিউ, কুইল ভিলেজ-এ নিরি- বিলি পরিবেশে ২ বেডরুমের ইট-ইন কিচেন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন রিনোভেটেড। যোগাযোগ: 917-617-1414.

বেসমেন্ট ভাড়া

১লা নভেম্বর থেকে জ্যামাইকা হলিসে ১০৪ এভিনিউ ও ১৮৮ স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ছোটো ২ ব্লকের মধ্যে Q3 বাস। ১৭৯ স্ট্রিটে F ট্রেন ৫ মিনিট । শুধু মাত্র ব্যাচেলার দের জন্য। যোগাযোগ: 929-712-2065/ 929-602-5404

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

183-42 Ar- cade Ave. Saint Albans, Q-83 and Q-3 Bus সংলগ্ন একটি ১ বেডরুম, কিচেন, ১ বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-421-9451, 516-430-3221.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

165 st and liberty ave, Jamaica. Close to Subway (7 min) and bus (1min) station. সম্পূর্ন নতুন 2 master বেডরুম এবং লিভিং রুম সাথে ডাইনিংয়ের জায়গা। Ready to move Contact: 929-485-5608.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার - মান্নান গ্রোসারী, টেলিপার্ক এবং এফ ট্রেনের সন্নিকটে দু রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। 347-259-2954,

বেসমেন্ট ভাড়া

২ বেডরুম, বড় লিভিং এবং কিচেন। সেমিবেসমেন্টে ফ্যামিলি আবশ্যক। নভেম্বর ১ তারিখ থেকে। হিলসাইড থেকে ৮/৯ ব্লক এবং কিউ- ৩ বাস বাসার সামনে। জ্যামাইকা Farmers Blvd. and 104 Ave. যোগাযোগঃ 917-582- 4293.

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

প্রফেসর পিতামাতার কন্যা, ডাক্তারি কমপ্লিট, রেসিডেন্সির করার অপেক্ষায় আছে, স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত, বনেদি পরিবারের (২৬-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি পাত্র চাই । +8801644971287
(WhatsApp + Viber) biyerk-hon@gmail.com

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। ৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার। যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ : এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines •Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE

NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE — NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

সংহতি জানাতে ইসরায়েলে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে চলমান সংঘাতে ইসরায়েলের প্রতি 'পূর্ণ সংহতি' জানাতে তেল আবিব সফরে গেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ। আজ মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে ইসরায়েলের বেন গুরিওন বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানা যায়, আজই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে দেখা করবেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। সফরে তিনি ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ এবং বিরোধী দলের মধ্যপন্থী নেতা বেনি গ্যান্টজ ও ইয়ার ল্যাপিদের সাথেও দেখা করবেন।

ইসরায়েলি হামলায় একদিনে নিহত ৪৩৬ ফিলিস্তিনিইসরায়েলি হামলায় একদিনে নিহত ৪৩৬ ফিলিস্তিনি

মাখোঁ এমন এক সময় এই সফরে গেলেন যখন দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে হামাস–ইসরায়েল সংঘাত চলছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের চালানো হামলায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হয়। এর মধ্যে অন্তত ৩০ জন ফ্রান্সের নাগরিকও ছিল। এরপর থেকে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

মাখোঁর এই সফরের উদ্দেশ্য হলো, ইসরায়েলের প্রতি ফ্রান্সের সংহতি প্রদর্শন, হামাসের হাতে বন্দী থাকা জিম্মিদের মুক্তিতে সহায়তা এবং বর্তমান সংঘাত আর বাড়তে না দেওয়া। মাখোঁর উপদেষ্টারা রয়টার্সকে এমনটা জানিয়েছেন। গত ৭ অক্টোবর হামাসের সঙ্গে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই ইসরায়েল সফর করেছেন একের পর এক পশ্চিমা নেতা।

বিশ্ব এখন মানবতা হারাচ্ছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

৭ অক্টোবর হামাসের ইসরায়েলে হামলার আগে প্রতিদিন ত্রাণ সাহায্য নিয়ে ৫০০ ট্রাক প্রবেশ করত গাজায়। জ্বালানিসহ অন্যান্য ত্রাণ পৌঁছে দিত ট্রাকগুলো। কিন্তু চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে এখন কী পরিমাণ সাহায্য দরকার এবং কী পরিমাণ সাহায্য পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেটি অস্পষ্ট বলে জানিয়েছেন ফিলিস্তিনে জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ'র প্রধান ফিলিপ্পে লাজারিনি। তবে গাজাবাসীর জন্য এখন অন্তত প্রতিদিন ১০০ ট্রাক সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। ইসরায়েল-হামাসের সংঘাতকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্য এখন 'অতল গহ্বরের কিনারে' বলে মন্তব্য করেছেন ফিলিপ্পে লাজারিনি। চলমান এই সংঘাত পুরো অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে বলে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

দুই সপ্তাহ ধরে চলা সংঘাতে ইসরায়েলের হামলায় ফিলিস্তিনে সাড়ে ৩ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুৎ-জ্বালানি থেকে শুরু করে খাবার ও চিকিৎসা সংকটের পরিস্থিতিতে সেখানে মানবিক সহায়তার দরজাগুলো খুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইউএনআরডব্লিউএর কমিশনার জেনারেল লাজারিনি।

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গাজা সংকটে বিশ্ব নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের ঊর্ধ্বে 'মানবিক বোধটা' যে জরুরি সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "বিশ্ব এখন মানবতা হারাচ্ছে।"

ফিলিস্তিনের নিবন্ধিত শরণার্থীদের জন্য সেখানে কাজ করে আসছে জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ বা 'ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্ক এজেন্সি'। চলমান যুদ্ধে গাজার জন্য সাহায্য নিরবচ্ছিন্ন ও অর্থবহ হওয়া জরুরি বলে মনে করেন এর প্রধান।

সেনাদের ওপর হামলা হলে বদলা নেবে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে নিযুক্ত কোনো মার্কিন সেনার ওপর হামলা হলে তার বদলা নিতে ওয়াশিংটন প্রস্তুত আছে। ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কার মধ্যে গত ২২ অক্টোবর রোববার তিনি এ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

হামাসের যোদ্ধারা ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালান। এর জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় নির্বিচার বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী।

এনবিসির মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরানের কারসাজিতে এ সংঘাত (ইসরায়েল–ফিলিস্তিন) ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমকি দিয়ে বলেছেন, এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন সেনাদের ওপর কোনো হামলা হলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন তার জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি জোরদার করা হয়েছে উল্লেখ করে ব্লিঙ্কেন বলেছেন, এর মধ্যে বিমানবাহী রণতরি ব্যবহার করে যুদ্ধ পরিচালনার সক্ষমতাসম্পন্ন অতিরিক্ত দুটি সেনা দলও যুক্ত করা হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন বলেন, 'আমাদের জনগণের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি। প্রয়োজন হলে আমরা নিশ্চিতভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাব।'

আবার আদালত অমান্য করলে জেলে ঢুকিয়ে দেব

ট্রাম্পকে বিচারক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আদালত অমান্য করায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জরিমানা করেছেন নিউইয়র্কের একটি আদালতের বিচারক। তিনি বলেছেন, ট্রাম্প যদি আবারও আদালতের আদেশ অমান্য করেন বা আদালতের কর্মীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এমনকি তাঁকে জেলে পাঠানোও হতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কের একটি আদালতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একটি জালিয়াতি মামলার বিচার কার্যক্রম চলছে। সেই মামলায় ডোনাল্ড ট্রাম্প আদালতের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষোদ্‌গার করেন। পরে বিষয়টি আদালতের নজরে আনা হলে বিচারক ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৫ হাজার ডলার জরিমানা দিতে বলেন। এ সময় বিচারপতি বলেন, এমন আচরণের পুনরাবৃত্তি হলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মামলার বিচারক আর্থার অ্যাঙ্গরন বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিচারকের কেরানিকে উদ্দেশ্য করে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেন। পরে সেই লেখা সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন আদালত। এর দুই সপ্তাহ পরেও ট্রাম্পের ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণার ওয়েবসাইটে সেই লেখা দৃশ্যমান ছিল।'

বিচারপতি আরও বলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে এই আদেশ অমান্য করার বিষয়টিকে অসাবধানতাবশত ঘটেছে বলেই মনে হচ্ছে।' এ সময় তিনি ট্রাম্পকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'আর কোনো ভুল নয়: ভবিষ্যতে এ ধরনের

ডোনাল্ড ট্রাম্প

আদেশ অমান্য করা হলে তা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যাই হোক না কেন, খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে এবং এ কারণে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।' এ সময় তিনি শাস্তির বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আরও বিশাল জরিমানা করা হতে পারে, এমনকি জেলে ঢুকিয়েও দেওয়া হতে পারে।

এদিকে সাবেক এই প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ব্যবসায়িক তথ্য জালিয়াতির প্রমাণ পেয়েছেন নিউইয়র্কের একটি আদালত। বিচারক জানিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প বছরের পর বছর তাঁর রিয়েল এস্টেট ব্যবসাসংক্রান্ত তথ্য জালিয়াতি করেছেন এবং এই ব্যবসা তাঁকে খ্যাতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। শাস্তি হিসেবে নিউইয়র্কে ট্রাম্পের বেশ কিছু ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল করার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছিলেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিয়া জেমস। মামলার বিচারক আর্থার অ্যাঙ্গরন রায় দিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর প্রতিষ্ঠান তাদের সম্পদের অতিমূল্যায়ন করেছেন এবং নেট সম্পদ জালিয়াতির মাধ্যমে বেশি দেখিয়ে ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রতারিত করেছেন। এসব করার মাধ্যমে ট্রাম্প ও তাঁর প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন চুক্তি ও ঋণ বাগিয়ে নিয়েছেন।

এবার আমেরিকায় শিখ বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাসমির সিং

কানাডায় শিখ নেতা হারদীপ সিং হত্যার পর কানাডার সঙ্গে ভারতের কূটনীতিক সম্পর্ক তলানিতে। এই হত্যায় ভারত সরকার জড়িত বলে দাবি করে কানাডা। এবার আমেরিকার নিউইয়র্কের রাস্তায় শিখ সম্প্রদায়ের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তবে এতে ভারত জড়িত কিনা তা জানা যায়নি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকায় ৬৬ বছর বয়সী জাসমির সিংকে পেটানো হয়। এর পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। তিনি ভারতীয়–আমেরিকান বলে জানা যায়।

গত বৃহস্পতিবারের এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে জাসমির সিংয়ের পরিবার। ডাক্তার দেখিয়ে বাসায় ফিরছিলেন জাসমির সিং ও তাঁর স্ত্রী। এ সময় তাঁর ওপর হামলা করা হয়। এই হামলায় গাড়ির চালকও জড়িত বলে জানা যায়। ঘটনার পরদিনই সেই চালককে আটক করে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আরেকটি গাড়ি এসে জাসমিরের গাড়িকে ধাক্কা দিলে তিনি গাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তখন তাঁকে পেটাতে থাকেন আরেক ব্যক্তি। এতে আরও কয়েকজন যোগ দেন। জাসমিরের স্ত্রী পুলিশে ফোন দিলে চলে যান তাঁরা। হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান তিনি।

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই।
এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

নিউইয়র্কে স্বনামধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.
অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টিকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টিকা
- চর্মরোগ
- ডায়েবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যথা
- যৌন রোগ
TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG
Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী
Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm
Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday 9am-3pm
Wednesday & Friday 5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only, 9am-1pm
Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি
We accept all major insurances including Medicare, Medicaid
True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

বাসা ভাড়া
ফ্ল্যাশিং কলেজ পয়েন্ট বুলেভার্ড সেমিবেসমেন্টে ২ বেড রুমের একটি বাসা ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগঃ 646-318-3298, 646-318- 3299

বাসা ভাড়া
ব্রুকলীন এ ট্রেন টু Utica Ave. / Fulton St. সাবওয়ে এবং জে ট্রেন টু Gates Ave. সাবওয়ের কাছে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার গ্যাসসহ। যোগাযোগ: ফোন: 718-574- 5679.

Convenience Store
জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide construction,
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work cashier sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

গ্রিন রাইডস্-টিএলসি গাড়ি চালকদের ইভি লাইসেন্স দিবে

এইচ বি রিতা

সংখ্যাগরিষ্ঠ TLC ভোটের পর ১৯ অক্টোবর "গ্রিন রাইডস" প্রবিধানকে স্বাগত জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমুজিন কমিশন (TLC) এর কমিশনার ডেভিড ডো। নতুন প্রবিধানে, ২০৩০ সালের মধ্যে শহরের রাইডশেয়ার গাড়িগুলো হয় জিরো-এমিশন (ইলেক্ট্রিক, ব্যাটারি চালিত, হাইব্রিড) থাকবে কিংবা হুইলচেয়ার অ্যাক্সেসযোগ্য হতে হবে। 'গ্রীন রাইডস্' লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করতে, TLC ইলেকট্রিক ভাড়ার গাড়ির জন্য নতুন লাইসেন্সের উপর বিরতি তুলে নিয়েছে। ১৯ অক্টোবর TLC এই পরিবর্তনের সুবিধার্থে ইলেক্ট্রিক গাড়ির (EVs) থেকে নতুন লাইসেন্সের আবেদন গ্রহণ করা শুরু করবে বলে জানানো হয়, মেয়রের অফিস থেকে প্রেস রিলিজে।

এ বছরের জানুয়ারিতে মেয়র অ্যাডামসের "ওয়ার্কিং পিপলস এজেন্ডা" এর মাধ্যমে 'গ্রিন রাইডস্ প্রোগ্রাম' চালু করা হয়েছিল, যা নিউইয়র্ক সিটিতে চালকদের উপর কোন বাড়তি ভাড়া ছাড়াই জিরো-এমিশন বা হুইলচেয়ার অ্যাক্সেসযোগ্য করে। বর্তমানে তা কার্যকর করা হচ্ছে। এ নিয়ে মেয়র অ্যাডামস্ বলেন, "ইলেক্ট্রিক যানবাহনের লাইসেন্স অবিলম্বে প্রকাশের মাধ্যমে, আমরা এই বছরের শুরুতে নিউ ইয়র্কবাসীদের কাছে করা প্রতিশ্রুতিটি পূরণ করছি এবং আরও টেকসই ও সুবিধামূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই পরিবর্তনে স্বাস্থ্যকর বায়ু, পরিস্কার পরিবেশ এবং কর্মজীবী নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য আরও অর্থনৈতিক সুযোগ রয়েছে। এই সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য TLC-র সমস্ত কমিশনারদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

অপারেশনের ডেপুটি মেয়র মীরা জোশী বলেছেন, 'কার্বন নিঃসরণ কমাতে 'গ্রীন রাইডস্' গুরুত্বপূর্ণ, এটি সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য শ্বাস নেওয়া সহজ করে তুলবে।'

মেয়র অফিস অফ ক্লাইমেট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিসের নির্বাহী পরিচালক এলিজা হাচিনসন বলেছেন, 'এই নতুন নিয়ম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে দেবে এবং বায়ুর গুণগত মান বৃদ্ধি করবে। সেইসাথে সবার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর নিউইয়র্ক সিটি তৈরি করবে।'

নতুন নিয়মের অধীনে ২০৩০ সালের মধ্যে, উবার এবং লিফ্‌ট যাদের একসাথে ৭৮ হাজারের ও বেশি যানবাহনের বহর রয়েছে, তাদের সমস্ত ট্রিপ জিরো এমিশন যানবাহন বা হুইলচেয়ার-অ্যাক্সেসযোগ্য যানবাহনে প্রেরণ করতে হবে। এই পদক্ষেপটি ইতোমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। আইনটি ২০২৪ সালের শেষের দিকে বার্ষিক মানদণ্ড স্থাপন করবে যখন রাইডশেয়ারিং যাত্রার ৫শতাংশ জিরো এমিশন বা হুইলচেয়ার অ্যাক্সেসযোগ্য হবে। ২০২৫-সালের শেষে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ২০২৬-এর শেষে ২৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর অতিরিক্ত ২০ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে। শহরের হাই-ভলিউম ভাড়ার যানবাহনকে বিদ্যুতায়িত করতে নতুন নিয়মটি উবার এবং লিফ্‌ট দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

এছাড়াও, এটি মেয়র অ্যাডামসের "PlanNYC: Getting Sustainability Done"-এর অংশ হিসাবে প্রয়োজনীয় চার্জিং পরিকাঠামোর একটি বড় সম্প্রসারণকে সমর্থন করবে। যেহেতু বেশিরভাগ ইলেক্ট্রিক গাড়ির চার্জারগুলি প্রাইভেট সেক্টর দ্বারা নির্মিত হবে, তাই গ্রীন রাইডস দ্বারা উন্নত ইলেক্ট্রিক রাইডশেয়ার যানবাহনগুলির অগ্রগতি সেই কাজের গতি বাড়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক শক্তি দিবে।রাইডশেয়ার চালকরা ডিসি ফাস্ট চার্জার (লেভেল-৩ চার্জার নামেও পরিচিত) ইন্সটল করলে ২০মিনিটের মধ্যে একটি ইলেক্ট্রিক গাড়িকে সম্পূর্ণরূপে চার্জ করতে পারবে। ব্রুকলিন-ভিত্তিক কোম্পানি রিভেল ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ দ্রুত এই চার্জারের পরিমাণ তিনগুণ করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উল্লেখ, ১০০০টি TLC ইলেক্ট্রিক লাইসেন্স দিতে TLC এ বছরের মার্চ মাসে আবেদন প্রকাশ করেছিল কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। বর্তমান প্রবিধানের অধিনে TLC-'TLC-লাইসেন্সযুক্ত' যানবাহনের সংখ্যার প্রভাবের উপর সাম্প্রতিক ভাড়ার যানবাহনের পরিমাণের প্রভাবের উপর মনোনিবেশ করছে। সেই সাথে হুলচেয়ার অ্যাক্সেসযোগ্য যানবাহনের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক যানবাহনের লাইসেন্স অদূর ভবিষ্যতের জন্য যেকোনো আগ্রহী এবং যোগ্য পক্ষের জন্য উপলব্ধ হবে। ইলেক্ট্রিক গাড়ির লাইসেন্স খোলার ফলে TLC যানবাহন ইজারা দেওয়া চালকদেরকে তাদের নিজস্ব ব্যবসার মালিক হওয়ার সুযোগ প্রদান করবে এবং এটি লিজিং বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

মেয়র অ্যাডামস এবং TLC নতুন নিয়ম প্রয়োগে ব্যবস্থা নিচ্ছে। TLC দৃঢ়ভাবে একটি EV লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীকে একটি ভাল আর্থিক ব্যবস্থা সহ স্টেট-ফেডারেল প্রণোদনা ব্যবহার করতে এবং তাদের এলাকায় চার্জিং কাঠামোর অ্যাক্সেসযোগ্যতা বিবেচনা করতে উৎসাহিত করেছেন।

ইসরায়েল সরকার আল জাজিরা বন্ধের অনুমতি দিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

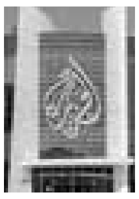

ইসরায়েল সরকার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা বন্ধে অনুমতি দিয়েছে । সাময়িকভাবে বিদেশি এই সংবাদ মাধ্যমটি বন্ধের জন্য ২০ অক্টোবর শুক্রবার সরকারের রেগুলেটরি বিভাগ অনুমতি দেয়।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধে হামাসের পক্ষে সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে আল জাজিরার বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

১৫ অক্টোবর ইসরায়েলের তথ্য ও যোগাযোগমন্ত্রী শালোমা খারহি অভিযোগ করেছিলেন, চলমান এই যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের এই প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমটি নিয়মত হামাস ঘেঁষা নিউজ পরিবেশন করে যাচ্ছে, যা ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০ অক্টোবর শুক্রবার নেসেটে এ বিষয়ক একটি বিল উত্থাপন করেন খারহি। এ সময় তিনি বলেন, গত ৭ অক্টোবর আলজাজিরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক নিউজ পরিবেশন করছে।

হিজবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলি সেনা নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লেবানন সীমান্তে নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে। সেখানে হিজবুল্লাহ ও হামাসের সশস্ত্র অংশ কাসাম ব্রিগেডের সঙ্গে লড়ছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) শনিবার (২১ অক্টোবর) স্বীকার করেছে, নতুন করে সংঘর্ষের মধ্যে লেবানন সীমান্তে ট্যাংক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় গত শুক্রবার রাতে একজন ইসরায়েলি রিজার্ভ সৈন্য নিহত হয়েছেন। নিহত সৈনিকের নাম স্টাফ সার্জেন্ট ওমর বালভা (২২)। আলেকজান্দ্রোনি ব্রিগেডের ৯২০৩ ব্যাটালিয়নের কমান্ডার ছিলেন তিনি।

হাতের তালুতে নাম লিখে রাখছে গাজার শিশুরা

উত্তর আমেরিকা থেকে

মৃত্যুর ভয় দেখা দিয়েছে ফিলিস্তিনি শিশুদের মনে। পরিচয় যেন হারিয়ে না যায় তাই হাতের তালুতে নিজের নাম লিখে রাখছে অবুঝ প্রাণগুলো। প্রতি ঘণ্টায় চোখের সামনে একের পর এক প্রিয় মানুষকে হারানোর পর সম্মিলিতভাবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিলিস্তিনিরা।

ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে সজ্ঘাত গাজাকে আরো বিধ্বংসী পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ছোট শিশুরা জীবন হারাচ্ছে, পরিবারগুলোকে ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে, নারীদের হত্যা করা হচ্ছে। ইসরাইলের হাজার হাজার বিমান হামলায় ঘনবসতিপূর্ণ গাজা শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, কিন্তু এখনো কোনো যুদ্ধবিরতি দেখা যাচ্ছে না।

ইসরাইলি সৈন্যরা ফিলিস্তিনিদের জন্য সকল প্রয়োজনীয় সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ায় পরিস্থিতি আরো শোচনীয় হয়েছে।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসজ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে জরুরি যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সবধরনের সামরিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে এবং সজ্ঘাতে অবদান রাখছে, যা পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ করে তুলছে।

গাজার বাসিন্দারা এখন তাদের হাতে নিজের নাম লিখতে শুরু করেছে, যেন ধ্বংসাত্মক সজ্ঘাতের ফলে পরিবার বা প্রিয়জন তাদের শনাক্ত করতে পারে।

ইসরায়েল বিরোধী বক্তব্যে মেটা ও গুগলের সম্মেলন বর্জন

উত্তর আমেরিকা অফিস

মেটা ও গুগল আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি খাতের সবচেয়ে বড় বার্ষিক আয়োজন ওয়েব শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবে না। গাজায় হামলাকে কেন্দ্র করে সম্মেলনটির আয়োজক গোষ্ঠী ইসরায়েলের সমালোচনা করায় বিশ্বের অন্যতম বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান দুটি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০ অক্টোবর শুক্রবার এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে তারা।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ইন্টেল ও জার্মানভিত্তিক সিমেন্সও ওয়েব শীর্ষ সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া মার্কিন কৌতুকাভিনেতা অ্যামি পোয়েলার এবং এক্স ফাইলস অভিনেত্রী গিলিয়ান অ্যান্ডারসনও ওই সম্মেলন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। আগামী ১৩ থেকে ১৬ নভেম্বর পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে ওয়েব শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সেখানে ২ হাজার ৩০০ উদ্যোক্তা এবং প্রযুক্তি খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৭০ হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মেটার মুখপাত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, চলতি বছরের অনুষ্ঠানে তাদের প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রতিনিধি ওয়েব শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না।

'ওয়েব শীর্ষ সম্মেলনে আমরা আর উপস্থিত হচ্ছি না' বলে জানিয়েছেন গুগলের এক মুখপাত্র।

আইরিশ উদ্যোক্তা পেডি কসগ্রেভ এই ওয়েব শীর্ষ সম্মেলনের সহপ্রতিষ্ঠাতা। ১৩ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, পশ্চিমা দেশগুলোর সরকার ও নেতারা যেসব বাগাড়ম্বর করছেন এবং যে ধরনের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন, তা নিয়ে তিনি মর্মাহত।

কসগ্রেভ লিখেছেন, 'যুদ্ধাপরাধকে যুদ্ধাপরাধই বলতে হবে, তা মিত্ররা করলেও। তারা যা, তাদের সে নামেই ডাকতে হবে।' কসগ্রেভের এমন বক্তব্যে বিভিন্ন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ক্ষুব্ধ হয়।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

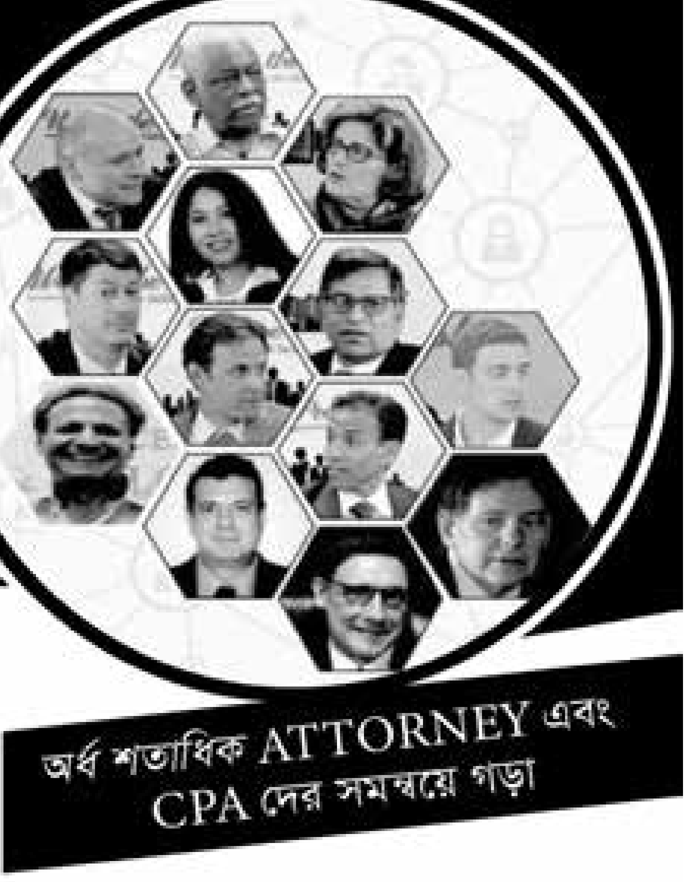

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আ.লীগের নির্বাচন সম্পন্ন

জুয়েল সাদত

২০ অক্টোবর শুক্রবার সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামীলীগের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। বিগত আঠার্ বছর থেকে সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় মহানগর আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব পরিবর্তন হয়ে আসছে নিয়মিত, যা যুক্তরাষ্ট্রে ও বহি:বিশ্বে অনুকরণীয়। মনোনয়ন পত্র কিনে ও ফি জমা দিয়ে প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের কাছে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে জমা দেন। কোন পদে একাধিক প্রার্থী না থাকায় ও কোন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার না করায় ৬ টি মুল পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সবাই পাশ করেন। এখানে উল্লেখ্য অনেকেই প্রার্থী হবার আগ্রহ দেখালেও দলীয় স্বার্থে তারা সরে দারান। সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর বহি:বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত একটি সংগঠন। এই সংগঠনটির প্রথম দশ বছর আওয়ামীলীগের দলিয় প্রধান শেখ হাসিনা দেখাশুনা করতেন সরাসরি।

গাজায় ইসরায়েলের স্থল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হামলার সিদ্ধান্ত অনুমোদন হবে।

বৃহস্পতিবার অভিযানের একটি ভিডিও পোস্ট করে খবরটি নিশ্চিত করেছে আইডিএফ। তারা জানিয়েছে, গাজায় অনেকগুলো সন্ত্রাসী সেল, অবকাঠামো এবং ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘাঁটিতে আঘাত হানার পর সেনারা ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ফিরে গেছে।

জিউয়িশ নিউজ সিন্ডিকেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গিভাতি ব্রিগেডের অধীনে আইডিএফ সৈন্যরা হামাসের বেশকিছু অবকাঠামো এবং ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘাঁটি ধ্বংস করেছে। গত ৭ অক্টোবর আইডিএফের অপারেশন সোর্ডস অফ আয়রন শুরু হওয়ার পর থেকে দুই সপ্তাহে গাজা উপত্যকায় এ পর্যন্ত চালানো হামলার তুলনায় এই অভিযানের তীব্রতা ছিল আরও ব্যাপক। তবে বুধবার রাতের হামলার মাধ্যমে আইডিএফের স্থল অভিযান শুরু হয়নি বলেও জানানো হয় এই প্রতিবেদনে।

এর আগে টেলিভিশনে প্রচারিত এক বক্তব্যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, গাজায় স্থল অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে আইডিএফ। তবে কখন এই অভিযান পরিচালনা করা হবে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য জানাননি তিনি।

ইসরায়েল গত সপ্তাহে গাজা এবং এর উত্তরাঞ্চলের ১১ লাখ বাসিন্দাকে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এসব এলাকা ত্যাগ করতে বলেছিল। তবে জাতিসংঘের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন, গাজার উত্তরে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা কিছু ফিলিস্তিনি দক্ষিণের পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে আসতে শুরু করেছে।

হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যকার যুদ্ধ ২০তম দিনে গড়িয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় হতাহতের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি হামলায় গতকাল বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা সাড়ে ৬ হাজার ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছে আরও প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার।

নেতাকর্মীদের বিশেষ বার্তা পাঠাচ্ছে আওয়ামী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিবৃতির মাধ্যমেও আমাদের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে বলেছেন।

গণমাধ্যমে ওবায়দুল কাদেরের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সর্বদা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দেশের সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মেনেই যথাসময়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সকলের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করি। অথচ বিএনপি নির্বাচনকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে, উস্কানি দিয়ে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিএনপি'র ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে আগামী ২৮শে অক্টোবর তথাকথিত সমাবেশের নামে জনমনে ভীতি সঞ্চার করছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা শান্তিকামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি'র সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করবে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও স্থিতিশীল পরিবেশ কোনোভাবে ব্যাহত হতে দেবে না। জনগণের স্বাধীনতা, মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আওয়ামী লীগের অজস্র নেতাকর্মী আত্মত্যাগ করেছে। এবারো বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অভিযাত্রাকে সমুন্নত রাখতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা যেকোনো আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

এদিকে নির্বাচন পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক করা হলেও আপাতত ২৮শে অক্টোবর রাজধানী ঢাকাতে বিএনপি'র ডাকা মহাসমাবেশ মোকাবিলা করাটাই প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগের কাছে। এজন্য দলটির পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

বিএনপি'র মহাসমাবেশকে টার্গেট করে প্রতিদিন রাজধানীর বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ডে মিছিল করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। প্রতিদিনই রাজধানীতে এ ধরনের মহড়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতারা।

দুই পক্ষ আবারো লাঠি নিয়ে নামবে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ২৮ অক্টোবর কিছু হলে আবার ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বরের মত ঘটনা ঘটবে।

কি হয়েছিল সেই দিন ২০২২ সালেল ১০ ডিসেম্বর। । সেই দিনের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিএনপি অফিসে পুলিশের অভিযান এবং সংঘর্ষসহ নানা ঘটনা ঘটে। পরে বিএনপি গোপীবাগ মাঠে মহা সমাবেশ করেছিল। সেই সমাবেশে মির্জা ফখরুল সরকারের পদত্যাগসহ ১০ দফা দাবি ঘোষনা করেছিলেন। কিন্তু পরে রাজনৈতিক উত্তেজনা অনেক কমে যায়। এদিকে, মির্জা ফখরুল আবারো বলেছেন আর কয়েকটা দিন আছে। সাহস নিয়ে রাস্তায় আসুন।

জানা গেছে, ২৮ অক্টোবর নিয়ে দুই দল প্রস্তুতি নিচ্ছে যাতে শোডাইন ভালোই হয়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো ঢাকায় একটি বড় সমাবেশ করবে। এর বাইরে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থাও রাখা হতে পারে।

আওয়ামী লীগের সূত্র জানায়, বিএনপিকে চাপে রাখতে ২৮ অক্টোবরেই বড় সমাবেশ থাকবে আওয়ামী লীগের— এখন পর্যন্ত সেই নির্দেশনা আছে। তবে এর বাইরেও প্রয়োজন হলে 'সতর্ক পাহারা'–এর নামে মিছিল হতে পারে। রোববার নাগাদ কর্মসূচি চূড়ান্ত হতে পারে। তবে শেষ মুহূর্তে কর্মসূচি পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকার ও আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকেরা মনে করছেন, ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশের জন্য বিএনপির নেতা-কর্মী যারা আসবেন, তাদের দলটি ঢাকায় রেখে দিতে পারে। এরপর লাগাতার সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান ঘেরাও কর্মসূচি দিতে পারে। ২৮ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত বড় কিছু করার লক্ষ্য বিএনপির। এ পরিস্থিতিতে বিএনপিকে ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশ করতে দেওয়া ঠিক হবে কি না, এই আলোচনাও আছে সরকার ও আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে। তাদের কেউ কেউ গত বছরের ১০ ডিসেম্বরের মতো সড়কে সমাবেশের অনুমতি না দেওয়ার পক্ষে।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি বৈঠার দিন, আবারো কি সে দিন আসছে?

২০০৬ অক্টোবর মাস। বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার তখন বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তখন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্ব নিতে না পারেন সেজন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট তখন তুমুল আন্দোলন করছে।এমন প্রেক্ষাপটে ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর ঢাকার পল্টন-বায়তুল মোকাররম এলাকায় জামায়াতে ইসলামী এবং আওয়ামী লীগের কর্মীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়।

আটাশে অক্টোবর ছিল বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিন।

সেদিন ঢাকার রাস্তায় প্রকাশ্যে অস্ত্র তুলে গুলি এবং মানুষ পিটিয়ে মারার ঘটনা গভীর আলোড়ন তৈরি করেছিল।

আটাশে অক্টোবরের আগের দিন এবং পরের দিনও দেশের বিভিন্ন জায়গায় রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক সংঘাত হয়েছিল। তিন দিনের তুমুল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আওয়ামী লীগ কার্যত রাজপথ দখলে নেয়।

একদিকে আন্দোলন চলছে, অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া এবং আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল তখন সংলাপে বসেছেন সংকট সমাধানের উপায় খুঁজতে।

তখন অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে এই সংলাপ ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে।

বিবিসির রিপোর্টে বলা হয়, এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কে এম হাসান যদি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেয় তাহলে সারাদেশ থেকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যাতে লগি-বৈঠা হাতে ঢাকায় চলে আসে।

দুই মহাসচিব দফায়-দফায় বৈঠকে বসলেও সংকট সমাধানের জন্য তারা অগ্রসর হতে পারছিলেন না। কারণ, উভয় দল তাদের নিজের অবস্থানে ছিলেন অটল।

এদিকে ক্ষমতার মেয়াদ শেষের দিকে থাকায় সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে বিএনপি সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেই হবে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

এমন অবস্থায় রাজনৈতিক সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়।

দৈনিক প্রথম আলো এক প্রতিবেদনে লিখেছিল, " অনেকের মধ্যে এ রকম আশংকাও দেখা যায় যে, ২৮শে অক্টোবর দুই পক্ষের মধ্যে বড় কোন সংঘর্ষ ঘটে না যায়! বিএনপি ও আওয়ামী লীগ - দুই দলই তো এ রকম প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছে।"

এরপর প্রেক্ষপট পরিবর্তন হয়ে যায়। ২০০৬ সালের নভেম্বরের ১১ তারিখ সেনাবাহিনী নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতা নেয়। তারা দুই বছর থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলায় নিহত অন্তত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তিনি বিবিসি নিউজ চ্যানেলকে বলেছেন যে বন্দুক হামলার খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি তার পূর্ব নির্ধারিত একটি অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

"বাড়ি ফেরা পর্যন্ত পুরো পথে আমি শুধু সাইরেনের শব্দ শুনেছি। একের পর এক সাইরেন," তিনি বলেন।

"হেলিকপ্টারের শব্দ, সাইরেনের শব্দ, আমি এই শহরে এত কঠিন পরিস্থিতি আগে কখনও দেখিনি। আমাদের এখানে রাজ্যের সব পুলিশ ছুটে এসেছে, রাজ্যের বাইরে থেকেও পুলিশ আসছে।

"পুরো শহর লকডাউনে রয়েছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ। আপনি হয়তো ভাবেননি যে এ ধরণের ঘটনা কখনও ঘটতে পারে। কিন্তু এবার এমনটাই হয়েছে।" মেইন রাজ্যের পুলিশ এক্স বা সাবেক টুইটারে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "লিউইস্টনে একজন বন্দুকধারী বিচরণ করছে। "আমরা স্থানীয়দের নিজ নিজ জায়গায় আশ্রয় নিতে বলছি। অনুগ্রহ করে দরজা বন্ধ করে আপনার বাড়ির ভিতরে থাকুন।" লিউইস্টন পুলিশ বলেছে যে, তারা দুটি জায়গা থেকে ওই বন্দুকধারীর বিষয়ে তথ্য পেয়েছেন। একটি হল স্কিমেনজিস নামে একটি রেস্তোরাঁ এবং স্পেয়ারটাইম রিক্রিয়েশন নামে একটি বোলিং খেলার স্থান থেকে।

এই দুই জায়গার মধ্যে দূরত্ব প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার বা চার মাইলের মতো, গাড়ি চালিয়ে যেতে ১০ মিনিটের মতো সময় লাগে।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, মেইন অঙ্গরাজ্যের জননিরাপত্তা বিভাগের কমিশনার মাইকেল সাউশাক বলেছেন, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটার দিকে গোলাগুলি শুরু হয় এবং একাধিক মানুষ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় হাসপাতাল দ্য সেন্ট্রাল মেইন মেডিকেল সেন্টার বলেছে যে, এলোপাতাড়ি বন্দুক হামলার কারণে এতো মানুষ হতাহত হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য এলাকার অন্যান্য হাসপাতালের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে বলে তারা জানায়।

অ্যান্ড্রোসকগিন কাউন্টি শেরিফের অফিস সন্দেহভাজন ব্যক্তির দুটি ছবি প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে যে সে একজন বিপজ্জনক পলাতক ব্যক্তি এবং তাকে শনাক্ত করার জন্য তারা জনসাধারণের সাহায্য চেয়েছে।

শেরিফ অফিসের প্রকাশ করা ছবিতে বাদামী সোয়েটার পরা একজন দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একটি ভবনের দিকে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছে। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রাজ্য পুলিশের বুলেটিনের বরাত দিয়ে বলছে, সন্দেহভাজন হামলাকারী একজন আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষক। যিনি মেইন অঙ্গরাজ্যের সাকো শহরের একটি সেন্টারে মার্কিন সেনাবাহিনীর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে যে, তিনি ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে একটি মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিছুদিন ছিলেন এবং ওই ঘাঁটিতে গুলি করার হুমকি দিয়েছিলেন।

পুলিশ একটি সাদা গাড়ির ছবিও শেয়ার করে বলেছে যে এর সামনের বাম্পারটি কালো রঙের বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং কেউ এই গাড়িটি চিনতে পারলে তাকে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মি. সাউশাক বলেছেন যে, লিসবনের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে কারণ গাড়িটি ওই এলাকায় দেখা গিয়েছে।

লিউইস্টন পাবলিক স্কুলের সুপার জেক ল্যাংলাইস এক বিবৃতিতে বলেছেন যে বৃহস্পতিবার এলাকার সব স্কুল বন্ধ থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) বিভাগের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সেক্রেটারি আলেজান্দ্রো মায়োরকাসকে এ ঘটনার বিস্তারিত জানানো হয়েছে এবং তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে।

ডিএইচএস জানায় "লিউইস্টনের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তারা, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।" মার্কিন বিচার বিভাগের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো রাজ্য এবং স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করছে। বন্দুকধারীকে এখনও গ্রেফতার করতে না পারায় মেইন শহরের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলেছে পুলিশ।

হোয়াইট হাউস বলেছে যে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন মেইন গভর্নর জ্যানেট মিলস, সেনেটর অ্যাঙ্গাস কিং ও সুসান কলিন্স এবং কংগ্রেসম্যান জ্যারেড গোল্ডেনের সাথে ফোনে আলাদাভাবে কথা বলেছেন।

সেনেটর কিং এক বিবৃতিতে বলেছেন যে তিনি "তিনি লিউইস্টন শহরের এই ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত এবং ওই এলাকায় থাকা তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশী সবার ব্যাপারে জন্য বেশ উদ্বিগ্ন"।

লিউইস্টনে প্রায় ৩৮ হাজার মানুষ বসবাস করে। পোর্টল্যান্ডের পরেই এটি মেইন অঙ্গরাজ্যের দ্বিতীয় বড় শহর।

সবাই চায় রাজপথ দখল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যত নম্ভব বেশি নেতা কর্মী সমবেত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মির্জা ফখরুল, সেলিনা রহমানসহ সিনিয়র অনেক নেতা এখনই পুরো শক্তি ক্ষয় করার পক্ষে নয়। তবে সরকারি বিভিন্ন সূত্র বলছে, ইতোমধ্যে বিরোধী দলীয় অনেক নেতা কর্মী রাজধানীতে অবস্থান করছে। বিশেষ করে পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারির বাইরে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল এবং আত্মীয় স্বজনের বাসায় তারা অবস্থান করছেন।

তবে মঙ্গলবার এক প্রস্তুতি সভায় বিএনপির উদ্দেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, 'কেউ যদি অশান্তি করতে আসে, খবর আছে। অনেক সহ্য করেছি, সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আমরা কারও সভায় অশান্তি করব না। তবে অশান্তি হলে তখনকার পরিস্থিতি বলে দেবে অশান্তি কাকে বলে। এবার ছাড় নেই। অশান্তির পথ দেখালে অশান্তি আপনাদের দিকেই আসবে। ভয়-ডর–এগুলো আমরা পায়ের তলে ফেলে এসেছি বহুবার।'

ওবায়দুল কাদের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, '২৮ অক্টোবর ঢাকার প্রতিটি রাস্তায় হাঁটতেও যেন আওয়ামী লীগ, সামনে আওয়ামী লীগ, পেছনে আওয়ামী লীগ থাকতে হবে। সারা শহরে আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগ থাকবে।'

এর জবাবে মির্জা ফখরুল বলেছেন, সরকার মিছিল মিটিং করতে না দিলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে।

আওয়ামী লীগ নেতারা জানিয়েছেন, ২৮ অক্টোবরের সমাবেশে ৫/৬ লাখ লোক জমায়েতের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া সমাবেশে আসা নেতা-কর্মীদের খালি হাতে না আসারও নির্দেশনা দেওয়া হয়। সবাই আড়াই থেকে তিন হাত লম্বা লাঠি হাতে যেনো আসেন, সেই পরামর্শ দেন কোনো কোনো কেন্দ্রীয় নেতা। কোনো লাঠির মাথায় থাকবে জাতীয় পতাকা। কোনো লাঠির মাথায় থাকবে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নানা স্লোগানসহ বিভিন্ন ধরনের বার্তা।

তবে এ মুহূর্তে অল আউটে যেতে চাইছে না বিএনপি। তবে তারা জামায়াতে ইসলামীর ওপর ভর করে আন্দোলন আরো জোরদার করতে চায়।

ঢাকায় মহাসমাবেশের পর দিন নেতাকর্মীদের নিজেদের এলাকায় থাকার নির্দেশনা দিয়েছে বিএনপি। মঙ্গলবার রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গণমাধ্যমে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগামী ২৮ অক্টোবর শনিবার রাজধানী ঢাকায় বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত মহাসমাবেশ সফল করার জন্য ঢাকাসহ দেশব্যাপী সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করবেন। উক্ত মহাসমাবেশ থেকে ঘোষিত পরবর্তী কর্মসূচিগুলো সফল করার জন্য দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ২৮ অক্টোবরের পর নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকার মহাসমাবেশে দেশব্যাপী সর্বস্তরের মানুষসহ দলের নেতাকর্মী, শুভানুধ্যায়ীদের যোগদান করে এক দফা দাবি আদায়ে দলের পক্ষ থেকে সোচ্চার আওয়াজ তোলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ অক্টোবর চট্টগ্রামে কর্ণফুলী টানেল উদ্বোধন করবেন। সেখানে দুই টি সমাবেশের মধ্যে একটি বাতিল করে যথা সম্ভব ঢাকায় ফিরে আসবেন বলে জানা গেছে।

জামায়াত নিয়ে চিন্তিত সরকার, বিএনপির চেয়ে জামায়াতকে নিয়ে বেশি চিন্তিত সরকার। কারণ জামায়াতের কর্মী বাহিনী সরকারের জন্য ভয়ের । কারণ তারা বিএনপির চেয়ে বেশি আতঙ্কের। জানা গেছে, মতিঝিলের শাপলা চত্বরে জামায়াত সমাবেশ করার প্রস্তুতি নিয়েছে। বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন, আগে জামায়াত ইসলাম সভা সমাবেশ করেছে । জামায়াত ইসলাম নিবন্ধিত দল নয়। তাদের অনুমতি দেয়া হবে না। তবে বিএনপিকে অনুমোদন দেয়া হবে। সেটি ডিএমপি কমিশনার সুবিধাজনক স্থানে অনুমোদন দিবে।

ইতোমধ্যে জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দকে উত্তরার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সামনে আরো ধরপাকড় হবে যাতে জামায়াত মাঠে নামতে না পারে।

এদিকে মাওলানা মোমিনুল হকের মুক্তির দাবি জানিয়ে আসছে হেফাজতে ইসলাম। জামায়াত মাঠে নামলে তাদের একটি অংশ অর্থাৎ মুফতী ফয়জুল্লাহের নেতৃত্বে একটি দলও জামায়াতের পাশে দাড়াতে পারে বলে জানা গেছে।

এখানে উল্লেখ্য ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর পল্টনে জামায়াতের সমাবেশকে কেন্দ্র করে লগিবৈঠার ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনায় কমপেক্ষ ৬ জন নিহত হয়। এরপর বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে তত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এবার কি হচ্ছে তা নিয়ে সবাই চিন্তায় আছে।

পুলিশের প্রস্তুতি, ছুটি বাতিল আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বলছে, তারা নিশ্চিত হয়েছে যে, মহাসমাবেশ ঘিরে দেশের পরিস্থিতি জটিল করে তুলবে সরকারবিরোধী একটি প্রভাবশালী মহল। আর ওই মহলটিকে দুয়েকটি দেশ উসকে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। রাজনৈতিক এ উত্তেজনা নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছে তারা।

সরকারের শীর্ষ মহলও বলছে, আন্দোলনের নামে আবারও জ্বালাও-পোড়াও চালানোর পাঁয়তারা চলছে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর পল্টনে সংঘর্ষের কথা মনে করে দিচ্ছে কেউ কেউ। সমাবেশের নামে তারা রাস্তায় বসে পড়ে ঢাকা অচল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল নির্ধারণে পুলিশের শীর্ষ কর্তারা নিয়মিত বৈঠক করছেন। বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে শুধু অসুস্থতা ছাড়া পুলিশের সব ধরনের ছুটি বাতিল করা হয়েছে, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নকে (এপিবিএন) সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। কয়েকটি জেলা থেকে বাড়তি পুলিশ সদস্য আনা হচ্ছে ঢাকায়। পাশাপাশি রিজার্ভ পুলিশ ও র‍্যাবকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আনসারকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। তাছাড়া অভিযান আরও বেগবান করা হচ্ছে। আজকালের মধ্যে ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় বিশেষ অভিযান, যানবাহন, বাসাবাড়ি, হোটেল ও মেসগুলোতে নজরদারির পাশাপাশি তল্লাশি চালানোর কথা রয়েছে।এ জন প্রায় ১০ হাজার পুলিশকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার বলেছেন, কোন ধরণের নাশকতা না তার সব ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ড. খ. মহিদ উদ্দিন এই প্রতিবেদককে বলেছেন, বিএনপি , আওয়ামীলীগের মহাসমাবেশ উন্মুক্ত স্থানে করতে উৎসাহিত করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। এদিকে ২৮ অক্টোবরে নাশকতার কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে। তবে নাশকতার বিষয়টি ওড়িয়ে দিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্যাক্টর

এখনো বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্যাক্টর। তবে এবার ভিন্নতা রয়েছে। রাষ্ট্রদূত পিটার হাস দুই দিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে তার চেম্বারে দেখা করে সব রাজনৈতিক দলকে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে দেয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেই ফেলেছেন, বিএনপিকে সমাবেশে কোন বাধা দেয়া হবে কিনা তা জানতে চেয়েছেন পিটার। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বিবৃতিতে এটি অস্বীকার করে বলেছেন, কোন দলের পক্ষে আমেরিকা নয়। সবার বাক স্বাধীনতার পক্ষে তারা।

পরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে রোববারের (২২ অক্টোবর) বৈঠক ও আলোচনা নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বৈঠকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, ২৮ অক্টোবরের সমাবেশ, চলমান দুর্গাপূজা, মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের বিষয় এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফ মাহমুদ অপুর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'রবিবার (২২ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটায় বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি'র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাতে আসন্ন নির্বাচন, ২৮ অক্টোবরের সমাবেশ, চলমান দুর্গাপূজা, মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় রাষ্ট্রদূত উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ও মতামত জানতে চেয়েছেন। সৌজন্য সাক্ষাতের পর মন্ত্রী মিডিয়া ব্রিফিং করেন। মিডিয়া ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে পূর্বাপর আলোচনার মর্মার্থ এবং তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রী আলোচনাবহির্ভূত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।'

সংলাপ কি তাহলে হবে না

চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির ওপর সংলাপে বসার তাগিদ থাকলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। যার যার অবস্থানে অনড় থেকে রাজপথেই নিজেদের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে দল দুটি। এতে পরিস্থিতি সংঘাতময় হয়ে ওঠার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বলছে, আলোচনার এজেন্ডা হতে হবে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার নিয়ে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ চাইছে, ভোটগ্রহণ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত দলীয় সরকারের অধীনেই হতে হবে। আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আর ২ মাস যখন বাকি, তখন এই দুই বড় দলের মধ্যে বিদ্যমান অচলাবস্থা ভাঙার জন্য আবারও আলোচনায় বসার কথা সামনে এসেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ নেই কোনো পক্ষ থেকেই। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সংলাপের পথ একেবারে বন্ধ, তা বলছে না। তবে তারা নিজেরা সংলাপের দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। বরং ২৮ অক্টোবর রাজধানী ঢাকায় পালটাপালটি সমাবেশের মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তিমত্তার বিষয়টি জানান দিতে চায় দল দুটি। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সবার প্রশ্ন-তা হলে কী রাজপথেই ফয়সালা হবে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন যুগান্তরকে বলেন, পরিস্থিতি ক্রমেই যেদিকে যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে সমাধান না হলে দেশের পরিস্থিতি সংঘাতময় হয়ে উঠবে। এক দল গায়ের জোরে নির্বাচন করিয়ে নিতে চাইবে, আরেক দল যে কোনো মূল্যে তা প্রতিহত করতে চাইবে। ফলে নির্বাচনের আগে সহিংস হয়ে উঠবে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সংলাপই একমাত্র সমাধান। তিনি আরও বলেন, যারা সরকারে রয়েছে, তাদের দায়িত্ব বেশি। তাই সরকারি দলকেই এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। আন্তরিকতা নিয়ে এক টেবিলে আলোচনার জন্য বসলে যে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার এ প্রসঙ্গে যুগান্তরকে বলেন, স্বাধীনতার পর ৫২ বছর পেরিয়ে গেছে। এ সময়ের মধ্যেও আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনি ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে পারিনি। আমরা আশা করি, আমাদের রাজনীতিবিদরা আলোচনায় বসে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। তিনি আরও বলেন, বড় দুটো দলের মধ্যে যে সংলাপ হতে হবে সে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু সংলাপের ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য রাজনৈতিক ও আইনি সংস্কার দরকার। কিন্তু শুধু আইনি সংস্কার করেই সমস্যার সমাধান হবে না। একই সঙ্গে দরকার রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও ইতিবাচক উন্নয়ন। নির্বাচনে পরাজিত দলের নেতাকর্মীদের জীবন-জীবিকা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যাপারেও রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য থাকা দরকার।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো

মাজহার মান্নান

নতুন শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে জাতি খুব আশাবাদী হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু বাস্তবে এসে দেখা গেলো এটি শিক্ষার ভিতকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিচ্ছে। কারিকুলাম প্রনয়নকারী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক সহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব কিছুর মধ্যে কোনভাবেই যেন সমন্বয় করা যাচ্ছে না। অভিভাবকদের অভিযোগের পাল্লা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। তাদের প্রধান অভিযোগ তাদের সন্তানেরা বই মুখী হওয়ার পরিবর্তে বই বিমুখ হয়ে পড়ছে। শিক্ষকেরাও তাদের অসহায়ত্বের কথা অকোপটে স্বীকার করছেন। তাদের এক কথা ক্লাশে পড়ানোর কিছু নেই। প্রশিক্ষন নেয়া শিক্ষকেরাই এসব কথা বলছেন। আমার স্ত্রী স্কুলের শিক্ষিকা। সে ৭ দিন নতুন কারিকুলামের উপর প্রশিক্ষন নিয়েছে। তার কাছ থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি ধারণা পেয়েছি। এছাড়াও আমি আরো অধিক খোঁজ খবর নিয়ে বিষয়টির দুর্বলতা বুঝতে পেরেছি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমরা ঘটা করে পালন করেছি। জাতির জনকের জন্ম শত বার্ষিকী আমরা উদযাপন করেছি। পদ্মা সেতুর মত একটি মাইলফলকও আমরা করতে পেরেছি। কিন্তু একটি স্থায়ী, মানসম্মত, যুগোপযোগী এবং কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর শিক্ষাখাতে বহুমাত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু কাঙ্খিত সাফল্য অর্জিত হয়নি। কোন পদ্ধতি যখন চালু করা হয় তখন মাঠ পর্যায়ে প্রচুর জরিপ এবং গবেষণার প্রয়োজন হয়। জরিপ ও গবেষণায় ঘাটতি থাকলে সুফল পাওয়া যায় না। শিক্ষা খাতে বহুবার সংস্কার হয়েছে কিন্তু সেটা যথাযথ জরিপ আর গবেষণালব্ধ না হওয়ার কারণে সেটাতে পূর্ণাঙ্গ সফলতা আসে নি।

নতুন শিক্ষাক্রমের অনেক গুলি বিষয় আছে যথার্থ এবং যেটা খুব প্রয়োজন ছিল এই মুহূর্তে। তবে কিছু বিষয় আছে যেগুলি নিয়ে আরো বেশি গবেষণার প্রয়োজন আছে। নতুন শিক্ষাক্রমে পাঠ্য বই, পরীক্ষা পদ্ধতি ও শ্রেণি কার্যক্রম নিয়ে মানসম্মত কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জি পি এ ভিত্তিক ফলাফলে পরিবর্তন আসছে। আগে পাবলিক পরীক্ষায় ফলাফল নির্ধারিত হত প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ এবং তৃতীয় বিভাগে। পরবর্তীতে জি পি এ পদ্ধতি চালু করা হয়। শুরুতে জিপিএ পদ্ধতির ফলাফলে বেশ সন্তুষ্টি ছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে সেটা গ্রহনযোগ্যতা হারাতে শুরু করে। জি পি এ ৫ নিশ্চিত করতে মরিয়া হয়ে উঠে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি। মনে হচ্ছিলো পড়ালেখার একমাত্র উদ্দেশ্য হল জি পি এ ৫ অর্জন। কিন্তু এই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় গ্রাম ও শহর অঞ্চলের শিক্ষা বৈষম্য বাড়তে থাকে। নতুন শিক্ষাক্রমে জিপিএ ভিত্তিক ফলাফল তুলে দেয়ার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাতে হয়। নতুন শিক্ষাক্রমের আরেকটি ভাল দিক হল সৃজনশীলের আদলে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির অবসান এবং গতানুগতিক বহুনির্বাচনী প্রশ্নের আমূল সংস্কার। কাঠামোবদ্ধ সৃজনশীল প্রশ্নে প্রায় দেড় যুগ চলে গেলো কিন্তু কাঙ্খিত সুফল এলো না। সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির জন্য যে ধরণের প্রশিক্ষিত শিক্ষক দরকার সেটা করা সম্ভব হয়নি। এমন কি প্রকৃত সৃজনশীলের আদলে পাঠ্য বইও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। মোট কথা একটা লেজেগবরে অবস্থা তৈরি হয়েছিলো শিক্ষাক্রমে। নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে শিখনকালীন ও সামষ্টিক দুটি ধাপে মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামষ্টিকটা হবে জাতীয়ভাবে। কিন্তু এই মূল্যায়ন নিয়েই শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। নতুন শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নের যে পদ্ধতি দেয়া হয়েছে সেটা উন্নত দেশে সহজে করা গেলেও আমাদের এখানে সেটা সম্ভব নয়। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার যে ধরণের উপকরন, পরিবেশ ও পরিস্থিতি থাকার কথা সেটা নেই বললেই চলে। মানসম্মত শিক্ষালয় নেই অথচ মানসম্মত শিক্ষাত্রম চালু করে বাস্তবায়নের চেষ্টা কতটুকু যৌক্তিক? সেই প্রবাদের মতই- ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সরদার। পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সবার মাঝেই এক ধরণের শঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাদের শঙ্কা পিছনে বাস্তব কারণও রয়েছে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের বিষয়টি নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে। শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে বছরব্যাপী ধারাবাহিকভাবে। ধারণাটি চমৎকার। কিন্তু দেশের বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। উন্নত ও শিক্ষায় অগ্রগামী দেশ গুলিতে শিখনভিত্তিক বা প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিক মূল্যায়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং তারা এক্ষেত্রে সফল। তাদের সফলতার পিছনে মূল কারণ হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ, শিক্ষা উপকরন, শিক্ষকদের মর্যাদা এবং উচ্চ বেতন থাকা। নতুন শিক্ষাক্রমে বলা হয়েছে পরীক্ষা শুধু কাগজ কলম নির্ভর হবে না, এটির একটি প্রায়োগিক দিক থাকবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ্যাসাইনমেন্ট, উপস্থাপন, যোগাযোগ সহ নানা বিষয় থাকবে। এই মূল্যায়ন হবে তিনটি ক্যাটাগরিতেঃ প্রারম্ভিক স্তর, অন্তবর্তী স্তর, পারদর্শী স্তর। মূল্যায়নটা হবে যোগ্যতাভিত্তিক। সবই সুন্দর আয়োজন। কিন্তু এই সুন্দর আয়োজনের যারা কারিগর তাদেরকে আমরা কতটুকু প্রস্তুত করতে পেরেছি? এই আয়োজনের জন্য যে ধরনের শিক্ষা পরিবেশ ও উপকরন দরকার সেটার কতটুকু আমরা করতে পেরেছি?

২০২৩ সাল থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়িত হবে বলে জানা গেছে। প্রথাগত পরীক্ষার হার কমিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের দিকে অধিক নজর দিতে হবে। কিন্তু শিক্ষায় দুর্নীতি, প্রশ্ন ফাঁস, গাইড ও নোট বইয়ের দৌরাত্ম, শিক্ষকদের কোচিং বানিজ্য বন্ধ না করে এবং পাঠ্য বইয়ের কাঙ্খিত সংস্কার না করে কিভাবে শুধু শিখনভিত্তিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি আদর্শ শিক্ষাক্রম গড়ে তোলা সম্ভব তা বোধগম্য নয়। অনুকূল পরিবেশ না দিয়ে শুধু বৃক্ষ বীজ বপন করলেইতো আর ফল পাওয়া যায় না। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের উপর পরীক্ষার যে প্রচন্ড চাপ ছিল সেটা থেকে তারা অনেকটাই মুক্তি পাবে। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোন প্রথাগত পরীক্ষা হবে না। এটা দারুন একটি পদক্ষেপ। চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিখনভিত্তিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে। অন্য পাঁচটি বিষয়ের মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক বা বছরব্যাপী হবে। এটিও দারুন উদ্যোগ। কেননা ১০ টি বিষয়ের শিখনভিত্তিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন করতে গেলে হিতে বিপরীত হতো। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর রাখা হয়েছে ৭০ আর শিখনভিত্তিক ৩০। তবে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন পদ্ধতির ধরণ সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত জানা যায় নি। সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই নতুনত্ব আনা প্রয়োজন। পাঠ্য বইতে অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্ন ব্যাংক জুড়ে দেয়ার বিকল্প দেখছি না। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই মূখী করতে হলে অবশ্যই প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করে দিতে হবে।

সামষ্টিক মূল্যায়ন বছরে দুবার নেয়ার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। শিখন ও সামষ্টিক দুটির সমন্বয় করে বার্ষিক প্রতিবেদন দেয়া হবে যেটা একটি ভাল সিদ্ধান্ত। নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের খুঁটিনাটি শেখার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। যেমন, ইংরেজিতে চারটি দক্ষতা রয়েছে। কিন্তু গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার্থীরা দুটো দক্ষতা শিখতো- লেখা ও পড়া। নতুন শিক্ষাক্রমে চারটিই শিখতে হবে - লেখা, পড়া, শোনা, বলা। নতুন শিক্ষাক্রমে ক্লাসে উপস্থিতির উপর বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। এটিকে একটি নতুন মাত্রা আমি বলবো। কেননা শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাশে থাকলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথাযথ রূপ পাবে। ফলাফলেও আনা হয়েছে নতুনত্ব। জিপিএ পদ্ধতি বাদ দেয়া হচ্ছে। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশিত হবে তিনভাবে। ১. উত্তীর্ণ হয়েছে ২. শর্ত সাপেক্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩. উত্তীর্ণ হয়নি। এটি একটি বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত। এর ফলে শহর ও গ্রামের ফলাফল বৈষম্যে কিছুটা সমতা আসবে। কোন শিক্ষার্থী যদি কোন বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে শিখন পরিকল্পনায় তাকে এগিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এটিও একটি দারুন সিদ্ধান্ত। এতে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার কমবে এবং শিক্ষকদের বিশেষ কেয়ার পাবে। কিন্তু শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী অনুপাত এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিশ্চিত করতে হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে বাস্তসম্মত পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি ক্লাশে ক্লাসটেস্ট, অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক পরীক্ষা রাখতে হবে এবং পাঠ্য বইয়ে প্রশ্ন ব্যাংক (পর্যাপ্ত) সাজিয়ে দিতে হবে যেখান থেকে শিক্ষকেরা প্রশ্ন করবেন। পাঠ্য বই গুলির আলোচ্য বিষয়গুলিতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ তারা পড়ার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। এই অভিযোগকে আমলে নিতে হবে। কিছু সুনির্দিষ্ট মৌলিক বিষয় আলোচনা করে সেটার উপর ব্যাখ্যা, সারাংশ, ছোট প্রশ্ন, বড় প্রশ্ন ইত্যাদি আকারে সাজাতে হবে। ইংরেজির গ্রামার ও লিখিত দুটি আলাদা অংশ করা যেতে পারে। ৫০ নম্বরের গ্রামার থাকতে পারে শিক্ষার্থীদের গ্রামার শেখার জন্য। গণিতের ক্ষেত্রে পাঠ্য বইয়ে বিভিন্ন গানিতিক সূত্র সহ কিছু মৌলিক বিষয় আলোচনা করে সেটার উপর প্রশ্ন তৈরি করে দেয়া যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কোনটাতে কমফোর্ট ফিল করে সেটাই বাস্তবায়ন করা উচিত। এমনও শোনা যাচ্ছে যে শিক্ষকরা ঝামেলা এড়াতে প্রায় সবাইকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ দিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষার্থীরাও মনে করছে যে তাদের ফেল করার কোন সুযোগ নেই নতুন শিক্ষাক্রমে। তাই তাদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারনা পড়ে লাভ কি? না পড়েই তো ভাল করা যায়। চাপিয়ে দেয়া কোন কিছুই সুফল বয়ে আনে না। পাঠ্য বইয়ের সংস্কার সহ মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন দ্বারা একটি সত্যিকারের শিক্ষাক্রম চালু করা সম্ভব।

নতুন শিক্ষাক্রমে এটাও বলা হয়েছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বিভিন্ন ছুটি থাকে সেসময়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ক্লাশ নিতে হবে। এই সিদ্ধান্তটি আবার বিবেচনায় নিতে হবে। শিক্ষকরা ছুটি থেকে বঞ্চিত হলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়বে যেটার নেতিবাচক প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়তে পারে। নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাখাতে লাগামহীন দুর্নীতির লাগাম টানতে না পারলে কোন কিছু করেই কোন ফল আসবে না। নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকদের সরব উপস্থিতি আর আন্তরিকতা প্রয়োজন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে সারা বছরই প্রেসক্লাবে শিক্ষকদেরকে দাবি আদায়ে বসে থাকতে দেখা যায়। ক্লাশ ফেলে প্রেসক্লাবে এসে তাদের দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। তাই শিক্ষকদের মানসম্মত বেতন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিতে হবে। একটি দেশের মানসম্মত শিক্ষার উপর নির্ভর করে সেই দেশের সামগ্রিক তথা প্রকৃত উন্নয়ন। শিক্ষা লাভ করে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে দক্ষ করে তোলে। কিন্তু সম্প্রতি যে নতুন সংকট তৈরি হয়েছে সেটাকে কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। কেন দিন দিন শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা বিমুখতা তৈরি হচ্ছে সেটা নিয়ে তেমন কোন গবেষণার সংবাদ আমার জানা নেই। কিন্তু নিরবে একটি স্থায়ী সংকট তৈরি হচ্ছে যেটা শুভকর বলে মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সব কিছু ভাল মনে হলেও আসলে তা কতটুকু মঙ্গলজনক সেটা ভাবার বিষয়। স্মার্ট ফোন শিক্ষার্থীদের কতটা ক্ষতি করছে তা নতুন করে বলার প্রয়োজন মনে করি না। স্মার্টফোনের লাগামহীন ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মাঝে তৈরি করছে শিক্ষা বিমুখতা। শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার কথা। কিন্তু কি বেহাল দশা আজ। শিক্ষার্থীরা ইদানিং পড়াশোনা করতে চায় না। লেখাপড়াকে তারা তাদের বোঝা মনে করে। যেনতেনভাবে একটি সনদ জোগার করতে পারলেই তারা বেঁচে যায়। শিক্ষা ব্যবস্থার ঢিলেঢালা অবস্থাটিকে তারা শতভাগ কাজে লাগাতে চায়। নতুন শিক্ষাক্রম পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন করতে হলে নিম্মোক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। ১. ছাত্র শিক্ষক অনুপাতে ভারসাম্য আনা ২. প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া ৩. শিক্ষকদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং উন্নত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা ৪. শিক্ষকদের মানসম্মত বেতন ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা ৫. বিদ্যালয় পরিচালোচনা কমিটির অযথা হস্তক্ষেপ বন্ধ করা ৬. প্রশ্ন ব্যাংক সহ মানসম্মত পাঠ্য বই তৈরি করা এবং গাইড ও নোট বইয়ের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়া ৭. শুধু পাশের হারের ভিত্তিতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মূল্যায়ন না করা ৮. দুর্নীতি বন্ধ করা ৯. প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করা ১০. শিক্ষকদের জন্য গবেষণার পথ প্রশস্ত করা ১১. শিক্ষক রাজনীতি ও দলাদলি বন্ধ করা ১২. সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করা ১৩. পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ১৪. নৈতিক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া ১৫. সিলেবাস কমিয়ে আনা ও প্রশ্নের প্যাটার্ন পরিবর্তন করা ১৬. শিক্ষাকে রাজনীতি মুক্ত রাখা।

আমাদের দেশে সবচেয়ে কম মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসে। কেননা মেধাবীরা এখানে কোন চার্ম খুঁজে পায় না। উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ তারা এই পেশায় খুঁজে পায় না। বেতন কম, পদোন্নতির সীমিত সুযোগ, বদলি, সামাজিক মর্যাদা সহ নানা কারণে মেধাবীরা এই পেশায় আসতে চায় না। আর মেধাবীরা যদি এই পেশায় না আসে তবে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। বীজ ভাল না হলে ফসল ভাল হওয়ার সুযোগ নেই। তাই স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো নিশ্চিত করে মেধাবীদের এই পেশায় নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার না করে দেশের স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে।

কবিগুরু আপনি চুপ হয়ে যান, বন্ধ করুন আপনার মুচকি হাসি!

দ্বিতীয় কিস্তি

শিব্বীর আহমেদ

বাংলাকে পবিত্রতায়, স্নিগ্ধতায় অপরূপ করে তোলা বঙ্গবন্ধুর জীবনের পরম প্রার্থনা। আর এজন্যই তিনি নেমেছিলেন সংগ্রামে। আর তাঁর চলার পথের পদেপদে প্রেরণা জুগিয়েছিল কবিগুরুর বাণী। সে সময় বঙ্গবন্ধু সঞ্চয়িতা হাতে তুলে নিতেন। কারাগারে নিঃসঙ্গতায় বঙ্গবন্ধুর জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল সঞ্চয়িতা। অনেক যত্নে রাখা সত্বেও সঞ্চয়িতার কবিতা বহু ব্যবহারে পুরাতন হয়ে গিয়েছিল।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ১টা ৪১ মিনিটে পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। ঐদিন বিকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণ প্রদানের সময় তিনি দেশ আর মানুষের কথা বলতেই বেশি ব্যাকুল ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি কেঁদেছেন আর চোখ মুছেছেন। বাঙালি জাতির জন্য তার অসীম ভালোবাসা আবারও প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারব না, বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী যেভাবে সংগ্রাম করেছে। আমি কারাগারে বন্দি ছিলাম, ফাঁসিকাষ্ঠে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম আমার বাংলাকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হবে।'

বাংলার মানুষকে তিনি এতটাই ভালোবাসতেন যে তাঁর মুখে বারবার বাংলার মানুষের নাম উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আবার ফিরে আসব। আমি শুধু তাদের একবার বলেছিলাম তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই, মৃত্যুর পর আমার লাশটা আমার বাঙালিদের কাছে দিয়ে দিও, এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে।' বঙ্গবন্ধুর দৃপ্ত উচ্চারণ সমগ্র বাঙালি জাতিকে আরো একবার নাড়া দিয়েছিল সেদিন। তিনি এই ভাষণে বিশ্বকেও জানিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শীর্ষ এলিট ফোর্স। এই দলটি সাধারণভাবে 'এসএসজি কমান্ডো' নামে পরিচিত। এলিট ফোর্স হিসেবে বিশ্বের ৮ম প্রধান স্থান অধিকার করেছে এসএসজি কমান্ডো। এসএসজি 'ব্ল্যাক স্টর্কস' নামেও পরিচিত। পাকিস্তানের এই স্পেশাল সার্ভিসেস গ্রুপকে আমেরিকান আর্মির স্পেশাল ফোর্স এবং ব্রিটিশ স্পেশাল এয়ার সার্ভিসের সাথে তুলনা করা হয়। পুরোপুরি আর্মড অবস্থায় ১২ ঘন্টায় ৩৬ মাইল এবং ৫০ মিনিটের ৫ মাইল অতিক্রম করার ট্রেনিং প্রাপ্ত এই এলিট ফোর্স। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান আর্মি এই এসএসজি সৃষ্টি করে। এই স্পেশাল ফোর্সের সদস্য সংখ্যা হাইলি ক্লাসিফাইড। এয়ারবর্ন ট্রেনিং, হ্যান্ড টু হ্যান্ড ফাইট এবং মরুভুমি, পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্রসহ বিভিন্ন পরিবেশে যুদ্ধ করার জন্য এদের ট্রেইন করা হয়। তাদের ট্রেনিং এতটাই ভয়াবহ যে সেরাদের সেরা বেছে নেওয়ার পরও প্রতি চার জনের মধ্যে মাত্র একজন ট্রেনিং শেষ করতে পারে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সের পাশাপাশি এসএসজি যুদ্ধ করেছে। এছাড়া ১৯৮০ সনের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের সাথে মিলিত ভাবে এসএসজি যুদ্ধ করেছিলো। দেশে ও বিদেশে গোপন মিশনে পাকিস্তানের এসএসজি বিভিন্ন অপারেশন চালিয়ে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকায় অপারেশন চালায় এই এসএসজির সদস্যরা।

বঙ্গবন্ধু জানতেন, বাড়িতে তাঁকে না পেলে ওরা (পাকিস্তানী হানাদার বাহিনি) গোটা ঢাকা শহরের প্রতিটি বাড়িতে খুঁজবে। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেবে, তাঁর জন্য নিরীহ মানুষদের হত্যা করবে। তাঁকে কেন্দ্র করে নির্বিচার গণহত্যা ঠেকাতেই নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের জন্য অপারেশন বিগবার্ডের সাথে জড়িত এসএসজির টিম ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি পৌঁছবার ঠিক পুর্বে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান সর্বস্তরের জনগণকে। টেলিগ্রামের মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেন,

'ইহাই হয়তো আমাদের শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও। শেখ মুজিবুর রহমান। ২৬ মার্চ, ১৯৭১।'

এরপর দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের পর ৩০ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন এবং ৪ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানীর বিনিময়ে বাঙালি জাতি অর্জন করে কাঙক্ষিত বিজয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় একটি নতুন অধ্যায়। যে অধ্যায়ের শিরোনাম বাংলাদেশ।

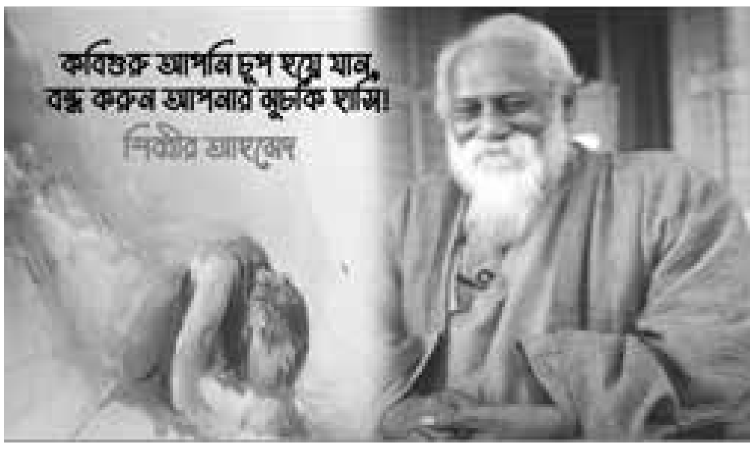

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধকালীন সময়ের পুরোটাই পাকিস্তানি হানাদারদের (এসএসজি) হাতে বন্দি ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার তাকে মুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি লন্ডন-ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসেন। এ সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ চোখের পানিতে তাঁকে স্বাগত জানান। সেদিন বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১৭ মিনিট ভাষণ দেন। যা ছিল জাতির জন্য দিকনির্দেশনা। বাংলাদেশের আদর্শগত ভিত্তি কী হবে, রাষ্ট্র কাঠামো কী ধরনের হবে, পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে যারা দালালী ও সহযোগিতা করেছে তাদের কী হবে, বাংলাদেশকে বহির্বিশ্ব স্বীকৃতি দেয়ার জন্য অনুরোধ, মুক্তিবাহিনী, ছাত্র সমাজ, কৃষক, শ্রমিকদের কাজ কী হবে, এসব বিষয়সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে নির্দেশনা। তিনি ডাক দিলেন দেশ গড়ার সংগ্রামে। রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত মন্ত্রমুগ্ধ জনতা দু'হাত তুলে সেই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

যাদের প্রাণের ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেদিন বঙ্গবন্ধু ভাষণের শুরুতে বলেন, 'স্মরণ করি আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সিপাই, পুলিশ, জনগণকে, হিন্দু, মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দুই একটা কথা বলতে চাই।'

তিনি বলেন, 'আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই, এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এই স্বা ধীনতা পূর্ণ হবে না। যদি এ দেশের মা-বোনেরা ইজ্জত ও কাপড় না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণতা হবে না যদি এ দেশের মানুষ, যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।'

সদস্য স্বাধীন দেশের উন্নয়নের জন্য ডাক দিয়ে তিনি বলেন, 'যথেষ্ট কাজ পড়ে রয়েছে। আপনারা জানেন, আমি সমস্ত জনগণকে চাই, যেখানে রাস্তা ভেঙ্গে গেছে, নিজেরা রাস্তা করতে শুরু করে দাও। আমি চাই জমিতে যাও, ধান বোনাও, কর্মচারীদের বলে দেবার চাই, একজনও ঘুষ খাবেন না, আমি ক্ষমা করব না।'

ভাষণের তিনি বলেন 'আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমি বাঙালী, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে দুইবার মরে না। আমি বলেছিলাম, আমার মৃত্যু এসে থাকে যদি আমি হাসতে হাসতে যাব। আমার বাঙালী জাতকে অপমান করে যাবো না। তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না এবং যাবার সময় বলে যাবো, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালী আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান।'

বাঙালী জাতির প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস ছিল বঙ্গবন্ধুর। স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে সেদিন বলেছিলেন 'এই বাংলাদেশে হবে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা, এই বাংলাদেশে হবে গণতন্ত্র, এই বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।' ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু লাখ লাখ অনুরাগীর ভালোবাসায় সিক্ত হন। বাংলাদেশের জনগণ এদিনই প্রাণভরে বিজয়ের পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও বাংলার মানুষ তখনও জানত না তাদের নয়নের মণি ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জীবিত আছেন কিনা? তাই বিজয়ের মধ্যেও মানুষের মনে ছিল শঙ্কা ও বিষাদের ছাপ। এ ছাড়াও যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের পুনর্গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শারীরিক উপস্থিতি ছিল অনিবার্য।

তাই ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে ১০ জানুয়ারি ছিল বাঙালীর জন্য পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা অর্জনের দিন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাঙালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেকটি আলোকিত অধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে ১০ জানুয়ারিতে বাংলার রাজনীতির মুকুটহীন সম্রাট সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবকে পেয়ে বাঙালী বিজয়ের পরিপূর্ণ আনন্দ প্রাণভরে উপভোগ করেছে। এ দিনই বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রবেশ করে গণতন্ত্রের এক আলোকিত অভিযাত্রায়।

বঙ্গবন্ধু নিজেই তাঁর এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'অন্ধকার হতে আলোর পথে যাত্রা'। এই আলোর পথে যাত্রা দিয়ে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা তাঁর ভাষণেই প্রস্ফুটিত হয়। রেসকোর্স তথা আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক দ্রৌপদী এবং দরাজকণ্ঠের ভাষণে বলেন, যে মাটিকে আমি এত ভালোবাসি, যে মানুষকে আমি এত ভালোবাসি, যে জাতিকে আমি এত ভালোবাসি আমি জানতাম না সে বাংলায় আমি যেতে পারব কি-না। আজ আমি বাংলায় ফিরে এসেছি বাংলার ভাইবোনদের কাছে। মায়েদের কাছে, বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন, আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে।'

সেদিন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েন। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু সেদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আপনি বলেছেন, সাত কোটি বাঙালিরে হে বঙ্গজননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করো নি। কবিগুরুর কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেছে, আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তুমি দেখে যাও, তোমার আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত করে আজ ৭ কোটি বাঙালী যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছে। হে বিশ্বকবি তুমি আজ জীবিত থাকলে বাঙালীর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নতুন কবিতা সৃষ্টি করতে।'

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মনে, কে ভুল বলেছিলেন? বঙ্গবন্ধু, নাকি রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮৩

বাকী অংশ আগামী সপ্তাহে

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

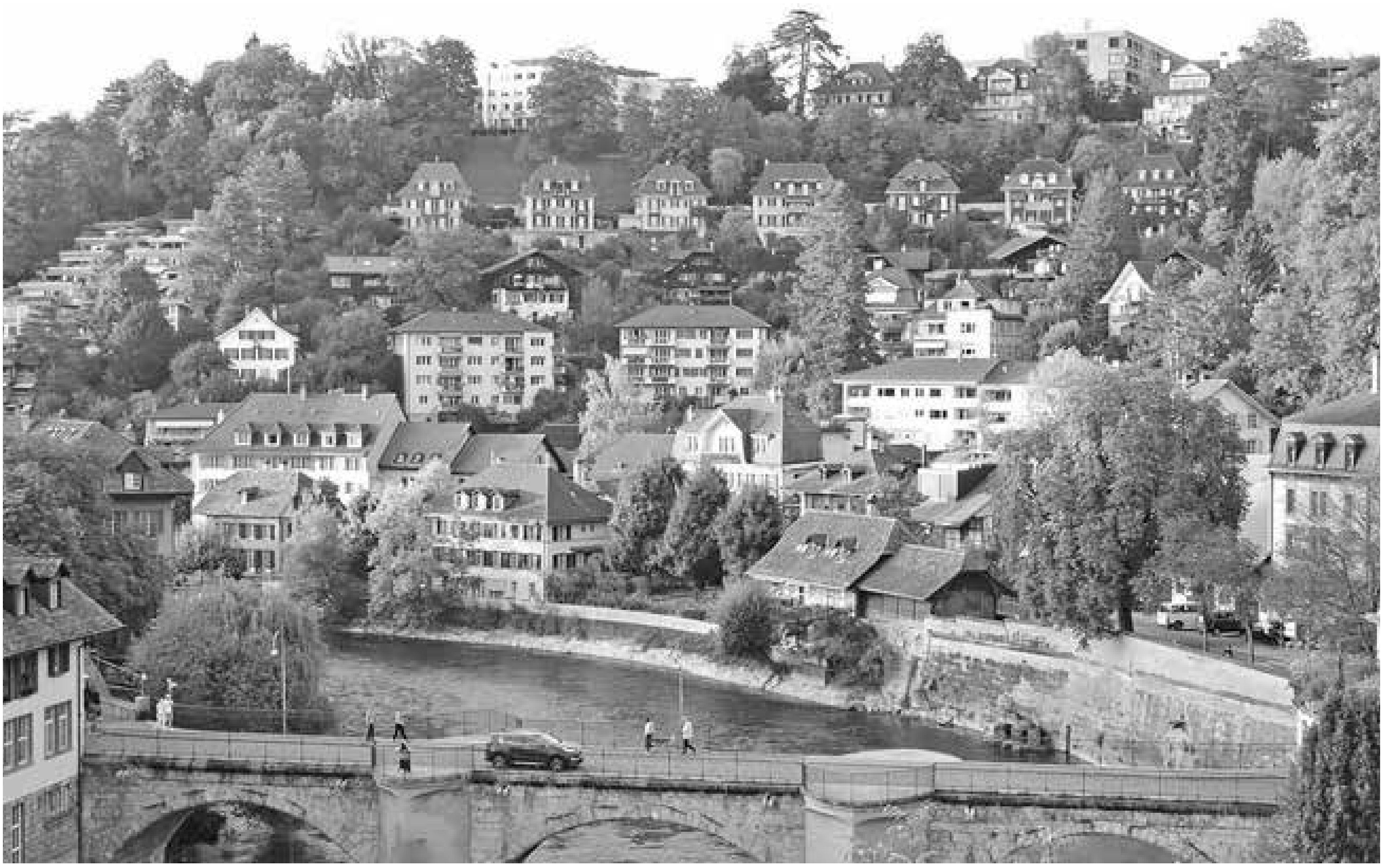

সুইস আল্পসের স্বপ্নের দেশে

রোমেনা লেইস

৬ অক্টোবর সুইজ্যারল্যাণ্ডের সময় সকাল সাড়ে দশটায় ডেল্টা এয়ারলাইনস এর বোয়িং রানওয়ে স্পর্শ করলো।আগের দিন নিউইয়র্কের বিকেলবেলা আমরা জেএফকে থেকে উড়েছিলাম। জুরিখ এয়ারপোর্টে এতো পর্যটকের ভীড় । আমরা ইমিগ্রেশন পার হয়ে লাগেজ বেল্ট থেকে লাগেজ নিয়ে বাইরে বের হলাম। চমৎকার ঝকঝকে দিন ।উজ্জ্বল শহর।রঙ বেরঙ এর ফুল চারিদিকে ।

লাল,নীল,কমলা,হলুদ নানা রঙের ট্রাম, বাস আর ট্রেন। আমার মেয়ে আর আমার মোবাইলে এসবিবি এপ এ ছয়দিনের ট্রাভেল পাস ডাউনলোড করা। আমরা ট্রাম, ট্রেন,বাস,বোট,ক্যাবলকার মিউজিয়াম সব ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারবো। আমাদের এখনকার গন্তব্য হোটেল।আমাদের হোটেল একটু দূরে। আমরা জুরিখ এয়ারপোর্টে পৌঁছালেও হোটেল নিয়েছিলাম জোলিকোফেনে। জুরিখ থেকে বার্ন একঘন্টা । বার্ন থেকে আরো সাত মিনিটের পথ হোটেল । ট্রেন নিয়ে আমরা প্রথমেই বার্নে গেলাম। ওখান থেকে বাস নিয়ে জোলিকোফেনে আমাদের হোটেলের পাশেই বাস থামলো।আমরা লাগেজ রাখলাম হোটেলে। একটু ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া করে চলে গেলাম বার্নে। সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন বা বের্ন। এটি মূলত সরকারি এবং প্রশাসনিক শহর। শহরটি আড়ে নদীর বাঁক দ্বারা তিন দিকে ঘেরা একটি উঁচু শৈলান্তরীপের উপর অবস্থিত। সুইজারল্যান্ডের প্রশাসনিক রাজধানী বার্ন হলেও সবচেয়ে পরিচিত শহরগুলো হল জুরিখ এবং জেনেভা। বার্ন শহরে প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার লোকের বাস। এটি জনসংখ্যার দিক থেকে সুইজারল্যান্ডের পঞ্চম বৃহত্তম শহর। তবে উপচে পড়া টুরিস্টদের ভীড় এবার অক্টোবরেও।মোল্লা নাসিরুদ্দীন হোজ্জার গল্পের মতো মোট জনসংখ্যার বেশী যতো সব টুরিস্ট।

ল্যান্ড করার পর থেকে দেখছি আর মুগ্ধ হচ্ছি। এদের টুরিস্টদের স্বাগত জানানোর কায়দা মুগ্ধ করার মতো। ইমিগ্রেশন কাস্টমস, লাগেজ বেল্ট কোথাও এতটুকু সময়ের হেরফের হয়নি। এয়ারপোর্ট,ট্রেন,ট্রাম,বাস,বোট সবই চমৎকার সিস্টেম ওয়াইজ চলছে। মজার ব্যাপার দাম দিয়ে ছয়দিনের সুইসপাস কিনেছি কিন্তু কোথাও চেক করছে না। জানতে পারলাম ওদের পলিসি - অনেস্টি পলিসি। চেকার ধরার পর টিকিট দেখাতে ব্যর্থ হলে ফাইন দিতে হবে ডাবল। বার্নে বের হয়ে দেখি অপূর্ব পাহাড়ের সারি। নগরের অবকাঠামোর সৌন্দর্য আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মিলেমিশে এক মনোমুগ্ধকর আবেশের মধ্যে আমরা বিভোর হয়ে রইলাম । সভ্যতার শিখরে নিশ্চিত এদের রাখতেই হবে।আড়ে নদীটি সুমধুর সঙ্গীতে নিরিবিলি বয়ে চলেছে।ভালুক বার্নের প্রতীক । দেখলাম একটা গ্রিজলী বিয়ার নীচের লেভেলটায় হেঁটে বেড়াচ্ছে । সুইস আল্পস এর বরফ ঢাকা পাহাড়ের সারি দূরে সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে।ঝকঝকে বাড়িঘর।জানালায় জানালায় ঝুলন্ত লাল,বেগুনী,গোলাপী ফুলের সমারোহ । নদীতে বোট চলছে । চমৎকার রাস্তাঘাট।ট্রাফিক নাই। ট্রাফিক সিগন্যাল নাই। আছে রাস্তা পারাপারের জেব্রা ক্রসিং । প্রায়োরিটি পথচারীদের।যখন কেউ পার হয় তখন গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় দুইদিকের। সাইকেল প্রচুর । বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ফ্যামিলির সবাই সাইকেল নিয়ে চলছে।

মধ্যযুগীয় মূর্তিগুলি Zytglogge (ক্লক টাওয়ার) থেকে প্রদর্শিত হয়। নৃত্যরত ভাল্লুক, গালভরা ডাকা মোরগ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনসাধারণের জন্য আনন্দের বিষয়। কিন্তু কে জানে তারা কী প্রতিনিধিত্ব করে, কীভাবে প্রক্রিয়াটি কাজ করে এবং ক্লক টাওয়ারের শক্তিশালী দেয়ালের পিছনে কোন গল্পগুলি লুকিয়ে আছে? ক্লক টাওয়ারের অভ্যন্তরে ব্যতিক্রমী পরিবেশ এক ঘন্টার সফরকে একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা করে তোলে – মনে হয় সময় অনেক বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ভারী কাঠের রশ্মি, পুরু পাথরের দেয়াল এবং শীতল এবং শান্ত বাতাস দর্শকদের অতীতে নিয়ে যায়, সবসময় মধ্যযুগীয় ঘড়ির অবিচলিত টিক টিক সহকারে।

শিশু খেকো বা "চাইল্ড ইটার অব বার্ন" পাঁচশত বছরের পুরানো স্কাল্পচার ।এর সম্পর্কে নানা মীথ প্রচলিত আছে।

প্রায় একশ ত্রিশ টি ধাপে আরোহণের পুরস্কার হল বার্নের একটি চমৎকার দৃশ্য, একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, যার ছাদ, চিমনি এবং টাওয়ার রয়েছে - এই আকর্ষণীয় ভ্রমণের আরেকটি হাইলাইট। আবহাওয়া ভাল হলে,বার্নিস ওবারল্যান্ডের চূড়াগুলি দেখতে পাবেন।হ্যা আবহাওয়া ভাল ছিলো আর আমরা বরফাচ্ছাদিত চূড়া দেখতে পেয়েছি।

সুইজ্যারল্যাণ্ডে এসে পা রেখেছি যখন তখন থেকে আম্মাকে খুব বেশী মনে পড়ছে ।আম্মার জন্ম হয়েছিলো কুচবিহারের জলপাইগুড়িতে ।নানাভাই ছিলেন ব্যবসায়ী।সাতচল্লিশের দাঙ্গার পর মুসলিম হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মহকুমা শহর নীলফামারীতে পার হয়ে চলে আসেন।আম্মার ছিলো দেশভ্রমনের নেশা।জাপান,ইংল্যন্ড, ইউএসএ ঘুরেছিলেন।ফুল আর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাও খুব ভাল বাসতেন।এই শহর দেখলে আম্মা কতো না খুশী হতেন।এই শহর ঝকঝকে পরিস্কার ।সব দেশে বাস ট্রেনের স্টেশনগুলো সাধারণত নোংরা থাকে ।এদের সব চকচকে ঝকঝকে ।আর ফুলের কথা আর কী বলবো।এতো সুন্দর ফুল শহরময়।আমাদের চোখে শুধু মুগ্ধতা ।পাহাড়ের আঁকা বাকা ঢাল কোথাও নীল কোথাও সাদা বরফে ঢাকা চূড়ায় রোদের কারুকাজ।বাড়িগুলোর জানালাগুলোয় রং বেরং এর ফুলের সমারোহ মুগ্ধতা ছড়িয়ে দেয়। পর্যটকের এ শহরে অক্টোবর এ শুনেছিলাম কিছুটা কম পর্যটকদের ভীড় হবার কথা।কিন্তু সব ভুল ।সব জায়গায় অজস্র পর্যটক ।আমরা বার্ণ সিটি ঘুরে বেড়াচ্ছি।চকলেট এর শহরে চকলেট না খেলে কী হয়।মা মেয়ে মিলে চকলেট কিনলাম পছন্দমতো ।আহা শহর যেমন মনোহর চকলেট ও তেমনি মোলায়েম আর টেস্টি।

ভালোবাসার আবর্তে

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

এখন আমি একেবারেই একা। এক রকম নির্বাসিত। ছন্নছাড়া। আমার নিজের যেন কোন ঠিকানা নেই। অফিসে কাজের একাগ্রতা, এ সমস্ত কিছুই নেই। আমার বসের পরামর্শ, 'কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসুন। মনটা হালকা হবে। জীবনের গতি ফিরে পাবেন।'

সত্যই আমি স্থবির হয়ে আছি! এ সময়, আমি ঘর ও বাইরের মাঝে কোন ফারাক খুঁজে পাই না। যেখানে হাতড়ে চলি, এক ধরণের নিঃসীম শূন্যতা। আমার স্বাভাবিক জীবনে বড় ধরণের ছন্দপতন আমাকে, কেবলই কুঁড়ে কুঁড়ে তাড়া ক'রে ফিরে। আমি খাঁচার পাখি এক, ফিরে আসি আবার আমার নিজের ভাঙা খাঁচায়। বলতে গেলে, কোথাও সাংসারিক দায়িত্বের শিকল নেই। এখন যেখানে হাত রাখি, সেখানেই একরাশ স্মৃতি। চারিদিকে ধূলি; ঝুল জ'মে জ'মে সব যেন পুরু হয়ে উঠেছে। আমি দৈনন্দিন এই খ'সে পড়া ছাইভস্মের আগুনে তেঁতে উঠি! ঝুলবারান্দার রেলিঙয়ে বুক চেপে ধরে দূরে হাতছানি দেই, কোথায় তুমি লুকিয়ে রইলে আমার সাথে লুকোচুরি খেলতে যেয়ে! শুধু একটি বার ফিরে এসো, আমার এই ক্ষুধিতপাষাণের জরাজীর্ণ চিলেকোঠায়!

আমি আপ্রাণ খুঁজে ফিরি তাকে। এইতো আলনায় ঝুলছে তার শাড়ি, অন্তর্বাস! ড্রেসিং টেবিলে চিরুনি। তেল। নেইল পলিস। লিপস্টিক! আলমারি জুড়ে তার প্রিয় নানান রঙের শাড়ি। বাইরে জুতো-সেন্ডেল। রান্নাঘরে বাসনকোসন! তার প্রাত্যহিক জীবনযাপনের নানান অনুষঙ্গ। শিউলি রেখে গিয়েছে সব যেমন যেখানে, প'ড়ে আছে অবিকল তেমনই। একেবারেই অনাদরে! এমন কি নবজাতকের জন্য ছোট্ট জামা। টাওয়েল। তেল। লোশন। ছোট্ট খেলনা। এমনকি তার আদরের ছোট্ট সোনামণির নামও ঠিক ক'রে রেখেছিল সে। আমার আবাসের যে দিকেই তাকাই, মনে হয় এখনও বিচরণ করছে সে তার প্রিয় আঙ্গিনায়। সর্বত্রই তার হৃদয়ের ও হাতের বাস্তবছোঁয়া অনুভব করি আমি।

তার সেই মলিন হাসি। কান্নাভেজা আকুতি। হাসপাতালের করিডোরে সেই দিনের তার সেই ছবি। সেদিনের মত এখনও, এই যেন শিউলি অনুরাগ নিয়ে আমাকে বলছে, 'আমি ফিরে এসে তোমার সমস্ত কিছু ঠিক করে দেবো।' আমার কষ্টের কথা ভেবে কান্নাসিক্ত চোখে তাকিয়ে বলছে, 'আমার অবর্তমানে কী খাচ্ছ তুমি? তুমি তো রান্না করতে পার না। ইস! কতদিন হয়, তুমি আমার হাতে রান্না করা খাবার খাও না! তোমার জামাকাপড় ময়লা হয়ে আছে। আমার প্রিয় তোমার নীল শার্টের একটা বোতাম খু'লে গেছে। টেবিলে বইপত্তর বিস্তর ছড়িয়ে আছে। ছবিগুলোর কাঁচে একরাশ ধূলি জমে রয়েছে। দেখো, আমি ফিরে আসলে সবই তোমার ঠিক হয়ে যাবে।'

আমার প্রথম সন্তানের মা হবে শিউলি। চোখে মুখে কী তার অহংকারী উচ্ছ্বাস! একজন গর্বিতানারীর মতো স্কুটারে চ'ড়ে বসলো সে। সেই যে তাকে হাসপাতালে রেখে আসলাম। আমার দু'হাতে তার দু'হাত রেখে বলেছিলে, 'শিমুল, মা হতে চলেছি আমি! আমার জীবনের বড় পাওয়া! প্রার্থনা কর তুমি! আমাদের নবজাত ছোট্ট সোনামণিকে কোলে নিয়ে তুমি আর আমি আমাদের ঘরে ফিরে যাবো!'

না! তা হয়নি আর। শিউলিকে, নবজাত সন্তান সহ ঘরে নিয়ে যেতে পারিনি আমি! আমার মন বলে, চেষ্টা করলে ডাক্তাররা অন্ততঃ শিউলিকে বাঁচাতে পারতো। আমি জানি না। আমার কোন অভিযোগ নেই। শুধু জানি ইচ্ছা ক'রে আমি ওকে দূরে সরিয়ে দেইনি। ছন্নছাড়া আমার এ জীবনের ধূসর বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে তাকে বলি, 'না গো! তোমার কল্পিত সেই প্রেমিকা বলতে আর কেউ নেই। তুমি শিউলি! আমার স্ত্রী। তুমিই আমার প্রেমিকা!'

অফিসে ইদানীং জুঁই খুব ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করছে। কাজের মাঝে একটু কাছাকাছি। একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায় খোলা আলাপচারিতা। মনে হয় সারাক্ষণ সে উন্মুখ হয়ে থাকে আমাকে কাছে পাওয়ার জন্য।

'শিমুল! আপনি আবার বিয়ে করেন।' সোজা প্রস্তাব। 'নইলে বাঁচবেন কী ক'রে? আপনার সেই প্রেমিকা জবা কি জানে আপনার বর্তমান এই অবস্থার কথা? এ সময়, আপনার একটি আশ্রয় দরকার।' 'আপনার জন্য আমার কষ্ট হয়!' এ ভাবে নানা প্রসঙ্গান্তরে তার ভাবনার জগতে কেবলমাত্র আমাকে নিয়েই ঘোরাফেরা। নিয়তই বিচরণ।

এবং আমি কতটুকু প্রশ্রয় দিয়েছি এই জুঁইকে? আর এই জুঁইয়ের চোখে চোখ রাখলেই মনে হয় শিউলির সেই করুণ চাহনির কথা। আমাকে স্বীকার করতেই হয়।

-আমি ম'রে গেলে তুমি বিয়ে করবে?

-বিশ্বাস কর। সে পুরুষ আমি নই।

-আমি জানি তুমি করবে।

-ছি! ছি! সব পুরুষকে এক পাল্লায়... ...।

-তোমরা পুরুষ জাতটা আমার কাছে, ওই একই পাল্লায় পরিমাপ হয়ে আছো অনেক আগেই। তোমাকে আমার জানা হয়ে গেছে! বিশ্বাস কর?

-না বিশ্বাস করি না! এমন কাপুরুষ অন্ততঃ আমি নই। তুমি ভুল বিশ্বাস পুষে রাখছ বুকের ভেতর।

-দেখ। আমি সবই বুঝি। তোমাকে চিনি আমি। কোন কিছু লুকাতে পারবে না অন্ততঃ এই শিউলির কাছে। আমি তো বুঝি, যে স্ত্রী; সেই প্রেমিকা। তোমার বেলায় তা হবে না কেন?

আমি বলেছিলাম, 'ঠিক তাই। তুমি শিউলি, তুমি আমার স্ত্রী। তুমিই প্রেমিকা!

সে দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বলেছিল, 'তাই তো চাই আমি! কিন্তু তুমি তো তা চাও না ...!'

শিউলির মৃত্যুর এতদিন পরও আমি শিমুল সেই এক প্রশ্নের দোলায় দোল খাচ্ছি। 'স্ত্রী কেন 'প্রেমিকা' হ'তে পারে না?' আমি এর সদুত্তর বা সমাধান পাইনি।

আজ অবধি তার অভাব, আমার যত কষ্ট অনবরতই বিদ্ধ করে যাচ্ছে আমাকে। তাই বার বারই তাকে বলি, 'শিউলি! লক্ষ্মিটি! তোমাকে যদি আবার ফিরে পেতাম, তবে আর হারাতে দিতাম না! প্রেমিকার মর্যাদায় ও দামেই আমার হৃদয়ে তু'লে নিতাম তোমাকে নূতন ক'রে। বুকে আঁকড়ে রাখতাম সারাটি জীবন! তুমি তো কেবল আমারই। আমারই অতি প্রিয়জন!'

জুঁই আর আমি পাশাপাশি ব'সে আছি পার্কের নির্দিষ্ট বেঞ্চিটাতে। জবা ও আমি। কলেজ জীবনে এখানেই আমাদের প্রেমনিবেদন হতো প্রায়ই। তারপর সে চ'লে গেলো বিদেশে মাবাবা ভাইবোন সহ। এদিকে পারিবারিক প্রয়োজনে, আমার মাবাবার পছন্দেই বিয়ে করলাম। শিউলিকে নিয়ে প্রায়ই এখানে আসতাম। স্মৃতির সৈকতে বালুকা হাতড়ে যদি কিছু রঙিন অনুভূতির ঝিনুক মিলে! কিন্তু যে একবার যায়, সে কি আর কখনও পিছন ফিরে আসে?

আবার, জুঁই আর আমি এখন খুবই কাছাকাছি। আমি জানি বিগত কয়েকদিন থেকেই জুঁই ইনিয়ে বিনিয়ে আমাকে কিছু বলতে চাইছে। আমি বলি, 'মানুষ হিসেবে আমি কিন্তু 'উত্তম পুরুষ' নই। প্রেমিকাকে পাইনি। স্ত্রীকেও হারালাম। আমার পৌরুষের আর কী'ইবা বাকী আছে বল? জীবনে বারবার হেরে যাওয়াই বুঝি আমার ভূমিকা। কোন কোন অভিনেতা নাট্যমঞ্চে সারাজীবন শুধু মৃত সৈনিকের চরিত্রে অভিনয় করেই যায়। এই আমিও সেই তাদের দলের একজন!'

জুঁই আরও কাছাকাছি আসে। ঠিক এমনটি সে কোনদিন করেনি। আজ বুঝি তার প্রত্যাশিত সেই চরম লগ্ন! আমি তাকে নানাভাবে বুঝাতে চাইলাম। আমাকে নিয়ে নয়। তার নিজের চাকুরি, তার ভবিষ্যৎ নিয়েই যেন সে ভাবে।

সে বলল, 'এসব আমি বুঝি না, শিমুল। আমি চাই, তুমি নিজেকে গুছিয়ে নাও। তোমার এই ছন্নছাড়া জীবন আমার বুকে যন্ত্রণা দেয়! তোমার এ ছবি, আমাকে রক্তাক্ত করে! আমি কি তোমার এই শূন্যবৃত্তে, সম্ভাবনাময় এক ক্ষুদ্রবিন্দু হতে পারি না? তুমি তাকিয়ে দেখ, তোমার কত কাছে আমি! তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া জবা! তোমার শিউলি! তোমার এখনকার নষ্ট এবং ভোতা অনুভূতিতে আমি জুঁই, আবার প্রাণ দিতে চাই! তোমাকে সজীব ক'রে তুলতে চাই!'

আমি বললাম, 'না না জুঁই! তা হয়না! আমার জবা, আমার শিউলি এসব নিয়েই থাকতে দাও আমাকে। কেন তুমি অবাঞ্ছিত পরগাছার মত নিজেকে জড়াতে চাও আমার সাথে? তোমাকে নিয়ে এ সময়, কোন ভাবে ভাবতে চাই না আমি!'

হাঁটতে হাঁটতে শেষ বিকেলের স্নিগ্ধ সবুজ গালিচার উপর আমরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছি। আমি বললাম, 'তোমার এমন কি যোগ্যতা আছে, যার জন্য তুমি নিজেকে এতটা অহংকারী, সর্বোপরি এতটা উদ্ধত করতে চাচ্ছো? আমার কাছে 'অধিকার' নিয়ে দাঁড়াবার এমন কী আছে তোমার?'

আমার কানের কাছে একান্তে ফিশ্ ফিশ্ শব্দ তোলে জুঁই, 'তুমি চোখ তু'লে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখ, শিমুল! কী আছে আমার! আর কী নেই? দেখ আমাকে। তোমার অতৃপ্ত কামনা... ... ...। তোমার কাছে সেই 'অধিকার' চাই!'

আমার অন্তর্গত ব্যক্তিত্বের মুলে সে, প্রবল নাড়া দিয়ে বসে। আমার অস্তিত্বে শর্ট সার্কিটের আলোড়ন শুরু হয়েছে, অনুভব করি আমি!

আমার কাছে আমার বিদেহী শিউলি যেন, এ মুহূর্তে তার সমূহ অস্তিত্ব নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে বিরহ বেদনায় কাতর এই আমার সামনে! না! না! তার বিশ্বাসে কোন মতেই, আমি একজন উত্তমপুরুষ নই! আমি নিশ্চিত, জুঁইয়ের গ্রাসের সামনে অবলীলায় নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি! পুরুষের একটা সহজাত দুর্বলতা আছে। আমি সেটার অস্তিত্ব আমার ভিতরে স্পষ্টতই টের পাচ্ছি এখন! মনে হচ্ছে, নিজের কাছে নিজেই যেন ধরা পড়ে গিয়েছি! বোধ করি, আমি এবার হেরে যেতে শুরু করেছি! আর এ সময় স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আমার শিউলি তার জীবন্ত সমূহ অস্তিত্ব সমেত আমার কাছে কর্মেই মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে! আবছা হয়ে যাচ্ছে আমার জীবনের পট থেকে। এ সময় আমার নিজের মাঝে, কোথাও কোন রকমেই তাকে খুঁজে পাচ্ছি না আর তাকে! সে কি সত্যি পর হয়ে গিয়েছে আমার? একেবারেই পর! অনাত্মীয়! যার সাথে আত্মার, অস্তিত্বের সংস্পর্শ, বেবাক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে! কী আশ্চর্য! এই অল্প সময়েই এতটা বদলে গিয়েছি এই আমি? আমাকে বিশ্বাস করতে বেগ পেতে হচ্ছে! আমি তো অজানা এক ঘোরের গভীরে ডুবে যাচ্ছি!

ফিশ্ ফিশ্ শব্দ তু'লে জুঁই আমাকে সচকিত ক'রে তোলে। তার দু'হাতে আমার দু'হাত নিয়ে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'তোমার প্রেমিকা জবার মত সেই ভালোবাসা আমাকে দাও! যার গুণে একজন নারী আমি সারা জীবন পারি; শুধুই একজন পুরুষ তোমাকে ভালোবেসে যেতে। দাও শিমুল! তোমার শিউলির মত স্ত্রী হওয়ার অধিকার! তোমার সন্তানের মা হতে চাই আমি!'

কী বলবো আমি? জুঁইয়ের মুখের উপর প্রতিবাদ করতে পারছি না। ইতোমধ্যেই অস্তাচলে সূর্যটা ঢ'লে পড়েছে । এখন জুঁইকে অনেকটা কাব্যিক মনে হচ্ছে। অনেকটা অদ্ভুত! অভূতপূর্ব! মনে হচ্ছে, এ অন্য আরেক জুঁই!

সে বলে, 'তো দেখ আমি কে? তোমার প্রবাসী প্রেমিকা? নাকি তোমার বিদেহী স্ত্রী? দেখ। আমি কি তোমার জবা? নাকি তোমার শিউলি? বল।'

আমি কোনোক্রমেই প্রেমিকা জবাকে এই জুঁইয়ের মাঝে দেখতে পেলাম না। এমনকি, নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী শিউলিকেও জুঁইয়ের অবয়বে আবিষ্কার করতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা ক'রেও তার মুখখানা স্মরণ করতে পারলাম না। তার সেই হাসি। আমার সান্নিধ্যে এ জুঁই, না সে জবা! না সে শিউলি! আমি স্তম্ভিত! বিপর্যস্ত!

অথচ কী আশ্চর্য! কোথায় আমার অতীত? আর কোথায় এই আমি এখন? বাস্তবিক, আমি আমার অতীত এবং বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি! আমার ভবিষ্যৎ বলতেও সামনে কিছুই নেই ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে! এখন প্রশ্ন, এই আমি আসোলে কী?

দেখি, আমি যাকে ভুলে যেতে চেয়েছিলাম, সেই মায়াবনবিহারিণী জবা সে, আবারও আমার সামনাসামনি দাঁড়িয়েছে! আমার সমস্ত প্রেম আমার শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী শিউলির কাছে সোপর্দ করেছি ব'লে, এতদিন যাকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি, আমার স্ত্রীর ভাষায় সেই 'কালনাগিনী' তার সুন্দর মোহনীয় ফনা তু'লে আমার সামনে দাঁড়ায় এসে, তার 'অমর ভালোবাসা'র দাবি নিয়ে। সুযোগ বুঝেই সে তার উদ্যত ছোবল বসিয়ে দেবে! তখন আমার কী হবে?

আমার স্ত্রীকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা সেই অতীতের তোমার প্রেমিক মানুষটি কি ভালোবাসার চেরাগ জ্বেলে পিছনে ফিরে যেতে ফের হাতছানি দেয় না?' আমার পতিপ্রাণা স্ত্রীর দৃঢ়কণ্ঠ, 'তুমিই এখন, আমার স্বপ্নের সেই প্রেমিকমানুষ, শিমুল!'

অথচ কী আশ্চর্য! আমি ওর কথায় সেদিন বিন্দুমাত্র বিশ্বাস রাখতে পারিনি। বোধকরি আমার মত, কোনদিনই সে সত্যিকার ভালোবাসা দিতে পারেনি তার সাংসারিক জগতে। হায় কী মিথ্যা! ডাহা অলীক নড়বড়ে ঘর! সাজানো সংসার! মিথ্যা, আত্মার পারস্পরিক সম্পর্ক! দেখি জীবনযাপনের মঞ্চ জুড়ে ক্লাইম্যাক্স সমৃদ্ধ এ এক ভিন্নতর নাটক! যার পরতে পরতে শুধুই নিখুঁত অভিনয়!

হাঁ শিউলি! তাকে দাম্পত্য আবহে সারা জীবন আঁকড়ে ধ'রে রাখতেই চেয়েছিলাম। সেই প্রিয়তমা স্ত্রী এসে, আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে! আমি তার চোখে চোখ রাখতে পারছি না। একরাশ ভয় আমাকে ঘিরে ফেলেছে! আজ সেও তার অমর ভালোবাসার দাবি নিয়ে, আমার সান্নিধ্যে, অবস্থান ধর্মঘটে সামিল হয়েছে! বুঝতে পারছি, সে আমার শেষ পরিণাম দেখেই ছাড়বে! আর তখন এই আমার কী হবে? একরাশ সন্দেহ ও ভয় অবলীলায় আমাকে আড়ষ্ট করে রাখে।

জুঁইয়ের সান্নিধ্যের ঘোর কেটে যায় আমার! নির্ঘাত, জবা এবং শিউলি জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় আমাকে দাঁড় করিয়ে ছাড়বে! তখন আমি কী সাক্ষ্য দেব! আমি নিশ্চিত, তাদের দু'জনের রায়ে, নির্ঘাত আমার যাবজ্জীবন হয়ে যাবে। আমি মুক্তি পাবো না কোন কালেই!

ঠিক এ সময় এখানে, আমি জুঁইকে হাতড়ে আর খুঁজে পাই না! কোথাও না! আমি দেখি কী এক ভালোবাসার তিমিরে হেঁটে চলছি আমি। তার আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে, আরও গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি আমি!

না! সব অনিশ্চয়তা কাটিয়ে এবার দেখি বাস্তবিক, আমার জবার সাথে আমি দিব্যি লুটোপুটি খাচ্ছি! আর খাচ্ছি!

আবার দেখি, না! জবা নয়। আমি তাকেও চাই না! সব কিছু পিছনে ফেলে, সামনের ঘনায়মান ফুলের স্তরের দিকে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছি আমি। ওই তো, সামনেই আমার প্রিয়তমা স্বর্গীয় স্ত্রী শিউলি! সেও হেঁটে চলেছে আমার আগে আগে।

এখানে জবা নেই! জুঁইও নেই! এবার দেখি শিউলি দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে। সে আমাকে আহ্বান করছে তার সান্নিধ্যে মিশে যেতে।

আবার দেখি হ্যাঁ! বাস্তবিকই, আমার শিউলির সাথে উদাম খুনসুটিতে মেতে আছি আমি! এখানে জুঁই নেই! আহা কী আনন্দ!

এ সময় জুঁইকে আমার কাছে, একান্তই অস্তিত্ব বিহীন 'প্রবাসী' এবং 'বিদেহী' এক নারী ব'লেই মনে হচ্ছে! পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, ক্রমেই সে অন্ধকারের বলয়ে মিশে যাচ্ছে। আমার সামনে জবাকে অতিক্রম ক'রে ছুটে চলেছি আরও সামনের দিকে! শিউলি তার দু'বাহু বাড়িয়ে আমাকে আহ্বান করছে। আমি চিৎকার ক'রে বলি, 'দাঁড়াও শিউলি! এই আমি আসছি! তুমি বিশ্বাস কর, আমি এখনও কেবল তোমারই আছি! তোমারই ভালোবাসার আবর্তে ডুবে আছি আমি! বিশ্বাস কর। চিরদিন তোমারই থাকব আমি!'

বইমেলার আহ্বায়ক হাসান ফেরদৌস

নিউইয়র্ক

লেখক ও সাংবাদিক হাসান ফেরদৌসকে ৩৩তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মে মাসে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। সম্প্রতি মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কমিটির এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

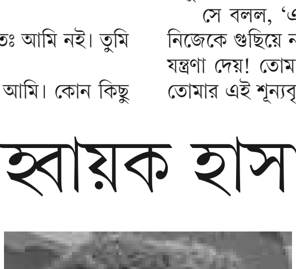

প্রবাসের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন মুক্তধারার আয়োজনে গত তিন দশকের বেশি ধরে অনুষ্ঠিত নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সর্ববৃহৎ বাংলা বইমেলা ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন হিসাবে ইতোমধ্যেই সর্বত্র আদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষার সেরা লেখক ও শিল্পীদের উপস্থিতি ছাড়াও উভয় বাংলার বিপুল সংখ্যক প্রকাশকের অংশগ্রহণের ফলে মেলাটি প্রবাসী বাঙ্গালিদের একটি সাংবাৎসরিক মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। এই মেলা প্রবর্তিত বাৎসরিক মুক্তধারা/জিএফবি সাহিত্য পুরষ্কার দেশে-বিদেশে লেখক ও সাহিত্য আমোদীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. নূরুন নবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির সভায় ২০২৪ সালের মে মাসে নিউ ইয়র্কে ৪দিন ব্যাপী মেলা আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত বছর অনুষ্ঠিত বইমেলার সম্মানিত অতিথি ও দর্শকদের দাবির প্রেক্ষিতে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কার্যকরী কমিটি বইমেলার নতুন নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এখন থেকে বইমেলার নতুন নাম 'নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা'। আশা করা হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যূন ৪০টি প্রকাশনা সংস্থা এই মেলায় অংশ নেবে । নিউ ইয়র্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের সাহিত্য সংগঠনকেও তাদের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বৈঠকে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ড. নূরন নবী আশা প্রকাশ করেন, বিগত বছর সমূহের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামী বইমেলা বিষয় বৈচিত্র ও অন্তর্ভূক্তিমূলক অংশগ্রহণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লেখক ও কলামিষ্ট হাসান ফেরদৌস বইমেলার আহ্বায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তিনি নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং পরবর্তি মেলার সাফল্য কামনা করেন।

প্রবাসের সুপরিচিত মুখ হাসান ফেরদৌস ১৯৮৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা, কাজ করেছেন জাতিসংঘের সদর দপ্তরে। তার আগে ঢাকায় সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন দৈনিক সংবাদ, ঢাকা কুরিয়ার ও সচিত্র সন্ধানী পত্রিকায়। কলাম লিখেছেন দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস, বাংলাদেশ টুডে, সানডে স্টার, ভোরের কাগজ এবং প্রথম আলো পত্রিকায়। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত ইংরেজি মাসিক ভয়েস অব বাংলাদেশ সম্পাদনা করেছেন কয়েক বছর। তিনি ২০টির অধিক গ্রন্থের লেখক।

মুক্তধারার প্রধান নির্বাহী বিশ্বজিত সাহা আগামী মেলার আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হওয়ায় হাসান ফেরদৌসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সংগঠনের নবীন-প্রবীন সকল সদস্য ও সমর্থকদের সম্মিলিত চেষ্টায় আগামী বছর একটি স্মরণীয় বইমেলা আয়োজন সম্ভব হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত অভিবাসী বাঙ্গালিদের অংশগ্রহণে নিউ ইয়র্ক বইমেলা একটি প্রকৃত বিশ্বমেলায় রূপান্তরে হাসান ফেরদৌসের নেতৃত্ব বিশেষ সহায়ক হবে।খুব শীঘ্রই মেলার তারিখ ও স্থান ঘোষিত হবে। এব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য মুক্তধারার ওয়েব সাইটে www.nyboimela.org এই ঠিকানায় চোখ রাখতে তিনি অনুরোধ করেন।

চাঁড়াল

আব্দুল্লাহ আল মামুন রিটন

ছোট ছোট বৃক্ষগুলো চিরকাল অবাঞ্ছিত
চিরকাল মার খায়, লাথি খায় অনবরত
পায়ে দলে, থুতু ফেলে বৃক্ষের শ্রাদ্ধ হয়।

এই শতাব্দীর উঁচু ও পাহাড়ি শরীরগুলো
চাঁড়ালের মতো মন নিয়ে সেটাই করে
যেটা তাদের খুব ভেতরের পশু ও নগ্নতা।
মেরে কেটে রক্ত চুষে পায়ে পিষে দিয়ে
ওরা বুঝাতে চায় মানবাধিকার মানদণ্ড।

অথচ ছোট ছোট বৃক্ষেরা কত সুন্দর-শান্ত
কত নীরব, কত সহিষ্ণু ও ত্যাগের শরীর।
হার রোজ মা হারায়, সন্তান ও স্বজন হারায়
রোজ রোজ ছোট হয় বেঁচে থাকার মানচিত্র।

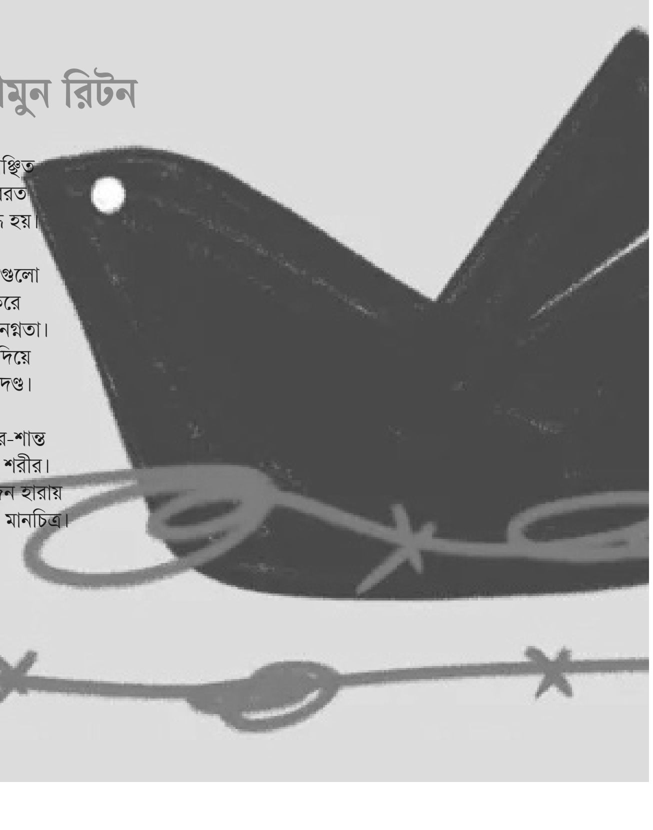

বিষাক্ত চর

অঞ্জন ব্যানার্জ্জি

বিধ্বংসী সুনামি আসতেই সমুদ্রের বুকে জাগে
এক বিষাক্ত চর
জ্যোৎস্না দীপ্তি হারায় চরের গহ্বরে, আর তস্কর খুঁজে
পায় ঈপ্সিত স্থান
লুণ্ঠিত ধন জমে থাকে চরের ঠিকানায়।

চর ঘিরে লবনাক্ত জল, কুমির উল্লাসে লেজ ঝাপটায়
অতন্দ্র পাহারায় মানুষখেকো গাছ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে খবর পৌঁছায়, বিপন্ন ঢেউ ভাঙ্গে
নৌকার হালে
বাঁচবার ডাক দেয় বরিষ্ঠ মাঝি, হালে হালে শুরু
আলাপ চুপিচুপি
নক্ষত্র পুরুষ দেখায় অভীষ্ট দিক, একসাথে দাঁড় টানে
একপাল তরী।

বিপদের ঘন্টা বাজে তস্কর শিবিরে, কুমিরের দল ক্ষেপে
কুটিল কৌশলে
সংঘাতের আভাস ঢেউয়ের গর্জনে, তরীর গতি বাড়ে
বৈঠার টানে।

পাশবিক

জাফর ওবায়েদ

নির্দলীয় বাদামগুলো পড়ে আছে পার্কের বেঞ্চিতে

কিঞ্চিত আগেই ওখানে দুটো নিরপেক্ষ পাখি বসেছিল
চোখে চোখে ওদের বাক্য বিনিময় হচ্ছিল

সহসা একটা দলীয় ঈগল অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ তোলে
ছুঁ মেরে কচি মেয়ে পাখিটিকে ঠোঁটে তুলে নিল

ছেলে পাখিটি রোদের এসিড পোড়া মুখে দিগভ্রান্ত
ছুটোছুটি করতে করতে শেষমেষ দৃশ্যান্তর

পরদিন ঝোপের আড়ালে পড়ে ছিল মেয়ে পাখিটার
খাবলে খাওয়া দেহ।

ফানা

সাকিব জামাল

একটি ফুলের প্রেমে পড়েছিলো এক ভ্রমর।
পাগলপ্রায় ভ্রমর উড়ে উড়ে যায়
ফুলের কাছে প্রেম নিবেদনে।

বন্ধুমহল কয়,
"আরে বোকা, ও ফুল নয়, আগুন!
বাহ্যিক মাটির দেহ!"
প্রেমিক ভ্রমর কানে নেয় না।
উল্টো ফুলের কানে গানে গানে বলে,
"আগুনপ্রেমে কতো পতঙ্গ পুড়ে হয় ছাই,
তেমনটি হলেও আমি তোমাকেই চাই!"

অতঃপর, ট্রয় নগরী ধ্বংস।
ভ্রমরও অস্তিত্ববিহীন!

আলোর খোঁজে

এম. এ. শিকদার

তিমির রাত নির্ঘুমে কেটে গেল
ডাকিল দোয়েল, ময়না টিয়ে
ডাকিল ফিঙ্গে
ডাকিল মোরগ, ডাকিল পক্ষীকুল।
ডাকিল শিয়াল হুক্কা হুয়া স্বরে,
দূর মিনার থেকে ভেসে আসিল মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে
আজানের ধ্বনি
তবুও তুমি জাগলে না।

হে স্বপ্নবিলাসী পথিক,
তুমি ঘুমাও, আরো ঘুমাও
তোমার জাগতে হবে না।
নির্ঘুম প্রহরীর বচন তোমার কানে পৌঁছবে না, পৌঁছবে না।
তুমি ঘুমাও স্বপ্নের বিলাসভূমে,
জাগ্রত হয়ে দেখবে বিরানভূমি, শুধু বিরানভূমি।

বিবর্তনমুখী রাষ্ট্র

দ্বীপ সরকার

কুকুরগুলো ইদানিং সরছেনা-
নাকের ডগায় হেসে ভাসিয়ে দিচ্ছে ঘেউ ঘেউ
উঠোনে কার যেন পা পড়েছে আজ
পীতরঙা মেঘের ভেতর কে হেঁটে বেড়ায়

কোমলমতি রোদের মাহফিলে কে এসেছে?
কে কণ্ঠ মিলিয়ে কুকুরের সাথে রাষ্ট্রের গান গায়?

আমাদের এইখানে-এই রাষ্ট্রে
মজার এটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে
কুকুরগুলো গা ঘেঁষে বসে সামাজিক হতে চায়
আমারা সুযোগ দিচ্ছি কিংবা দিচ্ছি না
অথচ কুকুরের মুখে লালার বদলে বির্বতনের জল
গড়িয়ে পড়ছে
খুব চিকচিকে এবং ফিকফিকে।

মেঘনার মেয়ে

গোলাম রববানী

আমার ভেতর অগণিত চরপড়া ইস জ্যান্তনদী-
পড়ে থাকা অনাবাদি খরায়িত শুষ্কভূমি:
অই দিগন্ত চেয়ে থাকা তুমি নির্মল সতেজ প্রকৃতি,
উপচে পড়া নবযৌবন ঢেউয়ে ঢাকে রত্নমণি

তার শাসনে নিশ্চিত আমি শাসিত যে হব-ই হব
যদি দেয় দিক মেনিফেস্টো আলগাপ্রেম প্রেমক্রেসি
প্রেমবয়সী হোকবা নাহোক বয়সীপ্রেম অপ্রেম জাগো
দুটি ফ্রেমের সীমা ভেঙ্গে আন্তসীমা হওনা সখী

তুমিতো নও দুধে শিশু মায়াবতী ফুলকুমারী
পটল ফুলের মতো এসো ছোঁয়াছুঁয়ি করি সকাল
তারপর একদিন ডুবজলে ডুব দিয়ে হই সূর্যমুখী
তবে এসো ধীরে ধীরে নামকরণে হে অবয়ব

ধরে রেখো ওগো প্রিয়, রেখো ধরে পরাণপ্রবাহ
সময়তো নেই দেখ পেছন ফিরে তাকানোর
মন বাঁচাতে এগোয় এসো, মনমধ্যে বসত করো
মরার আগে মরার মতো একবার হলে মরতে দিও।

অন্তিম ফাগুনের অপেক্ষা

দীপান্বিতা চৌধুরী

তোমার জন্য একটা আকাশ কেনা আছে আমার
অন্য আকাশে উড়তে গিয়ে যখন ক্লান্ত হবে
তখন না হয় আমার আকাশে এসো।
বিশ্বাস, নিশ্চয়তা-বিছিয়ে রেখেছি, তুমি এসো।

যেভাবে রাত গভীর হলে শিশির নামে,
যেভাবে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ঘরে ফিরে
যেমন করে উদ্দাম কিশোরী গায়ে জড়ায় শাড়ির আঁচল
কিংবা অন্তিম সূর্য করে সাগরে অবগাহন
যেভাবে সন্ধ্যা নামে বনের হাত ধরে
তুলসী তলার ঘিয়ের প্রদীপটা নিভে যায় সন্তপর্ণে;
তুমি না হয় সেভাবেই এসো।

সুখের অসুখে দগ্ধ হলেই না হয় তুমি এসো
সুখ নয়, দুঃখ নয়, অশান্তি বা অপ্রাপ্তি নয়,
এক মুঠো মুগ্ধতা আর বসন্তের অন্তিম ফাগুন
তুলে রেখেছি তোমার জন্য।

গান কিছু তো ছিল

মান্নান নূর

এই চিল! এত এত নীল
বুকে বুকে ভরে ওড়ো
দোলা প্রাণে সুখে ঘুরো!
কিভাবে?

এই আমি তো করেছি পান
আকণ্ঠ ভরেছি নীলে
নীল সায়রে তাই মরছি তিলে তিলে
এভাবে-

এই গান এত এত সুর
কোথা থেকে তুমি পাও?
অথচ গানশূন্য আমার সবুজ এ-গাঁও।

গান কিছু তো ছিল, ছিল প্রাণ হরা সুর,
নিয়ে গেছে তাও ভরে
ভরা জোয়ারে ভেসে
জাসরিয়ার পাল তোলা নাও।

রূপালি নূপুর

মোঃ আব্দুর রহমান

আর মাত্র পঁচিশ মিনিট! ইশ! সময়টা যে কেন আঁটকে আছে-চিৎকার করে বলতে থাকে জনি। তবে কারো কোন সাড়া পেল না। তাই দৌড়ে গেল মায়ের ঘরে। কিন্তু, মা তখন মাগরিবের নামাজে দাঁড়িয়েছে। পাশের ঘর থেকে আওয়াজ এলো, "কী হয়েছেরে দাদু ভাই? চিৎকার করছিস কেন?"

"দাদি, চিৎকার করব না মানে! আর পঁচিশ মিনিট পরেই ঢাকা থেকে গাড়িতে উঠছে বড় আপু। খুব সকালেই পৌঁছে যাবে বাড়িতে। আপু আমার জন্য নিয়ে আসছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে বাংলাদেশের দলের একটি সুন্দর জার্সি। আমি সেটা পরে খেলব, ঘুরব- কী মজা! কী মজা!"

"সে তো অনেক আনন্দের কথারে দাদু ভাই। আহারে, কতদিন মেয়েটাকে দেখি না। সেই ছোটবেলা থেকেই কেবল পড়া পড়া করেই মেয়েটা জীবন কাটিয়ে দিল। বাবা মরা মেয়ে, নিজের খরচ চালাতেই যেখানে হিমশিম খেতে হয়, তারউপর সংসার টানা, আবার আমার ওষুধের টাকাটাও টিউশনি করে চালিয়ে নিচ্ছে। যাইহোক ডাক্তারিটা যে অবশেষে পাশ করল। আজ যদি তোদের বাবা বেঁচে থাকত"-বলেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

একটা শিশু যেমন করে কাঁদে, ঠিক সেভাবেই কাঁদতে লাগলেন তিনি। কান্না কি হাসি-বৃদ্ধ আর শিশুদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। পাশ থেকে জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে জনির মা বললেন,

"থাক মা, কাঁদবেন না। সবইতো আমাদের কপাল। তবুও আশার কথা হলো সুমার ডাক্তার হবার ইচ্ছেটা অন্তত পূরণ হলো। আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি মা। মুরাদের বাবা সেদিন মুরাদের সাথে সুমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল।"

"কোন মুরাদের কথা বলছ গো বৌ মা? ঐ যে বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে সেই ছেলেটা?"

"জি মা। ইঞ্জিনিয়ার মুরাদ। খুব ভালো ছেলে মা।

"বাহ! সুন্দর মানাবে ওদের দুজনকে-ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার!"

বড় বোনের বিয়ের কথা শুনে খুশিতে লাফাতে লাফাতে তেরো বছরের জনি বলল,

"খুব ভালো হবে! আমার কিন্তু আপুর জন্য উপহার বানানোই আছে।"

"কী উপহার? টাকা পেলি কোথায়?" দাদি বললেন।

"দাঁড়াও দেখাচ্ছি।" বলেই একটি সুন্দর নূপুর বের করল জনি ড্রয়ার থেকে। রূপালি চকচকে সিম্পল একটা নূপুর। "জানো দাদি। এই নূপুরটা আমি পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পাওয়া টাকা দিয়ে আপুর জন্য বানিয়েছি। কিন্তু, আপু বলল একটি নূপুর আমার কাছে থাক। আর একটি নূপুর তোর কাছে থাক। যখন আমার কথা বড্ড বেশি মনে পড়বে তখন এই নূপুরটা দেখবি। আর আমিও আমার সোনা ভাইটার কথা মনে পড়লে এই নূপুরটা দেখব।" বলেই নূপুরটায় চুমু খেল জনি।

"দাদি। এবার এই নূপুরটা বিয়েতে আমি আপুর পায়ে নিজের হাতে পড়িয়ে দিব।"

ভাই-বোনের ভালোবাসা দেখে আরও একবার খুশিতে কেঁদে ফেললেন দাদি। পাশে কাপড়ের আঁচলে নিজের চোখটাও মুছতে লাগলেন জনির মা।

রোজকার মতো আজ সকালেও কোকিল ডাকল। সেই কোকিল ডাকা ভোরেই ঘুম থেকে জনিকে ডাকলেন ওর মা। বললেন, "বাবা তোর আপু আসার সময় হয়েছে, একটু এগিয়ে যা।"

জনি তড়িগড়ি চলে গেল সোজা বড় রাস্তাটার পাশে। ঢাকা থেকে আসা বাসটা সচরাচর যেখানে থামে সেখানে এসেই দাঁড়ালো জনি। কিন্তু দেখল, সবাই পথের ওপাশে ছুটাছুটি করছে। সে কী কাণ্ড! জনিও ছুটল সেদিকে। গিয়ে দেখল একটি গাড়ি খালে পড়ে আছে। জনির বুক ধরফর করতে লাগল। দেখল, বেশকিছু মানুষকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। কিন্ত সেখানে ওর আপু নেই। তাই মনটা একটু স্থির হলো জনির।

কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়ল অন্য একটি গাড়িকে পুলিশের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেউ একজন বলল, ওই গাড়িতে লাশ আছে! সেগুলি পোষ্ট মর্টেমের জন্য নেওয়া হচ্ছে। গাড়িটা ধীর গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে চুইয়ে পড়া রক্তের দিকে তাকাল জনি। চোখে পড়ল একটি রূপালি নূপুর। এট তো সেই নূপুর যেটা সে তার আপুকে দিয়েছিল। হাতে তুলে নিতে একটুও দেরি করল না জনি। দ্রুত গাড়িটার দিকে তাকাল জনি। চিৎকার করে ডাকতে লাগল, আপু! আপু! কিন্তু আপু তার কথা শুনল না!

জনি চিৎকার করে আবারো ডাকছে-আপু! আপু! গাড়িটা ততক্ষণে চলে গেছে। জনি দাঁড়িয়ে আছে বড় রাস্তায়, রূপালি নূপুর হাতে।

বন্ধুর ত্যাগ

কবির কাঞ্চন

পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো অনিক। হঠাৎ দূর থেকে মা'কে দেখতে পেয়ে, মা মা বলে চিৎকার করতে করতে মাঠের দিকে ছুটে আসে অনিক। মাঠের ওপারের অভিভাবক ছাউনির নিচে অনিকের মা ছেলের প্রতীক্ষায় আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছেন। অনিককে বুকে জড়িয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন,

-পরীক্ষা কেমন হয়েছে, বাবা?

-খুব ভালো হয়েছে, মা। কিন্তু..।

-কিন্তু কী? সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দাওনি?

এই বলে অনিকের হাত থেকে প্রশ্নটা নিয়ে চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন,

-সবগুলো প্রশ্নই তো কমন ছিল। সকালেও করিয়েছি। সমস্যা কী? সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল?

-না, মা। তা না।

-তাহলে লিখলে না কেন?

এরই মধ্যে শুভ, অনিকের পাশে এসে দাঁড়ালো। অনিক একবার শুভ'র দিকে আরেকবার শুভ'র মায়ের দিকে তাকাল, তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে স্কুলের আঙ্গিনা ছেড়ে সবাই যে যার গন্তব্যে ছুটছে। শুভ'র মা'কে বিদায় জানিয়ে রিক্সায় ওঠল অনিক ও তার মা। রিক্সা বাসার উদ্দেশ্যে ছুটছে। অনিকের মা আবার জিজ্ঞেস করলেন,

-সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দাওনি কেন তা তো বললে না।

এবার ইতস্তত করতে করতে অনিক বলল,

-শুরুতে আমি সবগুলোর উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু শুভ'র কথা ভেবে পুরো খাতা সাদা করে দিয়েছি।

-সাদা করে দিয়েছো মানে?

-রাবার দিয়ে ভালো করে মুছে দিয়েছি।

-কেন মুছে দিয়েছো?

এই বলে রাগে-ক্ষোভে অনিকের গালে পরপর কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলেন তিনি। অনিক ভ্যা ভ্যা করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার কী দোষ! সবই তো শুভ'র জন্য করেছি।

-এখানে শুভকে আবার টেনে আনছো কেন?

-ওর জন্যই তো আমি সব মুছে দিয়েছি।

-ও কী তোমাকে সব মুছে দিতে বলেছে?

-না, ও আমায় কিচ্ছু বলেনি।

-তাহলে?

-সকালে পরীক্ষার হলে যাবার সময় শুভ'র আম্মু আমার সামনে ওকে রাগ করে বলেছিলেন, ও যদি এই পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে না পারে, তাহলে ওকে মেরে ফেলবেন। তুমি তো জানোই ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ক্লাসে কখনো আমি ফার্স্ট হই। আবার কখনো শুভ ফার্স্ট হয়। আমাদের দু'জনের নম্বরের ব্যবধানও খুব বেশি হয় না। তাই ওকে মারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই আমি আমার খাতার সবগুলো উত্তর মুছে দিয়েছি।

আমি কি ভুল করেছি মা?

ছেলের এমন কথায় অনিকের মা নির্বাক চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

DIAMOND SPONSOR
GOLDEN AGE
HOME CARE
আজকাল
ORGANIZED BY
JAMALPUR BASHI
NEW YORK
Event Managed by:
Galaxy
media
BABY NAZNIN
BLACK
DIAMOND
Night
OCTOBER 29, 2023, 7 PM
THE MARY LOUIS ACADEMY, JAMAICA
176-21 WEXFORD TER, JAMAICA, QUEENS, NY 11432
HOST. KHONDAKER ISMAIL
TICKETS AVAILABLE AT:
★ GOLDEN AGE HOME CARE, 170-18A HILLSIDE AVE JAMAICA, NY 11432
★ DHANSHIRI RESTAURANT, 169-28 HILLSIDE AVENUE, QUEENS, NY 11432
★ SMART CAFE, 168-45 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
★ SALIM BIRYANI, 166-14 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
★ KHALIL BIRYANI HOUSE, 167-20 Hillside Ave, Queens, NY 11432
★ BISMILLAH SUPERMARKET, 181-06 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432
★ NABANNO RESTAURANT, 37-22 73RD ST JACKSON HEIGHTS, NY 11372
(TICKET WILL BE AVAILABLE IN VANUE AS WELL)
CONVENER:
BELAL AHMED
646-662-9353
CO-CONVENER:
A B SIDDIQUE
917-519-1151
CHIEF COORDINATOR
MUKHTER HOSSAIN
646-651-0945
MEMBER SECRETARY
SAIFUL ISLAM
646-258-9290

আমাদের স্পষ্ট অবস্থান আমেরিকার বিদেশনীতির পক্ষে

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট ও ফিলিস্তিনী-ইসরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

Our Definitive Stand for American Foriegn Policy - Sir Dr. Abu Zafar Mahmood

On the contemporary Bangladesh scenario and Palestine-Israel War situation

Global Peace Ambassador

রোববার ব্রুকলিনে বাংলাদেশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক্ আয়োজিত মৌসুমের শেষ পথমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

Sir Dr. Abu Zafar Mahmood, Global Peace Ambassador, Inaugurates the season's last Street Fair at Brooklyn, organiozed by Bangladesh Marchent Association USA Inc. as Chief Guest

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love is Humanity
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
26 October 2023, Thursday, Issue 345

২৬ অক্টোবর ২০২৩, ১০ কার্তিক ১৪৩০, ১১ রবিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

পিটার হাসের নৈশভোজ নিয়ে আলোচনা কৌতূহল

ঢাকা অফিস

গুলশানের একটি নৈশভোজ নিয়ে অন্তহীন আলোচনা, কৌতূহল। বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক অঙ্গনে। বুধবার সন্ধ্যার নৈশভোজ নিয়ে নেট দুনিয়াও সরগরম। মানবজমিনের অনুসন্ধানে নৈশভোজটির সত্যতা মিলেছে। তবে এর উদ্দেশ্য এবং অনানুষ্ঠানিক আলোচনার বিস্তারিত তাৎক্ষণিক জানা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বশীল সূত্র রাতে মানবজমিনকে জানায়, দেশের প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানী প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ডিরেক্টর (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান) সৈয়দ আলতাফ হোসেন ছিলেন সেই ভোজের আয়োজক। গুলশান-২ এর ১১৫ নম্বর সড়কস্থ তার নিজ বাড়িতেই ছিল আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনটি। ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের সম্মানে আয়োজিত ওই ভোজে আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা ছিল বেশ দীর্ঘ। এতে সরকার ও বিরোধী দলের নেতারা ছাড়াও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা অংশ নিয়েছিলেন। নৈশভোজ কাম প্রাণবন্ত ওই আড্ডায় অংশ নেয়া রাজনীতি সচেতন অতিথিদের মধ্যকার অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় বহুল

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

ট্রাভেল সংগঠন আটাব স্থবির হয়ে পড়েছে

নিউইয়র্ক

২০১৮ সালে ট্রাভেল টিকিট বিক্রেতাদের নিয়ে এই এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল।

মনজুরুল হক

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশী মালিকানাধীন ট্রাভেল মালিকদের নিয়ে গঠিত আমেরিকান ট্রাভেল এসোসিয়েশন (আটাব) এর সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। সাংগঠনিক কার্যক্রম সচল করার জন্য বার বার উদ্যোগ নেওয়া হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হেয়ালীপনার কারণে সংগঠনটি চাঙ্গা করা যাচ্ছেনা বলে নিজেরাই নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। তবে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের মধ্যে আগের চেয়ে ভাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বেড়েছে বলে দাবী করেন।

২০১৮ সালে ট্রাভেল টিকিট বিক্রেতা মালিকদের মধ্যে ঐক্য, ব্যবসায়িদের কল্যান এবং গ্রাহদের স্বার্থ সংরক্ষনে এই এসোসিয়েশন গঠিত হয়। শুরুতে ৩৩ জন ট্রাভেল মালিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন বলে জানা গেছে। সংগঠনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান রহমানিয়া ট্রাভেলের সিইও মাওলানা কে রহমান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক হলেন কর্ণফূলী ট্রাভেলের সিইও মোহাম্মদ হারুন। এসোসিয়েশন গঠন করার পর কিছু তৎপরতা লক্ষ করা গেছে। রমজানে ইফতার মাহফিল এবং পরবর্তীতে স্বউদ্যোগে ওয়ান ডিস করে বনভোজনের আয়োজন করা হয়।

এরপর থেকে তেমন একটা সাংগঠনিক কার্যক্রম চোখে পড়েনি। তবে একে অন্যর খোঁজ খবর নিয়েছেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষনের কথা বলা থাকলেও সম্প্রতি এক ট্রাভেল ব্যবসায়ি নারী ৩০/৩৫ জন গ্রাহকের কাছে টিকিট বিক্রি করে লাপাত্তা হয়ে যান। এতে গ্রাহকরা প্রতারনার মাধ্যমে অর্থ খুইয়ে দিশেহারা হয়ে যান। একাধিক গনমাধ্যমে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

টক অব দ্য উইক

জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বিচ্ছেদ করেছি, সন্তানদের থেকে আলাদা হইনি

শাবানা রহমান

সোহানা নাজনীন

'বাবা-মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদে বাচ্চারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সময় পার করে। বড় হবার পরও কখনো সে অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে তারা জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ভয় পেতে পারে। কাউকে বিশ্বাস করে বন্ধুত্ব গড়তে পারে না। প্রকৃতিগত ভাবে একটা বাচ্চার জন্য বাবা-মা দু'জনকেই দরকার। একটি বিবাহ বিচ্ছেদে অপরাধী হচ্ছে নিষ্পাপ শিশুরা। তাই বিবাহবন্ধন ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে, বাচ্চা থাকলে যতটা সম্ভব তাদের জন্য নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে। বাচ্চারাই আমাদের ভবিষ্যৎ, জাতির ভবিষ্যৎ, তাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে।'- শিশুর সেপারেশন অ্যাংজাইটি নিয়ে নিজ অভিজ্ঞতায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রসঙ্গে কথাগুলো বলেছেন মাহবুবুর রহমান ও শাবানা রহমান।

১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয়

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ঐতিহ্য

কিংবদন্তি আছে, লালিবেলা গির্জাগুলো দেবদূতের সাহায্যে রাতারাতি তৈরি হয়েছিল

লালিবেলার প্রস্তর গির্জা

শাকেরা তাসনীম ইরা

ইথিওপিয়ার আমহারা অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত লালিবেলা শহর। সেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আড়াই হাজার মিটার উঁচুতে বসে এক সন্ন্যাসী প্রায় একাই নির্মাণ করে যাচ্ছেন একের পর এক গির্জা। গির্জাগুলো নির্মিত হচ্ছে শিলা কেটে কেটে শুধু হাতুড়ি ও ছেনি ব্যবহার করে। একুশ শতকের একজন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com